হিন্দু-জুবিল

প্রথম খণ্ড।

আর্য্য-গৃহচিকিৎসা, স্ত্রীশিক্ষা, মাতার প্রতি উপদেশ, সুসন্তান লাভের উপায়, বিবাহ, প্রসূতির কর্ত্তব্য ও ধাত্রীশিক্ষা, শিশুপালন ও চিকিৎসা, প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

ডাক্তার—শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন।

প্রকাশক—শ্রীহৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাপ্তিস্থান :—
কমলা বুক ডিপো, লিমিটেড,
১৯৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ১৲ এক টাকা

Printed by—Kishori Mohan Bagchi
at the India Directory Press
of **P. M. BAGCHI & Co.,**
38/1, Musjeedbaree Street. Calcutta.

ভূমিকা।

বঙ্গের স্বাস্থ্য দিন দিনই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া পড়িতেছে। হিন্দুর জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এতদিনে সত্য সত্যই আমরা ধ্বংসের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছি। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে মনীষী শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় হিন্দুজাতির ক্রমাবনতির কথা বুঝিতে পারিয়া, তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে কর্ণেল ইউ, এন, মুখোপাধ্যায় মহাশয় "ধ্বংসোন্মুখ জাতি" নামক একখানি পুস্তিকা দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করেন। বিগত কলিকাতা কংগ্রেসের উদ্বোধনে সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বি, চক্রবর্ত্তী মহাশয় জ্বলন্ত ভাষায় বলিয়াছিলেন ঃ—"পৃথিবীর অন্যান্য সকল সভ্য দেশেই জন্ম বেশী, কেবল ভারতবর্ষে (বিশেষতঃ বঙ্গে) বিগত দেড় শত বৎসর কাল আমরা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছি। ক্রমেই আমাদের মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই অনাদি কাল হইতে ভারতবাসী নানা উপায়ে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু বিগত দেড় শত বৎসর কাল আমরা আর আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমরা যদি এখনও সাবধান না হই, এখনও যদি এই ভীষণ ধ্বংসের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকারের জন্য প্রাণপণ যত্ন চেষ্টা না করি, তবে আমরা নিশ্চয় সেই আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ানদের ন্যায় এই ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইব।"

প্রায় ১০ বৎসর গত হইল একদিন, কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের ধ্বংসের যে সকল কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, সে বিষয়ে অমৃত বাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক, স্বদেশ-প্রাণ, মহাত্মা ৺মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত গ্রন্থকারের, বহু আলোচনা হয়। এ সম্বন্ধে মহাপ্রাজ্ঞ মতি বাবু গ্রন্থকারকে বলেন যে, "আপনি হিন্দু-সমাজের

প্রকৃত অবস্থা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া—হিন্দুজাতির প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থা, হিন্দুর সর্ব্ব বিষয়ে অবনতির কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়, পাশ্চাত্য সমাজের প্রকৃত চিত্র সংগ্রহ করতঃ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।" বর্ত্তমান গ্রন্থকার সেই দিন হইতেই হিন্দু ও পাশ্চাত্য সমাজের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাই আজ বঙ্গের হিন্দু সন্তানগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে বহু শিক্ষিত হিন্দু যুবক পাশ্চাত্য সভ্যতার আমদানি করিয়া এদেশের উন্নতি করিতে চাহিতেছেন। যে পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে সে সকল দেশের অধিকাংশ লোকের নিদারুণ দুঃখ কষ্ট দিন দিন ভীষণ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, যে ভারতের পূণ্য সমাজের তুলনায় পাশ্চাত্য দেশের দারুণ জীবন সংগ্রাম-যুক্ত সমাজকে দাবানল বলিয়া মনে হয়, সেই পাশ্চাত্য সভ্যতা হিন্দু-সন্তানগণের কিছুতেই অনুসরণ করা উচিত নয়। ভক্তিভাজন ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও বলিয়াছেন:— "হিন্দুরা যে সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আজিও জগতে অতুল্য। ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে।"

ফলতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণের ফলেই আজ হিন্দুসন্তানগণ অতি দ্রুত গতিতে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ "স্বাস্থ্য-সমাচার" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে হিন্দুসন্তানগণ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া, হিন্দুসমাজ রক্ষার জন্য প্রাণান্ত যত্ন চেষ্টা করিলেই গ্রন্থকার তাঁহার ১০ বৎসরের সমস্ত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় সার্থক মনে করিবেন।

৫ই আশ্বিন,
১৩৩০ সাল।

প্রকাশক।

উৎসর্গ।

যাঁহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা

আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে

এতাদৃশ কঠোর পরিশ্রমে

প্রণোদিত করিয়াছে,

সেই বঙ্গীয়

হিন্দু-সন্তানগণের করকমলে

আমার এই গ্রন্থখানি

সমর্পিত হইল।

ইতি—

গ্রন্থকার।

হিন্দু ডুবিল।

অবতরণিকা।

প্রাচীন ভারত।

(১)

হিন্দুরাই জগতে "আদর্শ-মানব" ছিলেন।
হিন্দুরাই জগতে সকল জাতির জ্ঞান-
দাতা ও শিক্ষা-গুরু ছিলেন।

প্রাচীনকালের হিন্দুদের সম্বন্ধে পণ্ডিতবর ৺রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তাঁহার "প্রতিভায়" লিখিয়াছেন ঃ—

"যদি ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, হিন্দুর পরিশুদ্ধ জাতীয় ভাবের বিষয় যদি একবার স্মৃতি-পথে উদিত হয়, তাহা হইলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, হিন্দু পূর্ব্বে কখনও জাতীয় ভাব বিসর্জ্জন দিয়া বিজাতীয় ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। হিন্দু যখন পঞ্চনদের পবিত্র-ভূমিতে পুণ্য-সলিলা সরস্বতীর পুলিনদেশে লোকসমাজের হিতার্থে পরমা শক্তির ধ্যান করিতেন,

তখন তিনি জাতীয় প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বা জাতীয় সমাজ-বিরুদ্ধ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। হিন্দু যখন শাস্ত্রানুশীলন-পূর্ব্বক অপূর্ব্ব জ্ঞান-গরিমার পরিচয় দিতেন, তখন তিনি বিজাতীয়ভাবে পরিচালিত হইয়া, হিন্দুত্বের অবমাননা করেন নাই। হিন্দু যখন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, শাসন-দণ্ডের পরিচালনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন তিনি হিন্দুদের সেই বিশুদ্ধ লোকপালনা শক্তির পবিত্রভাব,—সর্ব্বোপরি ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণের সেই সদুপদেশ বাক্য হইতে অণুমাত্র বিচলিত হন নাই; হিন্দুর জাতীয় বন্ধন এইরূপ সুদৃঢ় ও সুব্যবস্থিত ছিল।

"হিন্দু জ্ঞানগৌরবে ও বুদ্ধিবৈভবে পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। যখন অপরাপর জাতি ধীরে ধীরে সভ্যতা-সোপানে অধিরূঢ় হইতেছিলেন, তখনও হিন্দু, সভ্যতার পূর্ণ বিকাশে চিরমহিমান্বিত হইয়াছিলেন। গ্রীস্ যে সময়ে বাল্যলীলা-তরঙ্গে আমোদ লাভ করিতেছিল; জার্ম্মানি যখন আরণ্য মৃগকুলের বিহার-ক্ষেত্ররূপে পরিচিত হইতেছিল এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ড যখন ভীম-মূর্ত্তি নরশ্বাপদদিগের ভয়াবহ কার্য্যে প্রতিমুহূর্ত্তে শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পড়িতেছিল, তখন হিন্দুর বসতিক্ষেত্রে মনোহর কবিতাবল্লীর মধুময় কুসুম বিকশিত হইয়াছিল; দর্শনের দুরবগাহ তত্ত্বের মীমাংসা হইতেছিল; বেদান্তে বেদমহিমার পরিণতি ঘটিয়াছিল এবং অকলঙ্ক সভ্যতালোকে সমগ্র হিন্দুসমাজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

"হিন্দুর এই মহীয়সী কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। অতীত-দর্শী ঐতিহাসিক প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে হিন্দুর জাতীয় গৌরবের

কথা ঘোষণা করিতেছেন। আর তৎকালে যাঁহারা অসভ্য ও অনক্ষর বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা এখন সভ্যতার শ্রীসম্পন্ন ও জ্ঞানগৌরবে মহিমান্বিত হইয়া হিন্দুর জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে রত্নরাশি সংগ্রহ করিতেছেন এবং সেই বিশ্বহিতৈষী বংশের ঈদৃশ শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া কালের অভাবনীয় শক্তিতে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন।"

"হিন্দু এখন পূর্ব্বতন গৌরব বিসর্জ্জন দিয়া অপরের মোহ-মন্ত্রগুণে করসূত্র-ধৃত ক্রীড়া পুত্তুলের ন্যায় নর্ত্তিত হইতেছে এবং সর্ব্বাংশে আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনারাই আপনাদিগকে হেয় করিয়া তুলিয়াছে।"

মহাপ্রাজ্ঞ ৺চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, মহোদয় তাঁহার "হিন্দুত্ব" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"পৃথিবীতে যত সভ্য জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে, তন্মধ্যে হিন্দু-জাতি অতিশয় প্রাচীন। হিন্দুজাতির অভ্যুদয়ের পর আরও অনেক সভ্যজাতির অভ্যুদয় হইয়াছে। মিশর, আশিরীয়, পারস্য, গ্রীক, রোমক, সকলেই হিন্দুর পরবর্ত্তী। কিন্তু কতকাল হইল, তাহারা সকলেই কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। গ্রীস, রোম প্রভৃতির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে যে হিন্দুর আবির্ভাব হইয়াছিল, ধর্ম্মে, আচারে, সংস্কারে সামাজিকতায় এখনও সেই হিন্দু হিন্দুই রহিয়াছে। কত ধর্ম্মবিপ্লব, কত রাজনৈতিক বিপ্লব, কত অত্যাচার, কত উৎপীড়ন সত্ত্বেও সেই হিন্দু হিন্দুই রহিয়াছে। সেই হিন্দুর অনেক গিয়াছে সত্য,—রাজশক্তি গিয়াছে, ধর্ম্মবল কমিয়াছে,

প্রতিভা হীনপ্রভ হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে যত হিন্দু আছে, সকলের দিকে চাহিয়া বল দেখি, এতদিন পরাধীন থাকিয়াও হিন্দুর যে ধর্ম্মবল, যে বুদ্ধিবল, যে বাহুবল, যে মনুষ্যত্ব আছে, সেরূপ ধর্ম্মবল, বুদ্ধিবল বাহুবল ও মনুষ্যত্ব ইউরোপের কয়টা জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। রোম-কর্ত্তৃক গ্রীস-বিজয়ের তিনদিনের মধ্যে তেমন যে গ্রীকজাতি কোথায় উড়িয়া গেল! বর্ব্বর জাতিকর্ত্তৃক রোম-বিজয়ের পর তেমন যে রোমজাতি কোথায় ভাসিয়া গেল! ফলকথা, হিন্দু আপন ধর্ম্মরূপ সাত্ত্বিক শক্তির সাহায্যে প্রায় একপ্রকার নিত্য জীবন লাভ করিতে পারিয়াছে।”

বঙ্গের সাহিত্য-সম্রাট ভক্তিভাজন ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার “ধর্ম্মতত্ত্বে” লিখিয়াছেন ঃ—

“এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনুষ্যশ্রেণী (প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ-দিগের ন্যায়) ভূমণ্ডলে আর কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা যে সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আজিও জগতে অতুল্য। ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত সভ্যজাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক কোন জাতিই নাই। প্রাচীন এথেন্স বা রোম, মধ্যকালের ইতালী, আধুনিক জর্ম্মন বা ইংলণ্ডবাসী কেহই তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না। রোমের ধর্ম্মযাজক ও বৌদ্ধ ভিক্ষু অথবা অপর সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ছিলেন না।”

হায়! যে হিন্দু জগতের সকল জাতি অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, উন্নত, প্রতিভাশালী, সুসভ্য ও ধার্ম্মিক ছিলেন; যে হিন্দুর ন্যায় অধ্যাত্ম জগতে উন্নত, ধর্ম্মপরায়ণ, ঈশ্বরভক্ত, মহাজ্ঞানী জাতি ভূমণ্ডলে আজ পর্য্যন্ত কোথায়ও জন্ম গ্রহণ করেন নাই; যে হিন্দুর ন্যায় সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদাচার, সর্ব্বভূতে দয়াশীল, কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী, পিতৃমাতৃভক্ত, সন্তানে স্নেহশীল, নীরোগ, দীর্ঘজীবী মনুষ্যশ্রেণী জগতের কোথায়ও দৃষ্ট হয় নাই; যে হিন্দুনারীর ন্যায় অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণা, সতী, সাধ্বী, স্নেহ-পরায়ণা রমণী কোন কালে কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কেহ সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারেন না (১); যে হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী, তন্ত্র, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া জগতের মহাজ্ঞানী পণ্ডিতগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকেন এবং মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন—"হিন্দুরাই প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত, হিন্দুরাই ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন, হিন্দুরাই ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, হিন্দুরাই প্রকৃত সভ্যতার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, ভারত ভূমিই স্বর্গ অপেক্ষা শান্তিপূর্ণ ও গরীয়সী" (২);

---

(1) "India in short has produced men and women of great virtue and distinction," (See Is India Civilized? by Sir John Woodroff, p. 158).

(2) Hindu religion and Civilisation.

(*a*) Prof. MaxMuller says:—"If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power, and beauty that nature can

bestow—in some parts a very paradise on earth—I should point to India. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and found solutions on some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant—I should point to India. And if I were to ask myself from what literature we, here in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of Greeks and Romans, and of one Semitic race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly humane, a life, not for this life only, but a transfigured and eternal life...again I should point to India."

(See India, p. 9).

(*b*) "Indians possessed a knowledge of the true God."

(See Frederick Schlegel, German philosopher).

(*c*) "The rest and peace which are required for deep thought or for accurate observation of the movements of the soul were more easily found in the silent forests of India than in the noisy streets of so-called centres of civilization. (See Max-Muller's Three Lectures on Vedanta philosophy).

(*d*) The eminent French scholar Creuzer says:—"If there is a country on earth which can justly claim the honour of having been the cradle of the human race or at least the scene of a primitive civilisation, the successive developments of which, carried into all parts of the ancient world and even beyond, the blessings of knowledge which is the second life of man,—that country assuredly is India."

(*e*) "The doctrine of the Gita is one of the grandest

যে হিন্দু সংস্কৃত সাহিত্য (3), ব্যাকরণ (4), জ্যামিতি (5),

---

doctrine which India has taught." (See Is India Civilized ? by Sir John Woodroff, p. 19)

(*f*) The Great German philosopher Schopenhauer says :—"In the whole world, there is no study except that of the originals, so beneficial and so elevating, as that of the Upanishads. It has been the solace of my life ; it will be the solace of my death."

(*g*) "No nation on earth can vie with the Hindus in respect of the antiquity of their civilisation and the antiquity of their religion." (Theogony of the Hindus.)

(*h*) "India must have been one of the earliest centres of human civilisation," (H. R. Hall of the Br. Museum)

(*i*) "Hindus have made a language, a literature and a religion of rare stateliness." (Dr. W. W. Hunter.)

(*j*) Dr. Mathenson says :—"There is no intellectual truth in the West which has not its earlier discussion in the East and there is no modern solution of that problem, which will not be found anticipated in the East."

(*k*) Sir John Woodroff says :—"The uniqueness of India consists in her religion of eternity. Indian doctrine is not one-sided, but has a time-religion also. The glory of India is that of a high spirituality, a unique genius for grasping and expounding the realities behind the phenomenal world and the innermost meanings of life.

(3) Sanskrit language.

(a) "Sanskrit is the greatest language in the world." (Prof. Max-Muller's Science of Language).

(*b*) "Sanskrit is more perfect and copious than Greek and Latin." (Prof. Bopp in Endinburg Review.)

(*c*) "Sanskrit is the origin of the modern languages of Europe." (M. Dubois)

(*d*) "In point of fact, the Zend is derived from Sanskrit." (Prof. Heeren's Historical Researches.)

(*e*) "Sanskrit was at one time the only Language of the world." (Prof. Bopp).

(*f*) "All the languages of the Indo-European Family are derived from Sanskrit." (Dr. Ballantyne.)

(*g*) "Justly it is called Sanskrit i.e. perfected or finished." (Schlegel's History of Literature).

(4) Grammar—Panini

(*a*) Panini is now universally admired for his "shortest and the fullest Grammar in the world."

(*b*) "It was in philosophy as well as in Grammar that the speculative Hindu mind attained the highest pitch of its marvellous fertility." (Prof. Weber.)

(c) Prof. Wilson says,—"No nation but the Hindus, has been yet able to discover such a perfect system of phonetics."

(*d*) Mr. Tompson, Principal Agra College says—"The creation of the consonants in Sanskrit is a unique example of human genius."

(*e*) Prof. Macdonell holds, "We (Europeans) are still far behindhand in making even our alphabet a perfect one."

(*f*) Prof. MaxMuller says—"That an entire language is based on a few roots is a truth not known to Europe before the 16th Century A. D. In India, the Brahmans knew it long long ago."

বীজগণিত (6), অঙ্ক (7), দর্শন (8), জ্যোতিষ (9),

(5) Geometry.

Sir John Woodroff says,—"Geometry was studied by the Hindus from the date of Sulva Sutras of Baudhayana. Pythagoras learnt his Geometry in India"

(6) Algebra.

(*a*) Cajori says,—"The Indians were the real inventors of Algebra. From India, the Science went to Arabia and thence to Europe."

(*b*) Mr. Colebrooke says, that Mahamad Ibu Musa first published Algebra among the Arabs. He had compiled his work from the Indian Astronomical works, during the rule of Al Mansur (749-775 A. D.)

(*c*) "Hindus are superior over the Greeks in the perfection of Algebra," (Elphinstone)

(7) Arithmetic.

(*a*) Dr. Morgan says,—"Indian Arithmetic is that which we now use."

(*b*) Dr. Von Scharader had concluded long ago that Pythagoras learnt his Mathematics from India.

(8) Philosophy.

(*a*) Davis in his Hindu Philosophy observes:—"The Philosophy of Kapila is the first recorded system of Philosophy in the world."

(*b*) "In India philosophy is practical and inseparably connected with religion. In Europe, it is theoretical and speculative." (See MaxMuler's Hindu Philosophy; See also Wilson's Sankhya Karika. Monier Williams' Indian Wisdom.)

বিজ্ঞান (10), আয়ুর্ব্বেদ (11), ভৈষজ্যতত্ব, নিদানতত্ব, শারীরতত্ব,

(9) Astronomy.

(*a*) M. Bailly in his History of Astronomy, says:—"India attained great distinction in Geometry and Astronomy, 3000 B.C."

(*b*) Mr. Colebrooke notes the following in connection with Hindu Astronomy:—

"In the first of their progress, all other nations were in still greater ignorance. * * * It shows a knowledge of discoveries not made even in Europe until recently."

"Two extraordinary points of the astronomy are:—(1) Precession of the equinoxes: in it, they are more correct than Ptolemy. (2) Diurnal revolutions of the Earth on its axis." (Hindu Algebra, P. xxii)

(10) Science.

(*a*) In *Kinetics*, the Hindus analysed the concept of motion, gravity (ascribed to the attraction of the Earth), acceleration, the law of motion and the accelerated motion of falling bodies."

(*b*) "Some of their (Hindus) investigations were solid achievements in positive knowledge, as in Meteria Medica, Therapeutics, Anatomy, Embryology, Metallurgy, Chemistry, Physics and Descriptive Zoology."

(*c*) Prof. Playfair has published a memoir on the Hindu Trigonometry. (Trans. of the R. S. of Edinburg. Vol. IV). He says,—'Hindus anticipated modern Trigonometry devising the *sines* and *versed sines* unknown to the Greeks."

(*d*) Mr. Wilkinson says in his translation of Bhaskara Goladhyaya. "Bhaskara (B 1114 A. D) had discovered 500

years befor Newton, the principle of the Differential Calculus and its application to astronomical problems and computations."

(*e*) Brahmagupta (628 A.D.) says,—"All heavy things fall to the ground by a law of nature. It is the nature of the earth to attract and keep things."

(*f*) Varahamihir says,—"The earth attracts that which is upon her. (Chap xxvi)

(*g*) Aryyabhatta holds,—"The earth revolves, the heaven does not turn round as appears to our eyes. (Ch. xxvi)

(*h*) "Hindus know the precession of the equinoxes. (Chap LVI) and the helaical rising of Canopus." (See Ditto)

(*i*) "It is round (Brahmanda)—the mundane egg or ball."

(*j*) "The rotundity of the earth appears from the circular shadow cast on the moon." (Mahabharata)

(*k*) Bhaskaracharyya compares the earth to a *kadamva* flower."

(*l*) "The sun is the upholder of the earth." (Bhaskara)

(*m*) "The earth moves though it appears still." (Aryyabhatta)

(*n*) Bhaskara says—"When it is morning at Lanka, it is midnight at Rome."

(*o*) "The Moon is lighted by the Sun." (Rigveda)

11. Medicines.

(*a*). Dr. Wise says—"It is to the Hindus we owe the first system of medicine."

(*b*) Dr. Willson says—"Hindu knowledge of Medicines was very extensive. In *simples*, they gave early lessons to Europe.'

Dr. Royle shows after an exhaustive inquiry that much

রসায়ন শাস্ত্র (12) প্রভৃতি অনন্ত শাস্ত্র সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং জগতের সকল জাতিকেই ঐ সকল শাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদের জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিয়াছিলেন এবং এখনও দিতেছেন; যে হিন্দু জগতের সকল জাতির শিক্ষাদাতা ও জ্ঞানদাতা ছিলেন (13), ইউরোপ যখন ঘোর তমসাচ্ছন্ন ছিল, তখন যে হিন্দু জ্ঞানালোচনার ও সভ্যতার চরম-উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন (14); যে হিন্দুর দেশ ধন ধান্যে

of the Meteria Medica of Dioscoride (1st century A.D.) was taken from the ancient Hindu Meteria Medica.

(See Essay. Pp. 82-164)

On Susruta's Surgery, Dr. Royle says, "It will, no doubt, excite surprise to find among the operations of these eminent surgeons, those of lithotomy and the extraction of the foetus ex utero; and that no less than 127 surgical instruments are described in their works".

12. Chemistry.

Dr. Royle says, "Hindus knew Rasayana (Chemistry) and the preparation of Chemical compounds. Their Chemical skill is a fact more striking and more unexpected. The Arabs borrowed those from India."

13. "India is the source from which not only the rest of Asia but the whole western world derive their knowledge and their religion." (See Prof. Heeren's Historical Researches)

14. "When Greece and Italy—those cradles of European civilisation nursed only the tenants of the wilderness, India was the seat of wealth and grandeur."
(See Thorton's History of the Br. Empire in India Vol 1. p. 3)

পরিপূর্ণ ছিল, যে হিন্দু শিল্পবাণিজ্য দ্বারা জগতের অগণিত ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন (15) ; যে হিন্দু সঙ্গীত বিদ্যায় (16), চিত্রবিদ্যায় (17), ভাস্করবিদ্যায় (18), নৌবিদ্যায় (19),

---

15. Pliny complained of the drain of gold from Rome to India. (See Natural History)

16. Music.

Sir W. Jones and Mr. Paterson call Hindu Music systematic and refined. Indian music, like Indian Medicine, went from India to Europe."

17. Painting.

Dr. Fergusson says—"Hindus attained great excellence in architecture sculpture and painting. The art here (India) displayed is purely indegenous." (See I & E Arch. p. 89).

18. Architecture.

(*a*) Dr. Fergusson says—"Hindu first knew architecture; from India, the knowledge found its way to other countries."

(*b*) "The Saracenic architecture is of Hindu origin."

(Tod's Rajasthan)

(*c*) Dr. Hunter in his Imp. Gaz. of India Says—"English decorative art, in our own day, has been borrowed largely from Indian forms and patterns."

(*d*) Prof. E, B. Havell in his Indian Architecture (1913) declares, Indian architecture extraordinary and as the product of original genius."

(*e*) "Enongh is known to justify the assertion that the art of architecture was practised in a large scale with eminent success." (See The Early History of India by V. A. Smith, M. A., p. 306).

নৌযুদ্ধে (20) এবং বিমান-যান (এরোপ্লেন) (21) প্রস্তুত প্রণালীতে জগতে অদ্বিতীয় ছিলেন ; যে হিন্দু জগতে পাকা রং প্রস্তুত করিতে

(*f*) Megasthenes says—"The Indians are well skilled in the arts."

19. Hindu-ship.

(*a*) "About 60 B. C, some bold Hindu navigators sailed in their ship to the Baltic Sea in Europe." (See Pliny's Natural History. ii, p. 67.)

(*b*) Dr. Sewell says, (Imperial Gazettieer of India, vol ii p. 324) :—"Pliny (Natural History, vol vi) states, that the Indian Vessels trading with Ceylon were so large as to able to carry 3000 amphorae."

(*c*) Megasthenes found ship-building as the distinct profession of a Hindu class.

(*d*) Sir John Malcolm says—"Those ships fully served all the mordern requirements. The European ship-builders have not improved much. Ship-building was exactly so even in Ancient India."

20. Battle-ship.

Strabo says plainly, "that Hindus used ships in battles."

21. Steam or electric cars, aeroplanes &c—

"There were, before 2800 B. C. Steam or electric cars, ships, aero- planes, balloons." (See Rig-veda, 1, 37)

Bisvakarma was the inventor of ornaments of *bimana* (aerial cars, like modern balloons, aeroplanes &c)

(See Matsya Puran, Book 5., Garura Puran, book vi, Vishnu Puran, Book 1. ch. 15)

জানিতেন (22); যে হিন্দুর মসলিন বস্ত্র দর্শন করিয়া জগতের লোক এখনও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকেন (23); যে হিন্দুর স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, হস্তিদন্তের কারুকার্য্য ও তৈজসপত্রাদি, রেশম ও বস্ত্র শিল্পের অসাধারণ উন্নতি দেখিয়া এখনও জগতের লোক শত সহস্র মুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন (24); যে হিন্দুর দিল্লীর লৌহস্তম্ভ, বুদ্ধগয়ার মন্দিরের লৌহ, ধারের লৌহস্তম্ভ, ভুবনেশ্বরের ও পুরীর লৌহকীলক পরীক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিকেরা বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছেন—"হিন্দুরা

22. Dyes.

Elphinstone says—"The brilliancy and permanency of many of their dyes are not yet equalled in Europe."

23. Indian cloths—musline.

(*a*) "In delicacy of texture, in purity and fastness of colour, in grace of design, Indian cloths still hold their own against the world." (Encycl. Brit. 9th Ed. Vol. xxi. P. 761)

(*b*) English experts (Travellers, Pyrard, Jourdan Roe, Bernier, Peter Mundy, Tavernier) speak of the unrivalled beauty and delicacy of the Indian cotton cloth, as "the finest the earth produces."

24. Silk and paper manufacture.

(*a*) "Silk manufactures also are excellent and verya ncient. Gold and Silver brocade also were original manufactures of India. Hindu taste for minute ornaments fitted them to excel in goldsmith's work." (See Pliny's Natural History)

(*b*) "This we know from Nearchus himself who ascribe to the Indians the art of making paper from cotton"

(See MaxMuller, Hist I of Anceint of Skr. Literature),

কি উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই প্রকার অত্যুৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা আমরা এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না" (25) ; যে হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবন, ধর্ম্ম-জীবন, কর্ম্মজীবন নৈতিক জীবন, জগতের সকল জাতির একমাত্র আদর্শ ছিল ; যে হিন্দুর দেশে অকালমৃত্যু ছিল না ; যে হিন্দু নীরোগ, দীর্ঘজীবী, ও বলিষ্ঠ ছিলেন ; যে হিন্দু-সৈন্যেরা এখনও অসীম শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিয়া জগদ্বাসিগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—হায় ! আজ সেই হিন্দু জাতির সর্ব্ববিষয়ে এইরূপ ভীষণ অবনতি দৃষ্ট হয় কেন ? আজ সেই হিন্দুজাতিকে জগতের লোকেরা এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কেন ? হায় হায়—বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—আজ সেই হিন্দুর দেশে এইরূপ অতি ভীষণ অকালমৃত্যু ও স্বাস্থ্যহীনতা দৃষ্ট হয় কেন ? আজ সেই হিন্দু জাতি যেন নিশ্চেষ্ট অবসন্ন দেহে অতি দ্রুতবেগে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে !

---

25. Iron manufacture in ancient India.

(*a*) Dr. Fergusson says,—"It opens our eyes to an unsuspected state of affairs to find the Hindus at that age capable of forging a bar of iron larger than any that have been forged even in Europe up to very late date and not frequently even now."

(See History of Indian and Eastern Architecture, Vol ii, p. 280)

(*b*) Roscoe and Schorlemer says—"It is not an easy operation at the present day to forge such a mass with our largest rolls and steam hammers, how this could be effected by the rude hand labour of the Hindus we are at a loss to understand."

(See Ditto)

(২)

হিন্দুদের সম্বন্ধে জগতের মহাজ্ঞানী ও নিরপেক্ষ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত।

আমাদের প্রাচীন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, সংহিতা, রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থে হিন্দুর দেবদুর্লভ উন্নত চরিত্র ও পবিত্র হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে যে সকল উৎকৃষ্ট বর্ণনা দৃষ্ট হয়, জগতের নিরপেক্ষ ও মহাজ্ঞানী পর্য্যটক ও ঐতিহাসিকগণও হিন্দুদের সম্বন্ধে সেইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত মহাজ্ঞানী ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি মহোদয়গণের অভিমত ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মহাত্মা এরিয়ান্ দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিয়াছেন—"কোন হিন্দু কখনও মিথ্যা কথা বলিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।" (1)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুবিখ্যাত মার্কপলো মহোদয় লিখিয়াছেন—"এ জগতে এমন কোন লোভনীয় বস্তু নাই, যাহার লোভে ব্রাহ্মণেরা একটিও মিথ্যা কথা বলিতে পারেন।" (2)

বিখ্যাতনামা ভুগোল লেখক ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন:—হিন্দুরা

(1) "No Hindu was ever known to tell an untruth"
(See Mc Crindle in Indian Antiquary, 1876, P. 92)

(2) "They (Brahmans) would not tell a lie for anything on earth." (See Marco Polo, ed. H. Yule, vol ii P. 350)

এতই সৎপ্রকৃতির লোক যে তাহাদিগের গৃহে চাবির দরকার হয় না ও চুক্তিপত্র লিখিবারও দরকার হয় না।" (3)

বিখ্যাত বিচারপতি ও ঠগী-কমিশনার কর্ণেল শ্লীমান্ মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—"আমি শত শত মকর্দ্দমার বিচারকালে দেখিয়াছি যে, একটী মিথ্যা কথা বলিলেই একজন (হিন্দু) সম্পত্তি, মুক্তি ও জীবন লাভ করিতে পারে। কিন্তু সে কিছুতেই মিথ্যা কথা বলিতে স্বীকার করে নাই।" (4)

সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাতনামা পরিব্রাজক হিউয়েন সিয়াং মহোদয় ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

"হিন্দুরা অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী। ইঁহারা কখনও কাহারও অর্থ অন্যায়রূপে গ্রহণ করেন না।" (5)

জগদ্বিখ্যাত পরিব্রাজক মহাত্মা মেগস্থেনিস মহোদয় হিন্দুদের উন্নত ও পবিত্র চরিত্র সম্বন্ধে অনেক অমূল্য কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য এই ঃ—

---

(3) "They (Hindus) are so honest as neither to require locks to their doors nor writings to bind their agreements"

(See Strabo, xv)

(4) "I have had before me hundreds of cases, in which a man's (Hindu) property, liberty, and life has depended upon his telling a lie, and he has refused to tell it."

(See Sleeman, vol. ii, P. 111)

5. "They (Hindus) are distinguished by the straightforwardness and honesty of their character. They never take anything unjustly." (See Mc Crindle in Indian Antiquary)

"হিন্দুরা অত্যন্ত সত্যবাদী ও ধর্ম্মপরায়ণ। চুরি ইহাদের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। হিন্দু রমণীরা সতী, সাধ্বী, ধর্ম্মপরায়ণা ও স্নেহশীলা।" (6)

মহাত্মা আকবরের সুবিখ্যাত অমাত্য আবুল ফজেল্ মহোদয় "আইন আকবরীতে" লিখিয়াছেন ঃ—

"হিন্দুরা ধর্ম্মপরায়ণ, প্রফুল্লচিত্ত, অমায়িক, ন্যায়পরায়ণ, কর্ম্মঠ, সত্যনিষ্ঠ, পরিশ্রমী, কৃতজ্ঞ ও অত্যন্ত বিশ্বাসী।" (7)

প্রসিদ্ধ খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক বিসপ্ হেবার মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

"এ পর্য্যন্ত জগতের যত লোকের বিষয় আমি জানি, তন্মধ্যে হিন্দুরা অত্যন্ত সাহসী, ভদ্র, বুদ্ধিমান্, চিন্তাশীল, পরিশ্রমী, জ্ঞানানুশীলনে তৎপর, পিতৃমাতৃভক্ত, সন্তানে স্নেহশীল, বিনয়ী, ধৈর্য্যশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।" (8)

---

6. Megasthenis Fragmenta (ed Didot) in Fragm. Histor. Graec. vol ii. p 426.

7. "The Hindus are religious, affable, cheerful, lovers of justice, able in business, admirers of truth, grateful and of unbounded fidelity." (See Samuel Johnson, India, P. 294)

8. "The Hindus are brave, courteous, intelligent, most eager for knowledge and improvement, sober, industrious, dutiful to parents, affectionate to their children, uniformly gentle and patient, and more easily affected by kindness and attention to their wants and feelings than any people I ever met with." (See Samuel Johnson, l. c. p. 293)

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ মহোদয় তাঁহার "প্রাচীন ভারতের ইতিহাস" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—

"ভারতের প্রাচীন লোকেরা অত্যন্ত সরল ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন।" (9)

পাশ্চাত্য দেশের বহু নিরপেক্ষ মহাত্মাই হিন্দুদের ও হিন্দুসমাজের উন্নতচরিত্রের ও পবিত্রতার কথা শতমুখে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে, হিন্দুদের ন্যায় উন্নতচরিত্রের লোক ও হিন্দুসমাজের ন্যায় পবিত্র ও উন্নত সমাজ পাশ্চাত্য দেশে অতি বিরল।" (10)

---

9. "It is certainly the fact that the people of ancient India enjoyed a widespread and enviable reputation for straightforwardness and honesty." (See Early History of India by V. A. Smith M. A., P. 130).

10. (*a*) Judged by any truthful standard, the people of India are on a far higher level of morality than an Englishman." (Sir Lepel Griffin).

(*b*) "Their whole social system postulates an exceptional integrity." (W. C. Beanet).

(*c*) "The morality among the higher classes of the Hindus was of a high standard and among the middling and lower classes, remarkably so. There is less of immorality than you would see in many countries in Europe."

(Sir G. B. Clark, G. C. S. I.)

(*d*) "There is simply no comparison between Englishmen and Hindus with respect to the place occupied by family interests and family affections in their minds. The family in th

বিখ্যাতনামা এলিফিন্‌ষ্টোন সাহেব তাঁহার সুবৃহৎ ইতিহাসে লিখিয়াছেন ঃ—

"পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় সহরের মনুষ্যগণের ন্যায় হিন্দুদের কোন শ্রেণীর লোকই এরূপ চরিত্রহীন নহে। হিন্দুগ্রামবাসিগণ সকলেই বিনয়ী, পরিবারের প্রতি স্নেহশীল, প্রতিবেশীর প্রতি দয়াবান, সরল, সত্যনিষ্ঠ ও রাজভক্ত। ব্যভিচার দোষ হইতে হিন্দুগণ মুক্ত; এই বিষয়টী বিশেষরূপে লক্ষ্য করা উচিত। চরিত্রের পবিত্রতায় হিন্দুগণ এতই উন্নত যে তাহা দেখিলে আমাদের (ইউরোপবাসীদের) গৌরবের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় নহে।" (11)

---

old sense of the word, still exists in India. In England, it is a very different institution. The romance of Indian life is the romance not of the individual, but of the family."

(Dr. W. W. Hunter).

11. "No set of people among the Hindus are so depraved as the dregs of our own great towns. The mass of crime is less in India than in England. The villagers are every where amiable, affectionate to their families, kind to their neighbours, and towards all, honest and sincere."

"Their freedom from gross debauchery is the point in which they appear to most advantage; and their superiority in purity of manners is not flattering to our self-esteem."

(See Eliphinstone's History of India p.p. 375—381).

প্রাচীনকালে ভারতে অকালমৃত্যু ছিল না।

আমাদের বেদ, পুরাণ, সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, রাজ-তরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থাদি পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, প্রাচীনকালে ভারতে অকালমৃত্যু প্রায় ছিল না। তখন এ দেশের অধিকাংশ লোকই দীর্ঘজীবী, নীরোগ, কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ ছিলেন। রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের রাজত্বকালে একটি ব্রাহ্মণ-কুমার অকালে মরিয়াছিল, সে জন্য মহানুভব রামচন্দ্র পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। মহাভারতের বহু স্থানেই উল্লেখ রহিয়াছে যে, প্রাচীনকালে ভারতে অকালমৃত্যু প্রায় ছিল না। পাশ্চাত্য দেশের যে সকল মহাত্মা ভারতের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাঁহারা ভারতের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারাও বলিয়াছেন যে ভারতে অকালমৃত্যু প্রায় ছিল না। আমরা সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের "প্রাচীন ভারত" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতে ২।১টি স্থান নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মিসিয়া প্রদেশের বিখ্যাতনামা ডায়ন্ খ্রিসস্টম্ মহোদয় লিখিয়াছেন—"পৃথিবীর মধ্যে ভারতবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। ভারতে সুখভোগের সীমা নাই। ভারতবাসীরা পৃথিবীর

মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। ভারতবাসীরা বলিষ্ঠ, নীরোগ ও দীর্ঘজীবী।"

সুবিখ্যাত প্লিনি, অনসিক্রিটস্ ও বিরোসাস মহোদয়গণ বলিয়াছেন—"ভারতের লোক পৃথিবীর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ; ভারতের লোক গণনা করা যায় না। ভারতবাসীরা অতীব স্বাস্থ্যসম্পন্ন, দীর্ঘজীবী ও সবল। তাঁহারা মস্তিষ্ক পীড়ায়, দন্ত ও চক্ষু রোগে কখনও আক্রান্ত হন না। ভারতবাসীরাই পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য জন্মে ও হিন্দুরা অত্যন্ত মিতাচারী।"

পারস্যের বিখ্যাত রাজবৈদ্য টিসিয়াস্ মহোদয় লিখিয়াছেন:—

"হিন্দুরা দেখিতে গৌরবর্ণ ছিলেন। তাঁহারা কখনও দন্ত, চক্ষু ও মস্তিষ্ক পীড়ায় আক্রান্ত হন না। তাঁহারা মৃত্যুকে ভয় করেন না। তাঁহারা সকলেই ১২০ বৎসর জীবিত থাকেন। ৪০০ চারিশত বৎসরের লোকও ভারতে দৃষ্ট হয়।" (1)

মহাত্মা মেগস্থেনিস্ মহোদয় লিখিয়াছেন:—

"এক সর্পাঘাত ব্যতীত অন্য কোন ব্যাধিতেই ভারতবাসীরা

---

1. Ktesias, the Royal physician of Persia, wrote about 398 B. C, in his Indika :—

"Their (Hindus) complexion was fair. They were free from head-ache, tooth-ache, opthalmia and from mouth-sores or ulcers in any part of their body. They generally attained the age of 120 years before death, There were a people to the north who lived even 400 years."

আক্রান্ত হয় না। কারণ, ভারতবাসীরা মদ্য পান করে না ও মিতাচারী।" প্রাচীন ভারত, ১ম খণ্ড ৬৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

টীয়াসবাসী বিখ্যাতনামা আপলোনিয়াস মহোদয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতে আসিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন—"ভারতীয় মনুষ্যগণ ১৩০ বৎসর জীবিত থাকে। তক্ষশীলাতে আজাকস্ নামে এক যোদ্ধার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ঐ যোদ্ধার বয়স তখন অন্ততঃ চারিশত বৎসর হইয়াছিল।"

উপরি উদ্ধৃত অংশগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই যে, প্রাচীনকালে (সেই অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) হিন্দুগণ জগতের মধ্যে "আদর্শ-মানব" ছলেন। হায়! এইরূপ সর্ব্ববিষয়ে উন্নত, এইরূপ দেবদুর্ল্লভ চার[illegible]সম্পন্ন, এইরূপ দীর্ঘজীবী বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হিন্দু নরনারীগণের আজ কি শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে, তাহা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে ম্রিয়মাণ হইতে হয়। পাশ্চাত্যেরা ও পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষিত হিন্দুসন্তানগণ অনেকেই হিন্দুর সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহারের নানা দোষারোপ করিয়া থাকেন। ফলতঃ হিন্দুর সামাজিক রীতিনীতির দোষেই যদি হিন্দুজাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হইত, তবে এই জাতি বহু পূর্ব্বেই প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমের ন্যায় অতল বিস্মৃতি সাগরে বিলীন হইয়া যাইত। যে জাতির ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতিনীতি নানাদোষে পরিপূর্ণ থাকে, সে জাতি কিছুতেই এত দীর্ঘ জীবিত থাকিতে পারে না এবং সে জাতির নরনারীগণ

এইরূপ অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, চরিত্রবান্, কর্ম্মঠ, শৌর্য্যবীর্য্যশালী, নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে না।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই, বিশেষতঃ রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে, হিন্দু সমাজে যে সকল রীতিনীতি আচার ব্যবহার বর্ত্তমান ছিল, এখনও হিন্দুসমাজে সেই সকল রীতিনীতিই অনেকটা বর্ত্তমান রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। হিন্দুর জাতীয় রীতিনীতিগুলি অতীব সুদৃঢ়, সুশৃঙ্খল ও ধর্ম্মভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই জগতে একমাত্র হিন্দুজাতি শত সহস্রবৎসর নানাবিধ বিপ্লবের অতি ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত অকাতরে সহ্য করিয়াও এত সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছে। ফলতঃ হিন্দুসমাজের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত সমাজ এখনও জগতের অন্যত্র অত্যন্ত বিরল দৃষ্ট হয়। হিউয়েন সিয়াং, মেগস্থেনিস প্রভৃতি মহোদয়গণ যখন ভারতে আসিয়াছিলেন, তখনও হিন্দুসমাজ চিরশান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল ছিল। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুসন্তানগণ সকলেই অতীব প্রীতিপ্রফুল্ল ও শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, ইহা তাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। (2) আমরাও শৈশবকালে (৫০ বৎসর পূর্ব্বে)

2, *(a)* Yuan Chwang (629-645 A.D.): His work, called "the *Siyu-ki.*" His work is rendered into English by Mr. Jullien.

Yuan Chwang gives details regarding the manners, minute observances of castes, four castes: Vaisyas are merchants, Sudras are agricultural labourers. He also mentions numerous mixed

castes. He is highly impressed with the truthfulness and honesty of the national character ; praises the administration of justice. Yuan Chwang found India prosperous.

(*b*) Megasthenes noticed that the Hindus are all free and have no slaves of other nations even. They (Hindus) are frugal and temperate in habits, they do not like much crowd and are orderly, moderate and regardful of truth and virtue. Thefts are rare. They possess a strong sense of justice ; they never lie, never quarrel. They have perfect mutual trust. They never go to law, never complain about their pledges and deposits, require neither witnesses nor seals ; they generally leave their houses unlocked, unguarded. The Hindus are frank, frugal and happy. Rice and curry make their staple food. A simple dress (dhuti and chaddar), leather shoes and an umbrella make the usual attire. Usury is never practised. Scarcity of food-grains is unknown. The people take physical exercise in several ways. The following are prohibited :—

Suicide, inter-marriage, inter-dining, change of profession or trade. (See Strabo, XV. 54)

He noticed seven castes of the people. He found India prosperous. The war laws are very human and good.

(See Ditto)

(*c*) Marco Polo (b. 1250. d. 1324) says :—

"They (Brahmins) never told a lie for all the world and betrayed nobody's trust. They were known by their sacred thread and had each but one wife. They were versed in Astrology, practised great moderation and enjoyed long life."

(*d*) Sir John Woodroff says :—"If the merits of all people were balanced, India would appear highest in the scale."

হিন্দুপল্লী সমাজের গঠন প্রণালী অনেকটা উন্নত, পবিত্র ও শান্তি-পূর্ণ দেখিয়াছি এবং হিন্দু নরনারীগণ সেই সময়ে বলিষ্ঠ, নীরোগ, দীর্ঘজীবী ছিলেন। হিন্দুসমাজে রোগ, শোক, পাপ, তাপ, হাহাকার, দুঃখ, দৈন্য, অভাব, অনটন ইত্যাদি তখন অতি অল্পই দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশের উচ্চ শ্রেণীর সহিত নিম্ন শ্রেণীর অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্রের সহিত প্রতিনিয়ত যেরূপ ভীষণ সংঘর্ষ ও মনোমালিন্য দৃষ্ট হয়, হিন্দুসমাজের নিম্ন শ্রেণীর সহিত উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যে সেইরূপ গুরুতর প্রভেদ, মনোমালিন্য ও সংঘর্ষ কখনও দৃষ্ট হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশের নিম্ন বা দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিয়া থাকে। (3)

পাশ্চাত্য দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভীষণ দুর্গতির ও চরিত্রহীনতার কাহিনী পাঠ করিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমাদের মাননীয় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ও স্বদেশপ্রাণ শ্রীযুক্ত হেমন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি মহোদয়গণ পাশ্চাত্য দেশের নিম্ন বা দরিদ্রশ্রেণীর লোকদের সম্বন্ধে যে ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অতীব হৃদয়বিদারক। (৪) অশেষ ভক্তিভাজন ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন—"ইউরোপের নিম্নশ্রেণীর

3. "I dot mention the lower populace of London; their life is that of dogs."

(See John Bull and his Island by Max o' Rell)

৪। ভারতবর্ষ—ইউরোপ ভ্রমণ। মাসিক বসুমতী—১ম সংখ্যা ২য় খণ্ড দেখুন।

লোকদের সহিত তুলনা করিলে হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে "দেবতা" বলিয়া মনে হয়।" জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞান-আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়ও বলিয়াছেন ঃ—

"জাতিভেদ ও স্মৃতি ও সামাজিক বহু ব্যবস্থার গুণে ভারতবর্ষে যে এক শান্ত উদ্বেগবিহীন জীবনযাত্রা প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল, বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের প্রশংসিত যে সুন্দর পল্লীমণ্ডলী সমূহ সংঘটিত হইয়াছিল, সেরূপ সমাজ সংঘটন পাশ্চাত্য দেশের কাউণ্ট টলষ্টয় প্রভৃতি মনীষিগণের ও সোশিয়ালিষ্টগণের জীবনের চরম স্বপ্ন ; ভারতবর্ষীয় সমাজ শৃঙ্খলার ফলে এখনও হিন্দুজাতির মধ্যে পাপের সংখ্যা অন্য জাতি অপেক্ষা অনেক কম। ভারতবর্ষের পুণ্য সমাজের তুলনায় পাশ্চাত্য দেশের দারুণ জীবন সংগ্রামযুক্ত সমাজকে দাবানল বলিয়া বোধ হয়, আমরা যেন এ সকল কথা না ভুলি।" (৫)

অতএব আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান সময়ে (বিগত দেড় শত বৎসর কালের মধ্যে) এইরূপ কতকগুলি নূতন কারণ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, যাহার ফলেই হিন্দুজাতি সর্ব্ববিষয়ে অবনত হইয়া পড়িতেছে এবং হিন্দুরা অতি দ্রুতগতিতে ক্রমেই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সেই কারণ গুলি কি এবং কি উপায়েই বা হিন্দু জাতি এই ভীষণ অবনতির স্রোত বা আসন্ন

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের "বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরাশ" পুস্তিকা দেখুন।

মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইতে পারে, আমরা তাহাই ক্রমান্বয়ে আলোচনা করিব।

শিশুগণই আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বর্ত্তমান সময়ে শিশুদের মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে; প্রত্যহ এক বাঙ্গালা হইতে এক সহস্র শিশু অকালে নিধন পাইতেছে। অতএব আমরা সর্ব্বাগ্রে এই প্রথমখণ্ডে শিশুদের ভীষণ অকাল মৃত্যুর কারণ ও নিবারণের উপায় সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। দ্বিতীয় খণ্ডে এদেশের নরনারীগণের স্বাস্থ্যহানি ও অকাল মৃত্যুর কারণ ও নিবারণের উপায় এবং হিন্দুর জাতীয় রীতি-নীতি ও আচার ব্যবহারের দোষগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

হিন্দু ডুবিল।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ভীষণ ভাবে হ্রাস পাইতেছে।

১৯১১......২০৯৪৫৩৭৯।

১৯২১......২০৮০৯১৪৮।

গত সেন্‌সাসে হিন্দু ১ লক্ষ ৩৬ হাজার জন হ্রাস পাইয়াছে !!

কতিপয় বৎসর গত হইল লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল ডাক্তার ইউ, এন্, মুখার্জ্জি এম-ডি, আই-এম-এস মহাশয় "ধ্বংসোন্মুখ জাতি" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন :—

"১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে লোকসংখ্যা গৃহীত হয়। সেই জন-গণনায় দেখা যায়, বঙ্গের অধিবাসীর মধ্যে হিন্দুর

সংখ্যা এক কোটী একাত্তর লক্ষের অধিক ছিল এবং মুসলমানের সংখ্যা প্রায় এক কোটী সাতষট্টি লক্ষ ছিল। তাহা হইলেই মুসলমানের অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা চারি লক্ষ অধিক ছিল। ইহার পরে ১৮৮১ সালে পুনরায় আদমসুমারী গৃহীত হয়। তাহাতে প্রকাশ পায়, মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটী ৬৭ লক্ষ হইতে ১ কোটী ৭৯ লক্ষে এবং হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটী ৭১ লক্ষ হইতে ১ কোটী সাড়ে বাহাত্তর লক্ষে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ১৮৭২ সালের লোকগণনায় মুসলমান অধিবাসীর অপেক্ষা হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা যে ৪ লক্ষ অধিক ছিল, সেই আধিক্য বিলুপ্ত হইয়া বরং সাড়ে ৬ লক্ষ ন্যূন হইল। অর্থাৎ এই দশ বৎসরে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, পক্ষান্তরে হিন্দুর সংখ্যা মোটে দেড় লক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছিল।”

“তাহার পর, ১৮৯১ সালে তৃতীয় বার লোক-গণনা হয়। এবারে দেখা যায়, মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটী ৭৯ লক্ষ হইতে ১ কোটী ৯৬ লক্ষ হইয়াছে এবং হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটী ৭২॥ লক্ষ হইতে ১ কোটী ৮০ লক্ষ হইয়াছে। তাহা হইলেই হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ১৬ লক্ষ অধিক হইল।”

“১৯০১ সালে চতুর্থ আদমসুমারী হইয়াছিল। এবারের লোক-গণনায় প্রকাশ পায়, মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটী ৯৬ লক্ষ হইতে ২ কোটী ২০ লক্ষে এবং হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটী ৮০ লক্ষ হইতে ১ কোটী ৯৪ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং ৩০ বৎসরে মুসল-

মানেরা,—যাহারা প্রথমে হিন্দুর অপেক্ষা চারি লক্ষ কম ছিল—পঁচিশ লক্ষ বেশী হইল। এই ৩০ বৎসরে মুসলমানেরা শতকরা ৩৩ জনের এবং হিন্দুরা শতকরা ১৭ জনের হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে ২ জন মুসলমান বাড়িয়াছে, সেখানে একজন হিন্দু বাড়িয়াছে। ১৮৯১ সালে সি, জে, ওডোনেল সাহেব বঙ্গের আদমসুমারীর কমিশনর হন। মুসলমানের বৃদ্ধি ও হিন্দুর হ্রাস যে ভাবে হইতেছে, তাহা দেখিয়া হিন্দুর অস্তিত্ব কত বৎসরে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহা পর্য্যন্ত তিনি গণনা করিয়াছিলেন।”

“সংসারে দেখা যায়, নানারূপে নানা দেশের অধিবাসী একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরাও সেই বিলোপের পথে ধাবমান হইতেছি। আমরাও মুমূর্ষু জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতেছি। প্রত্যেক সেন্‌সেসে ইহা সপ্রমাণ হইতেছে। অনুপাত অনুসারে আমরাও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কেন এমন হইতেছে? একই স্থানে, একই অবস্থায় কালযাপন করিয়া, এই দুই জাতির এরূপ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিতেছে কেন?”

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে দারিদ্র ও জাতিগত প্রভেদই বাঙ্গালী হিন্দুর বংশ-লোপের কারণ। দারিদ্র-বশতঃ যে হিন্দুর দারুণ অবনতি ঘটিয়াছে, ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জাতিগত প্রভেদ বশতঃ হিন্দুজাতির ধ্বংসপ্রাপ্তি হইতেছে, না, হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্ম ও রীতিনীতি আচার ব্যবহার ইত্যাদির প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা বা এককালে পরিত্যাগ

বশতঃই হিন্দুজাতি অতি দ্রুতগতিতে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাই আমরা অতঃপর সবিস্তার আলোচনা করিব।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ উকীল সুবিজ্ঞ ৺কিশোরীলাল সরকার এম এ, বি এল মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে (A Dying Race. How Dying ?) লিখিয়াছেন যে, ১৮৭২ সালের সেন্‌সাস্ রিপোর্টে ভ্রম প্রমাদ ছিল। তাই তিনি ১৮৮১ সালের সেন্‌সাস্ রিপোর্ট হইতে হিসাব উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত তালিকা এই :—

সাল	হিন্দু	মুসলমান	মুসলমান অধিক
১৮৮১	১৮০৬৯৩৫২	১৮৩৯৬১১৭	৩২৬৭৬৫
১৮৯১	১৮৯৭৫৯৭৮	২০১৭৪৫৯৩	১১৯৮৬১৫
১৯০১	২০১৯১০৮২	২১৯৫৪৯৭৭	১৭৬৩৮৯৫

হিন্দুর এরূপ ভীষণ-ভাবে সংখ্যা-হ্রাসের কারণ সম্বন্ধে উক্ত সরকার মহোদয় কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন; সরকার মহোদয়ের মতে, ম্যালেরিয়া ও দরিদ্রতা এই দুইটি হিন্দুজাতির ধ্বংসের সর্ব্বপ্রধান কারণ।

স্বদেশপ্রাণ, সুপণ্ডিত ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় উক্ত কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থের প্রতিবাদ করিয়া "হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ?" নামক একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। উক্ত দেউস্কর মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির বংশ-বৃদ্ধির পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন—"হিন্দু প্রধান পশ্চিম-বঙ্গে ভীষণ মহামারীর প্রকোপে (বর্দ্ধমান—ম্যালেরিয়ায়) প্রায়

বিংশতি লক্ষ লোক না মরিলে এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ায় হিন্দু মুমূর্ষু দশায় কালযাপন করিতে বাধ্য না হইলে, হিন্দুর সংখ্যা এইরূপে হ্রাস পাইত না। বংশবৃদ্ধি বিষয়ে হিন্দু মুসলমানের পশ্চাতে কখনও পড়িয়া যাইত না। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্যই মুসলমানদিগের এইরূপ সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে।"

উক্ত দেউস্কর মহাশয়ও কর্ণেল মুখোপাধ্যায়ের জাতিগত প্রভেদের যুক্তিগুলির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

উক্ত লেখক মহোদয়গণের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরে বিগত ১৯১১ ও ১৯২১ সালের আদমসুমারীর ফল প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১১ সালের গণনায় দৃষ্ট হয় যে, হিন্দু ২০৯৪৫৩৭৯ জনে ও মুসলমান ২৪২৩৭২২৮ জনে পরিণত হইয়াছে। গত ১৯২১ সালের গণনায় দৃষ্ট হয় যে, হিন্দু ২০৮০৯১৪৮ জন ও মুসলমান ২৫৪৮৬১২৪ জন হইয়াছে। হিন্দু একলক্ষ ছত্রিশহাজার দুই-শত একত্রিশ জন হ্রাস পাইয়াছে ও মুসলমানের সংখ্যা ১২ লক্ষ ৮৭ হাজার ২ শত ৬২ জন বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। ১৮৭২ সালে সমগ্র বঙ্গে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা ৪ লক্ষ অধিক ছিল, আর বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ৮৭,৮৬,১২৪ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দু প্রতি বৎসর গড়ে একলক্ষ হিসাবে হ্রাস পাইয়াছে। ফলতঃ অন্যান্য জাতির তুলনায় হিন্দু একবারেই লোপ পাইতে বসিয়াছে!

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার কিরূপ ভীষণ ভাবে হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাও দেখুন ঃ—

সন	হিন্দু	মুসলমান
১৮৮১	৫৬,৭৩৭১৫	৮৫,৪১৪০৬
১৮৯১	৫১,৫৬৯৮৪	৯৯,৮৫৭৮১
১৯০১	৫৫,১৪০২৫	১১২,২০৪২৭
১৯১১	৫০,২৮৪৮২	১২০,৯৬৬৮৮
১৯২১	৪৯,৩৭২৪১	১২৭,৬৭৮৯০

বিগত ১৯২১ সনে সমগ্র বঙ্গের আদমসুমারীর ফল দর্শন করিয়া আমরা অত্যন্ত ভীত, স্তম্ভিত ও নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি। বিগত ১০ বৎসরে এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুই শত একত্রিশ জন হিন্দু হ্রাস পাইয়াছে! ভাই হিন্দু সন্তান,—আর্য্যবংশধরগণ—আর দুই শত বৎসরের মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ানদের ন্যায় এই ধরাধাম্ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে!!

হিন্দু ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে ও মুসলমানের সংখ্যা ক্রমেই অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। কর্ণেল মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন করিয়াছেন যে, একই হালে, একই অবস্থায় কাল যাপন করিয়া এই দুইটি জাতির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিল কেন?" প্রশ্নটি অতীব গুরুতর ও সাময়িক সন্দেহ নাই। আমরা বঙ্গের নানা স্থানের ও পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ পল্লীর অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া যাহা অবগত হইয়াছি, আজ পাঠক-বর্গের সমীপে তাহাই নিবেদন করিব।

১। হিন্দু-রাজত্বের সময়ে হিন্দুরাই কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান-রাজত্বের শেষ সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত হিন্দুরা কৃষি কার্য্যের ভার অনেকটা

মুসলমানদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির দিকেই প্রাণ পণে যত্ন চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে এদেশের প্রায় সমস্ত শিল্প বাণিজ্য বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঢাকা ও নদীয়ার বস্ত্রশিল্প ও মুরশিদাবাদের রেশম শিল্পের দারুণ অবনতির জন্য বহুহিন্দু বিপন্ন হইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং হিন্দু শিল্পীদের নিদারুণ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। এক কথায়, বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর জীবন-ধারণের প্রায় সমস্ত পথগুলিই বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর মুসলমানেরা কৃষি কার্য্য দ্বারা বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন।

২। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ এই—পূর্ব্ববঙ্গ নদীমাতৃক প্রদেশ, জমি খুব উর্ব্বরা, যথাসময়ে বৃষ্টিপাত হয়, সামান্য যত্ন চেষ্টাতেই যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হয়, দুর্ভিক্ষ প্রায় দেখা যায় না। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানেরা পাট ও ধান বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ পাইতেছেন। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ববঙ্গে ম্যালেরিয়া খুব কম, পশ্চিম বঙ্গের ন্যায় ভীষণ ম্যালেরিয়া নাই বলিলেই হয়। মোটের উপরে পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক স্থানই স্বাস্থ্যকর। ইত্যাদি কারণে পূর্ব্ব বঙ্গের মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা ও স্বাস্থ্য অনেকটা উন্নত রহিয়াছে।

৩। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা তাঁহাদের সমস্ত জমাজমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃষকদের হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন; বর্ত্তমান উচ্চ ও শিক্ষিত শ্রেণীর হিন্দুদের প্রায় কাহারও নিজ "খামার" নাই। তাঁহারা কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা গৌরবজনক কার্য্য বলিয়া মনে করেন না। বলা বাহুল্য, হিন্দুদের অবনতির ইহাই একটি প্রধান কারণ।

৪। বর্ত্তমান সময়ে মুসলমানেরাই সমস্ত আহার্য্য দ্রব্যাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজের ক্ষেত্রের উৎপন্ন বিশুদ্ধ খাদ্য আহার করেন, আর হিন্দুরা বাজারের পর্ব্বত প্রমাণ ভেজাল খাদ্য আহার করিতে বাধ্য হন। আজ কাল হিন্দুরা প্রায় গো-পালন করেন না, মুসলমানেরাই গো-পালন করিয়া থাকেন। মুসলমান-শিশুরা বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধ পান করে ও হিন্দু শিশুরা বাজারের দূষিত ও বীজাণুপূর্ণ দুগ্ধ পান করিয়া থাকে। মুসলমান শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতির ইহাও সর্ব্ব প্রধান কারণ।

৫। হিন্দুদের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য ছিল বিশুদ্ধ ঘৃত ও দুগ্ধ। আজ কাল এই দুইটি খাদ্য দ্রব্যেই ভীষণ ভেজাল দৃষ্ট হয়। সুতরাং হিন্দুদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। মুসলমানদের সর্ব্ব প্রধান খাদ্য মৎস্য ও মাংস। পল্লীগ্রামের মুসলমানগণ প্রায় সকলেই মৎস্য ধরিয়া আহার করেন, মাংসও তাঁহারা ভক্ষণ করিয়া থাকেন; আর হিন্দুরা বাজারের পচা বা বাসী মৎস্য ভক্ষণ করেন, তাহাও উপযুক্ত পরিমাণে কেহই আহার করিতে পান না। কারণ, মৎস্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। মুসলমানেরা তাঁহাদের ক্ষেত্রের মোটা চাউল আহার করেন। এই চাউলে যথেষ্ট-পরিমাণে পুষ্টিকর পদার্থ (ভাইটামাইন্) থাকে। আর হিন্দুরা বাজারের সরু সাদা ও মাজা (বালাম ইত্যাদি) চাউল আহার করেন। এই চাউলে ভাইটামাইন্ থাকে না। মুসলমানেরা নিজেদের ক্ষেত্রের উৎপন্ন বিশুদ্ধ ও টাট্কা দাইল, তরিতরকারী, ফল, শাকসব্জী আহার করেন। ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন সরিষা কলুর বাড়ীতে পাঠাইয়া

বিশুদ্ধ সরিষার তৈল সংগ্রহ করিয়া আহার করেন। আর হিন্দুরা বাজারের নানা ভেজাল ও বাসী দাইল, তরিতরকারী, ফলমূল শাকসব্জী আহার করেন ও অতি ভীষণ ভেজাল সরিষার তৈল আহার করিয়া নানা উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছেন।

৬। কৃষি কার্য্যের জন্য মুসলমান নরনারী ও বালক বালিকারা সকলেই শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্য উন্নত থাকে, আর উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু নরনারী, বালক বালিকারা কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রম করেন না। এই শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়ামের অভাববশতঃই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে।

৭। হিন্দুরা তাঁহাদের পৈতৃক বাড়ীতে বাস করেন। আজকাল কোন হিন্দুই ধর্ম্মোদ্দেশ্যে পুকুর কাটাইয়া ভগবানের নামে "উৎসর্গ" করেন না। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুদের পিতৃপিতামহ ঠাকুরদের উৎসর্গীকৃত পুকুরগুলি পুনঃসংস্কারের অভাবে দূষিত জলে ও জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অংশীদারেরা কেহ পানা, জঙ্গল ইত্যাদিও পরিস্কার করেন না। বাড়ীর চারিদিকে বড় বড় গাছগাছড়ায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ফলতঃ, বিশুদ্ধ জল, বায়ু ও আলোর অভাবে হিন্দুদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। আর মুসলমানেরা পরিস্কৃত মাঠে বা বড় বড় নদীর ধারে অথবা চরভূমিতে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। নদীর জল অনেকেই পান করেন। সুতরাং বিশুদ্ধ জল, বায়ু ও আলোর প্রভাবে মুসলমানদের স্বাস্থ্য যথেষ্ট উন্নত থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের চরভূমি অতীব স্বাস্থ্যকর। এই চর

ভূমিতে বহু সংখ্যক মুসলমান বাস করেন। তাঁহাদের স্বাস্থ্য উন্নত থাকাই বংশবৃদ্ধির সর্ব্বপ্রধান কারণ। পূর্ব্ববঙ্গের চরভূমির মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। জগতের অন্যান্য জাতির তুলনায় বঙ্গের মুসলমান সেইরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না সত্য, তবে হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

৮। অতএব যে যে কারণে বংশবৃদ্ধি হয় বা স্বাস্থ্য উন্নত থাকে, সে সকল কারণ গুলি মুসলমানদের মধ্যেই সমধিক দৃষ্ট হয়; যথা,—আর্থিক সচ্ছলতা, পুষ্টিকর ও বিশুদ্ধ খাদ্য আহার, শারীরিক পরিশ্রম, শান্ত ও সরল ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ইত্যাদি। হিন্দুদের মধ্যে উপরি উক্ত একটি কারণও দৃষ্ট হয় না; সেই জন্য হিন্দুর বংশ লোপ পাইতে বসিয়াছে। এক একটি কন্যার বিবাহ দিতে এবং এক একটি ছেলেকে বি এ, বি এল পাশ করাইতে বহু হিন্দু পিতার দশ বৎসরের পরমায়ু ক্ষয় হয়। মুসলমান-সমাজে পণপ্রথা নাই, ছেলে মানুষ করিতে এত দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হয় না। ফলতঃ পণপ্রথায়, স্কুল কলেজের খরচায় ও চিকিৎসার ব্যয়ে হিন্দু একেবারেই উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে।

৯। পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুপ্রধান স্থান। সেই পশ্চিমবঙ্গে অতি ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রতি বৎসর অসংখ্য হিন্দু ম্যালেরিয়ায় অকালে প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই ভীষণ ম্যালেরিয়া-বিষের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু নরনারী, বালকবালিকা জীর্ণ, শীর্ণ, রক্তহীন

ও জড়বৎ হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ জড় লোকের দ্বারা কখনও বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে না।

১০। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীরূপ পেষণ-যন্ত্রে হিন্দু যুবক-যুবতীগণ ও বালকবালিকারা নিষ্পেষিত হইয়া গুরুতর স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছেন। এই শিক্ষাপ্রণালীর ফলে আমাদের দেশে "পাশ"-রোগনামক একটি অতীব দুঃসাধ্য রোগ পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমদানী হইয়া দেশের বলবীর্য্য ও স্বাস্থ্যের মূলে দারুণ কুঠারাঘাত করিতেছে। এই "পাশ" রোগের অত্যাচারে হিন্দু যুবক-যুবতীগণের দেহ মন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। মুসলমানদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক যুবক-যুবতীগণের ঐ কারণে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে।

১১। ডাক্তারি তেজস্কর ঔষধ, কৃত্রিম ফুড্ (শিশু খাদ্য) বহুলপরিমাণে ব্যবহার করিয়া হিন্দুগণের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। পল্লীগ্রামের মুসলমানেরা ডাক্তারি ঔষধ ও ফুড্ অল্পই ব্যবহার করেন। বলা বাহুল্য, এইকারণেও হিন্দুদের স্বাস্থ্যহানি ও শিশুদের অকালমৃত্যু দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

১২। মুসলমানভ্রাতারা তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্ম, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার ও পরিচ্ছদ ইত্যাদির কোনই পরিবর্ত্তন বা পরিত্যাগ করেন নাই। হিন্দুরা তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, পোষাক, পরিচ্ছদ প্রায় সমস্তই পরিবর্ত্তন বা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার ফলেই হিন্দুরা অতিদ্রুত গতিতে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে।

ধ্বংসোন্মুখ জাতির স্বাস্থ্য-কথা।

বঙ্গে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক দৃষ্ট হয়। বিগত ১৯১৮ সনে জন্মসংখ্যা ছিল ১৬,২৭১৭৩ এবং মৃত্যুসংখ্যা ১৭,২৭৩৩১। সুতরাং মৃত্যুসংখ্যা একলক্ষ অধিক দৃষ্ট হয়। এই হারে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বাড়িয়া গেলে, আমাদের সমাজ যে অচিরেই ডুবিয়া যাইবে !!

বঙ্গের শিশুদের মৃত্যু সম্বন্ধে "প্রবাসী" (ফাল্গুন, ১৩২৬) লিখিয়াছেন ঃ—"শিশু মৃত্যুর হার সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোন কোন জিলাতে শিশুর মৃত্যুর হার প্রতি সহস্রে তিনশতেরও অধিক উঠিয়াছে। ফলতঃ, বাঙ্গালা দেশে যত শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সূতিকাগারেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। ১৫ বৎসরের পর হইতেই স্ত্রীলোকের মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। শিশু ও যুবতী নারীর মৃত্যুসংখ্যা এইরূপে যদি ক্রমাগতই বাড়িতে থাকে, তবে বঙ্গদেশ কতদিনে শ্মশানে পরিণত হইতে পারে, তাহা কেবল গণনা-সাপেক্ষ মাত্র।"

"স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারী ডাক্তার বেণ্টলী পূর্ব্বোক্ত বিবরণ সঙ্কলন-কালে সুস্পষ্ট কথায় বলিয়াছেন, "সামান্য খাদ্য আহার এবং অপ্রচুর বস্ত্রাদির ব্যবহারের ফলেই মানুষের জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে ; তজ্জন্যই জ্বর, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় এত অধিক লোক প্রাণ ত্যাগ করিতেছে।" অত্যধিক মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে ডাক্তার বেণ্টলী যে কয়েকটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, মুলে দারিদ্র্য

ও অর্থাভাবই তাহাদের মধ্যে প্রধান। ডাক্তার বেণ্টলীর মতে কলিকাতা অপেক্ষা মফস্বলে অধিক লোক মরে। পল্লীগ্রামে পানীয় জলের অভাবেই কলেরাতে এত লোক মরে।"

বিগত ২৭শে মার্চ্চ (১৯২০) কলিকাতা টাউন হলে মাননীয় বঙ্গেশ্বর মহোদয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম 'সঞ্জীবনী' (১৯শে চৈত্র, ১৩২৬) হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

"গত বৎসর সর্ব্বকারণে মোট ১৬,৪৫১১১ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদের অনেকেই নিবার্য্য ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। গত বৎসর বঙ্গদেশে জ্বর, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি নিবার্য্য রোগে প্রায় ১২।০ লক্ষ মারা গিয়াছে। গত বৎসর প্রায় সাড়ে যোল লক্ষ লোকের মধ্যে ১০ বৎসরের নিম্ন বয়স্কের মৃত্যুসংখ্যা ৬,২৬৭৫৫ জন। ইহাদের মধ্যে ১ বৎসরের নিম্ন বয়স্কের মৃত্যুসংখ্যা ২৭,৮৩৭০। অর্থাৎ গত বৎসর বঙ্গদেশে যত শিশু জন্মিয়াছে, তাহাদের মধ্যে হাজার করা ২২৬ জন ১২ মাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।"

"কলিকাতায় শিশু-মৃত্যু যে কি ভীষণ, উহা অন্য স্থানের তুলনায় সুস্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। নিউজিলণ্ড হইতে কলিকাতার শিশু মৃত্যু ৭ গুণ অধিক।"

সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন—"১৯১৮ সালে বঙ্গদেশে এক বৎসরের নিম্নবয়স্ক ৩৩০০০এর অধিক শিশু প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে; অর্থাৎ বঙ্গদেশে গড়পড়তায় প্রত্যহ ১০০০ এক হাজার শিশুর মৃত্যু হয়!"

উক্ত পত্রিকা নিম্নলিখিত হিসাব উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

	জন্ম	মৃত্যু	উদ্বৃত্ত
জাপানে	৩২·৮	২০·৮	১২
ভারতে	৩৮·৫	৩৪·২	৪·৩
বঙ্গে	৩১·৬	৩২·৮	নাই

বঙ্গদেশে ক্ষয় হয়, হাজার করা ১·২ জন।

বিগত ১৯২১ সনের ১২ই জুলাই তারিখে কলিকাতা টাউন হলে স্যার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গের জন্ম-মৃত্যুর যে হিসাব প্রদান করিয়াছেন নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

১৯১৯ সালের বঙ্গদেশের জন্মমৃত্যুর হিসাব।

জেলার নাম।	হাজারকরা জন্মের হার।	হাজারকরা মৃত্যুর হার
১। বর্দ্ধমান	২১·২	৫০·৫
২। বীরভুম	২৩·৭	৬২·৩
৩। বাঁকুড়া	২৫·০	৩৬·৫
৪। মেদিনীপুর	২৪·২	৪০·১
৫। হুগলী	২১·৫	৩৬·১
[illegible]	২৭·০	৩৫·১
৭। ২৪-পরগণা	২২·৫	৩৩·৪

জেলার নাম।		হাজারকরা জন্মের হার।	হাজারকরা মৃত্যুর হার
৮।	কলিকাতা	১৮·৫	৪২·২
৯।	নদীয়া	২৫·৬	৪৩·০
১০।	মুরশিদাবাদ	২৮·৯	৪৭·৩
১১।	যশোর	২১·০	৩০·২
১২।	খুলনা	২৭·৮	৪১·২
১৩।	রাজসাহী	৩২·৮	৪১·৫
১৪।	দিনাজপুর	৩১·৬	৪৩·৭
১৫।	জলপাইগুড়ি	৩২·৪	৪২·৬
১৬।	দারজিলিং	৩০·০	৪৮·৪
১৭।	রংপুর	৩২·৪	৩৩·৪
১৮।	বগুড়া	২৮·৫	২৭·৯
১৯।	পাবনা	২৫·৭	৩৬·১
২০।	মালদহ	৩০·৫	৩৯·০
২১।	ঢাকা	৩০·৫	২৭·৮
২২।	ময়মনসিংহ	২৭·৩	২৭·৭
২৩।	ফরিদপুর	৩০·১	২৮·৯
২৪।	বাখরগঞ্জ	২৯·৮	৩৪·৭
২৫।	চট্টগ্রাম	৩০·৩	৪১·৪
২৬।	নোয়াখালী	৩২·৮	৩৩·৪
২৭।	ত্রিপুরা	২৭·৮	২৯·৪

এই তালিকা উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন —"এ তালিকা

আপনারা দেখিলেন। ইহার সহিত ১৯১৯ সালের বৃটিশ দ্বীপ-পুঞ্জের জন্মমৃত্যুর হারের সহিত তুলনা করুন, অথচ এই মহাযুদ্ধের পর ইংরাজ জাতি তখন শ্রান্ত, স্থবির।"

	হাজার করা জন্মের হার	হাজার করা মৃত্যুর হার।
বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ বা যুক্তরাজ্য	১৯.০	১৪.৩
বঙ্গদেশ	২৭.০	৩৬.২

"কি কারণে বাঙ্গালায় এত মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়াছে? কলেরা ও ম্যালেরিয়াতেই এই সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়াই বাঙ্গালায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাধি। আমি আপনাদিগকে তিন বৎসরের হিসাব দিতেছি ঃ—

	কলেরা	ম্যালেরিয়া
১৯১৭	৪৫০২১	৮৮২৭৬৮
১৯১৮	৮২৩৭৯	১৩৫৭৯০৬
১৯১৯	১২৪৯৪৯	১২২৯২৫৭

উক্ত মিনিষ্টার মহোদয় আরও বলিয়াছেন ঃ—"কলেরায় ও ম্যালেরিয়ায় দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে যত লোক মরিতেছে, তাহার তুলনায় ইতিহাস বিখ্যাত বহুলোক-ক্ষয়কারী যুদ্ধের মৃত্যু-সংখ্যাও নগণ্য মাত্র। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া এই ভীষণ ধ্বংসলীলা চলিতেছে। ৬০ বৎসর যাবৎ এদেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দৃষ্ট হইতেছে এবং আমাদের দেশে মৃত্যু তাহার করাল ছায়া বিস্তার করিয়াছে এবং আমাদের দেশ-বাসীকে গ্রাস করিতেছে। আপনারা কি বুঝিতে পারিতেছেন

যে আমরা একটা ধ্বংসোন্মুখ জাতি? এই গভীর অর্থপূর্ণ বাণী ভাষার আড়ম্বর মাত্র নহে—ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।”

বাঙ্গলার জন সংখ্যা।

এ সম্বন্ধে মাসিক বসুমতী (১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৯) লিখিয়াছেন ঃ—

“বিগত ১৯২১ সনের লোকগণনা বা আদমসুমারীর ফল প্রকাশিত হইয়াছে। সে ফলে আমাদের চিন্তিত হইবার বিশেষ কারণ আছে। ফ্রান্সে যে কারণে—যে বিলাসের জন্য জনসংখ্যা হ্রাস হইয়াছিল এবং তাহার নিবারণ কল্পে ফরাসী সরকার নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ভারতবর্ষে সে কারণ নাই। ভারতবর্ষে ব্যাধি ও দারিদ্র্যই এই অবস্থার জন্য দায়ী বলা যাইতে পারে।”

“সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি বাঙ্গালার কথা ধরা যায়, তবে দেখা যায়, গত ১০ বৎসরে জন সংখ্যা মোট ৪ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫ হাজার ১ শত ৭০ হইতে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৪ শত ৬২ জনে দাঁড়াইয়াছে। মোট বৃদ্ধি ১২ লক্ষ ৮৭ হাজার ২ শত ৯২ জন বা শতকরা প্রায় ২। আর ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ১০ বৎসর বৃদ্ধি শতকরা ৮ অর্থাৎ এবারের বৃদ্ধির প্রায় ৪ গুণ অধিক ছিল। এবার বাঙ্গালায় যে ১২টি জিলায় লোক সংখ্যা কমিয়াছে, সে গুলি পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গে অবস্থিত।”

"আবার হিন্দুর সংখ্যা মোট ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ২ শত ৩১ জন কমিয়াছে। বৃদ্ধি যাহা কিছু মুসলমানদের মধ্যে।"

"হিন্দু মুসলমানে বসবাসের আহারাদির প্রভেদ অতি সামান্য। কেবল মুসলমানের মধ্যে বিধবা-বিবাহ বহুলভাবে প্রচলিত। তেমনি হিন্দুসমাজেও "নিম্নবর্ণের" মধ্যে বিধবা বিবাহ চলিত আছে। কাযেই কেবল যে মুসলমান-সমাজে বিধবা বিবাহেই এই বৈষম্য হইয়াছে, এমনও বলা যায় না।"

"মূলকথা পূর্ব্ব-বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা অধিক এবং পূর্ব্ববঙ্গেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত অল্প। সেই জন্যই মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়াছে।"

"বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান শত্রু ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য—বাঙ্গালাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য—আবশ্যকমত চেষ্টা যে হইতেছে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এদেশে ম্যালেরিয়ার লোকক্ষয় হেতু আবাদযোগ্য জমীর শতকরা অর্দ্ধেকেরও অধিক পড়িয়া থাকে।"

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামরতন চট্টোপাধ্যায় বি, এল মহাশয় ভারতবর্ষে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫) লিখিয়াছেন ঃ—

"বাঙ্গালাদেশে জন্মের অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক এবং এদেশের মৃত্যুর হার যত ভীষণ, পৃথিবীর আর কোন দেশে এই-রূপ আছে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গলা দেশে মৃত্যুর হার দেখিলেই মনে হয় যে, কেবল মরিবার জন্যই আমাদের জন্ম। বঙ্গদেশের এখন কি অবস্থা, তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে হইলে, সেন্‌সাস

বিবরণী ফেলিয়া রাখিয়া বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে যাইতে হয়। সেখানে গেলে, বিচার বিতর্ক আর মনে আসে না; বাঙ্গলার যে কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহা আর বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কোথায় গেল পল্লীরাণীর সে সৌন্দর্য্য, সে উচ্চ হাস্য, সেই ক্রিয়া-কলরোল, সে আত্মীয়স্বজন-ভরা প্রফুল্ল সংসার! কোথায় গেল সে জীবন্ত জীবন, কোথায় গেল সে আনন্দ উৎসব, কোথায় বা গেল সে পূজা-পার্ব্বণ! পল্লীগ্রাম—যাহা একদিন উৎসবের আনন্দ-ভবন ছিল—যেখানে কুলবধূ সুস্থ সুন্দর দেহে সবল শিশু ক্রোড়ে লইয়া "আয় চাঁদ আয়" বলিয়া মধুর শব্দে আকাশের দেবতাকে মুগ্ধ করিত—যেখানে নারীগণের ব্রতে, দেবার্চ্চনায়, গুরুজনের সেবায়, দেব-ভাব জাগরিত হইত—যুবক ও প্রৌঢ় জনের কীর্ত্তনে, তর্জ্জায়, যাত্রায়, পাঁচালিতে অন্তঃস্ফূর্ত্তি মুখরিত হইয়া উঠিত—সেই পল্লীগ্রাম আজ নিরাশার ছায়ায় অন্ধকার। সেখানে আজ লোক সংখ্যা বিরল। যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহারা কঙ্কালসার, ম্রিয়মাণ, আনন্দের স্ফূর্ত্তি চিহ্ন নাই—শ্মশানের পূর্ব্বাভাষ মাত্র।

"ভাই সব! কাহাকে মাণিক দিবে বলিয়া সাগর ছেঁচিতেছ? কাহার জন্য জয়মাল্য গাঁথিতেছ? তোমার বংশধরগণ যে মৃত্যু-শয্যায় শয়ান, তাহা কি একবারও চাহিয়া দেখ না? যদি তোমার বংশধরগণ বাঁচিয়া থাকে, তবেই ত এত যত্ন—এত পরিশ্রম,—এত সাধনা সার্থক হইবে! নচেৎ সমস্তই বৃথা। তাই বলিতেছি, যাহাতে প্রাণটা বাঁচে, তৎপ্রতি সকলের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।"

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়, "বঙ্গদর্শনে" (১৩১৭, শ্রাবণ) লিখিয়াছেন ঃ—

"হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু-আদর্শের সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আদর্শের সংস্রবে হিন্দুসমাজে যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই হিন্দুজাতির ক্ষয়ের মূল কারণ। সুপ্রসিদ্ধ ডারউইন্ সাহেব তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—'যখন দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির অতিদূরবর্ত্তী দুইটি জাতি পরস্পরের নিতান্ত সন্নিহিত হয়, তখন কি অজ্ঞাত কারণে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতির মধ্যে নূতন পীড়ার আবির্ভাব হয়।' ডারউইন সাহেব ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 'আহার ও জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ প্রণালী, আচার ব্যবহার ও চাল-চলনের পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন পথ অবলম্বন করিলে, অনেক সময়ে অনেক জাতির, বিশেষতঃ ঐ জাতির শিশু-গণের স্বাস্থ্য ভঙ্গ ঘটিয়া থাকে'।"

রাধারমণবাবু আরও বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালী হিন্দুর হৃদয় পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়াছে এবং যে বঙ্গদেশ অশেষ শিল্প পণ্যের উৎপত্তি স্থান ছিল, সেই বঙ্গদেশের অধি-বাসীরা কতকটা দায়ে পড়িয়া, কতকটা সাধ করিয়া 'প্রদীপটি জ্বালিতে—খেতে - শুতে—যেতে' একেবারেই পরমুখাপেক্ষী হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর পুরাতন আদর্শের সহিত নূতন পাশ্চাত্য আদর্শের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে না পারায়, হিন্দু সমাজে ধর্ম্ম ও কর্ম্মবিষয়ক বিষম বিপ্লবে হিন্দুর মন কিরূপ ভীত, চকিত, বিচলিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে, তাহার বর্ণনায় রাধারমণ বাবু

স্বামী বিবেকানন্দের "বর্ত্তমান ভারত"নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন,—"পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্রবের ফলে সমাজ-ভুক্ত হিন্দুগণের মন আর সমাজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নাই, কাজেই ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা বাড়িতেছে। দেবালয়-সংস্কার, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারাদি শুভ কার্য্য সকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যপদেশে যথেচ্ছাচার বাড়িতেছে। সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়াছে। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ প্রায় ছিন্ন হইয়াছে। ত্যাগের পরিবর্ত্তে ভোগের আদর্শই প্রশংসনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এ সব 'হিন্দুর ধাতে' সহ্য হইতে পারে না; যে জাতি বংশ-পরম্পরা যেরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে, সে জাতি তাহার পরিবর্ত্তন বিন্দুমাত্র সহ্য করিতে পারে না। তাই আজ হিন্দু জাতির হ্রাস হইতেছে।"

"হিন্দুকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া আহারে, বিহারে, আচারে, ব্যবহারে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, ভাবে ও আদর্শে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যপদ্ধতির যথাসম্ভব অনুযায়ী হইতে হইবে। সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বতোভাবে স্বদেশী না হইলে, হিন্দুজাতি পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবে না। হিন্দু জাতির ক্ষয় নিবারণের এইটিই প্রধান উপায়।"

মহাপ্রাজ্ঞ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয়ও বলিয়াছেন,—"আচার-ভ্রষ্টতাই হিন্দুর পরমায়ু ক্ষয়ের প্রধান কারণ"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিধবা-বিবাহ ও ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ।

কর্ণেল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—"হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ প্রথা নাই ও হিন্দুসমাজের বহু লোক অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে, ইহার ফলে হিন্দু-সমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না, বরং হ্রাস পাইতেছে।" আমরা এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব।

১। হিন্দু-সমাজে মৃত্যুর সংখ্যা অত্যধিক হওয়ার ফলেই সমাজ ধ্বংসের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। অতএব আমাদের সমাজে যাহাতে মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পায়, তাহার জন্যই প্রাণপণে সকলের চেষ্টা করা উচিত। বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলন করিয়া জনসংখ্যার বৃদ্ধি সাধন করিলে, সমাজের কোনই কল্যাণ সাধিত হইবে না, বরং আরও দুঃখ দৈন্য বৃদ্ধি পাইবে।

২। কর্ণেল মুখোপাধ্যায় বলেন,—"মুসলমান সামাজের ১০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন বিধবা আছে, ; হিন্দু সমাজে এই দুই বয়সের মধ্যে বিধবার সংখ্যা শতকরা ৪৮ জন।" অথচ উক্ত কর্ণেল মহাশয়ই তাঁহার হিন্দুর সমাজ, ১ম খণ্ড ৮ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, "বিধবা-বিবাহের জন্য মুসলমান-সমাজের যে বংশ বৃদ্ধি হয়, তাহা অতি সামান্য।"

৩। হিন্দু-সমাজে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিধবা-বিবাহ কোন কালেও ছিল না। পাশ্চত্য দেশের প্লিনি প্রভৃতি মহাত্মগণ

লিখিয়া গিয়াছেন,—"হিন্দুরা সংখ্যায় অগণিত, বালুকণার ন্যায় গণনা করা যায় না।" (1) সুতরাং বিধবা-বিবাহ হিন্দু-সমাজে প্রচলন না করিলেও হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির অনেক উপায় রহিয়াছে।

৪। হিন্দু-সমাজে বর্ত্তমান সময়ে কুমারীগণের বিবাহ একটি কঠিন সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। উপযুক্ত পাত্র প্রায় পাওয়া যায় না। ইহার ফলে সুপাত্রের দর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থায় বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিলে, কুমারীদিগের পাত্র পাওয়াই ভার হইয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের বিদুষী ও সমাজ-হিতৈষিণী শ্রীমতী ওয়াল্‌টার টিবিট্‌স্‌ মহোদয়া লিখিয়াছেন:—"পাশ্চাত্য দেশে বিধবাদের পুনরায় বিবাহ হওয়ার ফলে কুমারী কন্যার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে, আর কুমারীগণ পুরুষের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।" (2)

৫। মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ মহোদয়ও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন—"এক একটির এক একটি পাত্র মিলাই কঠিন, এক একজনের ২।৩টি পাত্র কোথায় পাওয়া পাইবে? কাজেই যে একবার পতি পাইয়াছে, তাহাকে আর পতি দেওয়া উচিত নয়;

(1) "The Hindus are innumerable like grains of sand free from all deceit and violence." (See Mehren, Paris, Leroux, Page 391).

(2) "In the West the re-marriage of widows contributes largely to the surplus of spinsters who wage war upon men." (See Amrita Bazar Patrika—The Position of Women in India, 15-12-13).

দিলে একটি কুমারী পতি পাইবে না। পাশ্চাত্য দেশে ঐ কারণে কুমারীদের পতি পাওয়া বড়ই সঙ্কট হইয়াছে।" (পত্রাবলী ১ম খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা)।

৬। হিন্দু বিধবাদের সম্বন্ধে বঙ্গের উজ্জ্বলতম রত্ন, স্বধর্ম্মানুরাগী ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—"হিন্দু বিধবার দুঃখ কষ্টের কথা ভাবিতে গেলে, হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। কিন্তু তাঁহার অলোকসামান্য কষ্টসহিষ্ণুতা ও অসাধারণ স্বার্থত্যাগের প্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে, মন যুগপৎ বিস্ময় ও ভক্তিতে পরিপ্লুত হয়। হিন্দু বিধবাই সংসারে পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহার উজ্জ্বল ছবি, নানা দুঃখ-তমসাচ্ছন্ন হিন্দুগৃহকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার দীপ্তিমান্ দৃষ্টান্ত, হিন্দু নরনারীর জীবনযাত্রার পথপ্রদর্শক স্বরূপ রহিয়াছে। তাঁহার পবিত্র জীবন, পৃথিবীতে দুর্লভ পদার্থ। তাহা যেন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হয়। হিন্দু বিধবার চির-বৈধব্য প্রথা-হিন্দু সমাজের দেবী-মন্দির।"

৭। বিধবা-বিবাহ বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। বিধবার শরীরাভ্যন্তরে এমন বিষাক্ত পদার্থ থাকে, যাহার ফলেই তাহাদের পতির অকাল মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র ও জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বহু তত্ত্বই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই দেখুন, আমেরিকার বিখ্যাতনামা ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ এম-ডি মহোদয় কি লিখিয়াছেন ঃ—

"যে সকল বিধবা এক বা একাধিক পতি গ্রহণ করিয়াছে,

এমন বিধবাদিগকে বিবাহ করিতে বিরত রাখাই উচিত। কারণ, তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি সহজাত বৃত্তি নিহিত থাকা সম্ভব, যদ্দারা পতির স্বাভাবিক জীবনীশক্তি ক্ষয় করিয়া ত্বরায় তাহার (পতির) শারীরিক দৌর্ব্বল্য-বিধানক্রমে অকাল-মৃত্যু আনয়ন করে। সুবিজ্ঞ সেমিভেল ওয়ালারের মতে—"বিধবা বিবাহ হইতে দূরে থাকাই নিরাপদ।" (৩)

৮। বিধবা বিবাহ সুনীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। বিজ্ঞানপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভগবান্ রমণী-হৃদয় এক আশ্চর্য্য উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিধবা দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিলে, তাহার দ্বিতীয় পতির ঔরসজাত সন্তানও প্রথম পতির ছায়া প্রাপ্ত হয়।" প্রথম পতির প্রতিকৃতি তাহার কোমল হৃদয়ে সুদৃঢ় ভাবে অঙ্কিত থাকিতে দ্বিতীয়বার কিরূপে সে অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে? (4) অতএব বিধবারা যে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে, সে কেবল

---

(৩) "It is best to avoid marrying widows, * * they are likely to possess qualities inherent in them, that in their exercise use up the husband's stock of vitality, rapidly weakening the system, and so causing premature death. It is best, with Samivel Weller, to "beware of vidders." See The Science of a New Life, by Dr. J. Cowan M.D., Page, 58).

(4) "The children of a woman by a second husband resemble her first husband." (See Dr. Nichol's Human Physiology, Page 289).

"A woman may have, by a second husband, children who resemble a former husband, and this is particularly well-

ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার জন্য, সুতরাং বিধবা-বিবাহ ধর্ম্ম ও সুনীতি বিরুদ্ধ।

বর্ত্তমান সময়ে অতি অল্পসংখ্যক হিন্দুই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন। এ দিকে নদীয়া প্রভৃতি স্থানের গোস্বামী মহোদয়গণ অসংখ্য অনার্য্যদিগকে হিন্দুধর্ম্মে (বৈষ্ণবধর্ম্মে) দীক্ষিত করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। (5) এ সম্বন্ধে দেউস্কর মহাশয় সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। সুবিখ্যাত স্যার আলফ্রেড্ লায়েল সাহেব লিখিয়াছেন ঃ—

"খ্রীষ্ট, ইসলাম, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মে ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর যত লোক দীক্ষিত হয়, তাহাদিগের মোট সংখ্যা অপেক্ষা অধিক লোক প্রতি বৎসর আর্য্যসমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা নানাস্থানেই অনার্য্যদিগকে তাহাদিগের উপাস্য দেবতাদিগকে সুসংস্কৃত করিয়া আপনাদিগের সভ্যতর সমাজে স্থান দিয়া থাকেন।" (5)

---

marked in certain instances by the colour of the hair and eyes. (See Sexual Physiology and Hygiene, by R. T. Trall, M.D., Page 195).

"A widow who marries a second time bears children strongly resembling her first husband." (See Dr. Carpenter's Human Physiology, Page 990).

(5) "So far from Bramhanism being a non-missionary religion, one might safely aver that more persons in India become every year Brahminists than all the converts to all the other religions in India put together. The Brahman

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জনপদ-ধ্বংসের কারণ ও লক্ষণ।

আমাদের আর্য্য মহর্ষিগণ জনপদ-ধ্বংসের কারণ ও লক্ষণ সম্বন্ধে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল অমূল্য তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কি আশ্চর্য্যের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে আমরা ঠিক সেই সেই কারণ ও লক্ষণগুলিই দেখিতে পাইতেছি। চরক সংহিতায় মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন ঃ—

* * * তদ্‌যথা বায়ুরুদকং দেশঃ কাল—।" বিমানস্থান,

অর্থাৎ বায়ু, জল, দেশ ও কালের বৈগুণ্যবশতঃই জনপদ বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

"ঋতুবিষমমতিস্তিমিতমতি——"

ঋতুবিষম অর্থাৎ যে ঋতুতে যেরূপ বায়ু হওয়া উচিত, তাহার অন্যথা গুণযুক্ত, অতিশয় গতিশীল, অতি শীতল, অতি উষ্ণ, অতি

civilises both the Gods and worshippers, and introduces them (the non-Aryans) into more refined society. Thus the casteless tribes, the non-Aryan aborigenes, soon find themselves formed into a caste and enter the fold of Hinduism. This is the way of the growth and constitution of Hindu society and Hinduism."—*Asiatic Studies* by Sir Alfred Lyall (First series, pp. 134 and 149).

ভীষণ ধ্বনিবিশিষ্ট, অতি ঘূর্ণিত এবং অনুপকারী গন্ধ, ধূলি ও ধূম দ্বারা উপহত।

"উদকং খল্বত্যর্থবিকৃতগন্ধবর্ণরসস্পর্শবৎ——"অর্থাৎ জল যদি অত্যন্ত বিকৃত গন্ধ, বর্ণ, রস ও স্পর্শ বিশিষ্ট হয়, ক্লেদবহুল হয়, অপ্রীতিকর হয়, তবে সেই জল গুণহীন অর্থাৎ পীড়াকর বলিয়া জানিবে।

"দেশং পুনঃ প্রকৃতি বিকৃতবর্ণ-গন্ধ রস-স্পর্শং ক্লেদবহুলমুপস্যষ্টং সরীসৃপ-ব্যাল-মশক-শলভ-মক্ষিকামূষিকোলূক-শ্মাশানিক-শকুনি-জম্বুকাদিভিস্তৃণোলুলেপঘনবন্তং——"

অর্থাৎ যে দেশের স্বাভাবিক বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ বিকৃত হইয়া যায়, যে দেশে ক্লেদবহুল হয়, সরীসৃপ, হিংস্র-জন্তু, মশক, পতঙ্গ, মক্ষিকা, মূষিক, পেচক, কাক, শকুনি প্রভৃতি শ্মাশানিক পক্ষী ও শৃগালাদি যেখানে অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; তৃণ উলুবন, লতা ও গুল্মাদি দ্বারা যে দেশ ব্যাপ্ত হইয়া যায়, যে দেশের শস্যের অবস্থা পূর্ব্ববৎ না থাকে, শুষ্ক বা নষ্ট হইয়া যায়, যেখানে জনপদবাসিগণের ধর্ম্ম, সত্য, লজ্জা, আচার ও শীলতা প্রভৃতি গুণ নষ্ট হইয়া যায়, জলাশয়সমূহ শুকাইয়া যায়, যে দেশে উল্কাপাত, বজ্রাঘাত, ও ভূমিকম্প হয়, সেই দেশ অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া জানিবে।

"কালস্তু খলু যথর্ত্তুলিঙ্গান্——"

অর্থাৎ কাল যদি নির্দ্দিষ্ট ঋতু-লক্ষণের বিপরীত লক্ষণযুক্ত হয়,

অথবা সেই ঋতু-লক্ষণ যদি অত্যধিক বা অতি অল্প লক্ষিত হয়, তবে সেই কাল অহিতকর বলিয়া বুঝিবে।

"ইমানেবংদোষযুক্তাংশ্চতুরোভাবান্—।" ঐ

অর্থাৎ উক্তরূপ দোষযুক্ত বায়ু, জল, দেশ ও কাল এই চারিটি বিষয়কে জনপদ ধ্বংসের কারণ বলিয়া জানিবে।

জনপদ ধ্বংসের বিষয়ে এই সমস্ত কারণ অবগত হইয়া, অগ্নিবেশ পুনর্ব্বার ভগবান্ আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ভগবন্! বায়ু প্রভৃতির যে বিগুণতা দ্বারা জনপদ ধ্বংস হয়, সেই বৈগুণ্যের কারণ কি?"

"তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ—সর্বেষামপ্যাগ্নিবেশ * * তদ্‌যথা যথা বৈ দেশনগরনিগমজনপদপ্রধানা ধর্ম্মমুৎক্রম্যাধর্ম্মেণ প্রজাং প্রবর্ত্তয়ন্তি, তদাশ্রিতোপাশ্রিতাং পৌরজানপদা ব্যবহারোপজীবিনশ্চ তমধর্ম্মমভিবর্দ্ধয়ন্তি—"। ঐ

ভগবান্ আত্রেয় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"হে অগ্নিবেশ! বায়ু প্রভৃতি সকল পদার্থের যে বিগুণতা উপস্থিত হয়, তাহার কারণ অধর্ম্ম। সেই অধর্ম্মের কারণ অসৎকর্ম্ম এবং সেই অধর্ম্ম ও অসৎ কর্ম্মের মূল কারণ প্রজ্ঞাপরাধ। যখন দেশ, নগর, নিগম ও জনপদের প্রধান ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক অধর্ম্ম দ্বারা প্রজাপালন করেন, তখন তাঁহাদের আশ্রিত, উপাশ্রিত, পৌর ও জানপদবর্গ এবং ব্যবহারজীবিগণ সেই অধর্ম্ম বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সেই অধর্ম্মের জন্য শীঘ্রই সে দেশ হইতে ধর্ম্ম অন্তর্হিত হন। এই রূপে ধর্ম্মশূন্য অধর্ম্ম-প্রধান দেশবাসিগণের সম্বন্ধে ঋতুসমূহ বিকৃতি

প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য যথাসময়ে বর্ষণ হয় না, অথবা একেবারেই বর্ষণ হয় না, বা অতিরিক্ত বর্ষণ হয়, বায়ু সম্যক্ রূপে প্রবাহিত হয় না, ভূমি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, জল শুষ্ক হইয়া যায় এবং ওষধি সকল স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্পর্শ ও পানাহারের দোষে জনপদ-ধ্বংস হইয়া থাকে।”

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে উপরি উক্ত সমস্ত লক্ষণ ও কারণগুলিই দৃষ্ট হইতেছে। বায়ু বিকৃত হইয়া গিয়াছে ও বায়ু বিঘূর্ণিত হইয়া নানা স্থান সময়ে সময়ে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে; দেশের সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধ জলের অভাব দৃষ্ট হয়, পানীয় জল দূষিত হইয়া গিয়াছে। দেশের উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পাইতেছে। ছয় ঋতুর রীতিমত বিকাশ দৃষ্ট হয় না। এতদ্ভিন্ন দেশে মশক, মক্ষিকা, ইন্দুর ইত্যাদি দ্বারা ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক জ্বর, আমাশয়, ওলাউঠা এবং প্লেগ দিন দিন ভীষণ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। ধর্ম্মহীনতা ত সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শিশুদের স্বাস্থ্য-হানি ও অকাল-মৃত্যুর কারণ ও নিবারণের উপায়।

শিশুদের স্বাস্থ্যহানি ও অকাল মৃত্যুর কারণ এই ঃ—

(১) পিতামাতার ব্রহ্মচর্য্যের অভাব ; (২) সহবাসে অনিয়ম ; (৩) সুসন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে পিতা মাতার অনভিজ্ঞতা ; (৪) জননীগণের স্বাস্থ্যহীনতা ; (৫) সন্তান লালন পালনে অবহেলা ; (৬) বিশুদ্ধ মাতৃদুগ্ধের অভাব ; (৭) বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধের অভাব ; (৮) সূতিকাগৃহ ; (৯) ডাক্তারী ঔষধ ও পথ্য বাহুল্যরূপে ব্যবহার ; (১০) বিদেশী বস্ত্রাদি এবং পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যবহার ; (১১ ম্যালেরিয়া, দরিদ্রতা ইত্যাদি।

(১) পিতা মাতার ব্রহ্মচর্য্যের অভাব।

ভারতের আর্য্য মহর্ষিগণ, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্র সকলে একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে, ভ্রূণ সঞ্চারের সময়েও জরায়ু-জীবনেই শিশুর সর্ব্ববিধ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বা অবনতির বীজ এবং নানা উৎকট পীড়ার বীজ অঙ্কুরিত হয়। ফলতঃ, জনক জননী তাঁহাদের বাল্যকাল হইতেই অতি কঠোর নিয়ম, নিষ্ঠা ও সংযম, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে—শুক্র ও শোণিত (ডিম্ব) অতি বিশুদ্ধ ভাবে রক্ষা

করিতে না পারিলে—কিছুতেই তাঁহাদের সন্তানগণ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আমাদের শাস্ত্র পুরাণাদিতে এই গভীর তত্ত্বের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভারত বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে, মহারাজ অশ্বপতি ও তাঁহার ধর্ম্মপত্নী সুসন্তান লাভের জন্য অষ্টাদশ বৎসর কাল অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন ঃ—

"অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ।
কালে নিয়মিতহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।"

অর্থাৎ অপত্য উৎপাদনার্থ মিতাহারী ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অতি কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলেন।

এইরূপ অষ্টাদশ বৎসর কাল বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, যম, নিয়ম সম্পন্ন যত্ন ও ভক্তির ফলেই মহারাজ অশ্বপতি বরলাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই ব্রহ্মচর্য্যের ফল স্বরূপ প্রাতঃস্মরণীয়া মহাপুণ্যবতী সাবিত্রীদেবী জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভারত ভূমি পবিত্র করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন কালে হিন্দু নর-নারীগণ সকলেই সুসন্তান লাভের জন্য অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভাবে শুক্র ও শোণিত রক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্য্যাদি নানাবিধ নিয়ম পালন করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যুবক যুবতীগণ ঐ সকল ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করাতে সমাজের যে ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, তাহাই বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। ইতর প্রাণীরাও সন্তানোৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়া চলিয়া থাকে; আর

জীবশ্রেষ্ঠ নরনারী কোন নিয়ম কানুনই পালন করে না, ইহা অতীব দুঃখের ও লজ্জার কথা! বলা বাহুল্য, এই অবহেলার ফলেই আমাদের বংশধরগণের ঈদৃশ শোচনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে এবং ভীষণ অকাল-মৃত্যু দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

ব্রহ্মচর্য্য পালন।

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে মহাপ্রাজ্ঞ, স্বদেশপ্রাণ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় তাঁহার "ভক্তিযোগ" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—

"প্রধান প্রধান শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, রক্তের চরম সার ভাগ শুক্ররূপে পরিণত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদ ডাক্তার লুইস্ লিখিয়াছেন—"রক্তের সারভাগ শুক্ররূপে পরিণত হয়।" যে ব্যক্তি কুচিন্তা ও কুক্রিয়া দ্বারা কামের সেবা করে, তাহার শুক্র নষ্ট হইয়া যায়। রক্তের পরমোৎকৃষ্টাংশ ব্যয়িত ও নষ্ট হওয়া অপেক্ষা মানুষের অধিকতর কষ্টের কারণ আর কি হইতে পারে? যিনি ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা তেজ রক্ষা করেন, তাঁহার মনের ও শরীরের শক্তি বিশিষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ডাক্তার নিকল্স্ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"চিকিৎসা শাস্ত্র এবং শারীর বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শরীরের রক্তের সারাংশই নরনারীর জনয়িত্রী শক্তির মূল উপাদান। যাঁহার জীবন পবিত্র ও সংযত, তাঁহার শরীরে এই পদার্থ মিলাইয়া যায় এবং পুনরায় রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক, স্নায়ু এবং মাংসপেশী গঠিত করিয়া থাকে। মানবের এই জীবনীশক্তি

রক্তের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে সমধিক মনুষ্যত্বসম্পন্ন, দৃঢ়কায়, সাহসী ও উদ্যমশালী করে। আর এই বস্তুর ব্যয়ে মানুষকে হীনবীর্য্য, দুর্ব্বল, এবং চঞ্চলমতি করিয়া ফেলে। তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হয়, রিপুর উত্তেজনা বলবতী হয়, শরীর-ক্রিয়া বিপর্য্যস্ত হয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিকৃত হইয়া পড়ে, মাংসপেশীর ক্রিয়া বিশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়, স্নায়বীয় যন্ত্র নিতান্ত হীনশক্তি হইয়া যায়, মূর্চ্ছা, উন্মাদ এবং মৃত্যু ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে।" (1)

ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় মৃত্যু, ব্রহ্মচর্য্যে জীবন। শিবসংহিতাও এই মহাতত্ত্বের সাক্ষ্য দিতেছেন ঃ—

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।" (2)

(1) It is a medical—a physiological fact, that the best blood in the body goes to form the elements of reproduction in both sexes. In a pure and orderly life this matter is reabsorbed. It goes back into the circulation, ready to form the finest brain, nerve and muscular tissues. This life of man, carried back and diffused through his system, makes him manly, strong, brave, heroic. If wasted, it leaves him effeminate, weak, and irresolute, intellectually and physically debilitated, and a prey to sexual irritation, disordered function, morbid sensation, disordered muscular movement, a wrecked nervous system, epilepsy, insanity and death." See the Laws of Generation by T. L. Nichols, M.D., page 266.

(2) "Chastity is life, sensuality is death." See Ditto, page 297.

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে বলিয়াছেন :—

"ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।"

"যিনি অবিচলিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহার শারীরিক ও মানসিক বীর্য্য লাভ হয়।"

ডাক্তার নিকল্‌স্‌ অন্য এক স্থলে লিখিয়াছেন—"জননেন্দ্রিয়ের ব্যবহার স্থগিত রাখিলে শারীরিক মানসিক তেজ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ উৎকর্ষ লাভ হয়।" (3)

জ্ঞানসংকলিনী তন্ত্রে শ্রীসদাশিব বলিতেছেন :—

"ন তপস্তপ ইত্যাহু র্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমঃ।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥

"পণ্ডিতগণ তপস্যাকে তপস্যা বলেন না, ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। যিনি ঊর্দ্ধরেতা তিনি দেবতা, মানুষ নহেন।" যিনি যে পরিমাণে ব্রহ্মচারী হইবেন, তাঁহার সেই পরিমাণে হৃদয় প্রফুল্ল, সবল, শরীর শক্তিমান, মন ও মুখশ্রী স্নিগ্ধ ও সুন্দর হইবে; এবং যাঁহার যে পরিমাণে ব্রহ্মচর্য্যের অভাব হইবে, তাঁহার সেই পরিমাণে হৃদয় বিষণ্ণ, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, শরীর নিস্তেজ ও মুখশ্রী রুক্ষ ও লাবণ্যশূন্য হইবে।" (4)

---

(3) 'The suspension of the use of the generative organs is attended with a notable increase of bodily and mental vigour and spiritual life."

She finds use for them all in building up a keener brain and more vital and enduring nerves and muscles. (See Ditto)

(4) "Debility of intellect and especially of the memory characterizes the mental alienation of the licentious."

কেহ কেহ বলেন যে, যৌবন অবস্থায় কাম রিপুর পরিচালনা না করিলে, স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। এই ধারণা অত্যন্ত ভুল। কারণ, কাম রিপুর প্রভাব যৌবনের পূর্ব্বে ও বৃদ্ধাবস্থায় থাকে না। সুতরাং কাম রিপু শরীর রক্ষা ও পোষণ জন্য কোন সাহায্য করে না। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

সুবিখ্যাত ডাক্তার টমাস্ ব্রাইএণ্ট্ মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—"আণ্ডকোষের ক্রিয়া, স্তনগ্রন্থি ও গর্ভাশয়ের ক্রিয়ার ন্যায় দীর্ঘকাল এমন কি আজীবন বন্ধ থাকিলেও উহার যন্ত্রাদি সুস্থ ও অবিকৃত থাকে; এবং কোন প্রকার সতেজ উত্তেজনায় স্বকার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হয়। দেহের অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় ইহা ব্যবহৃত না হইলেও অকর্ম্মণ্য বা নষ্ট হইয়া যায় না।" (5)

খ্যাতনামা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ডাক্তার পার্কস্ মহোদয় লিখিয়াছেন—"কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, তরুণ যৌবনে যদি ইন্দ্রিয় সংযমের চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে এমন কতকগুলি কদভ্যাস জন্মে, যাহা ইন্দ্রিয় সেবন জনিত যাবতীয় কুফল অপেক্ষাও

(5) "The student should remember, however, that the function of the testicle like those of the mammary glands and uterues, may be suspended for a long period, possibly for life, and yet its structure may be sound and capable of being roused into activity on any healthy stimulas. Unlike other glands, it does not waste or atrophy for want of use." (See Surgery by Thomas Bryant, Page 648).

অনিষ্টকর হয়। ইহা অতিরঞ্জিত বটে। নানাপ্রকার উপায়ে কামরিপুর প্রভাব বর্দ্ধিত, অথবা খর্ব্ব, উত্তেজিত অথবা প্রশমিত করা যাইতে পারে। এজন্য সংযম যে কেবল সম্ভবপর এমত নহে, ইহা অত্যন্ত সহজসাধ্য। (6)

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন—"এক ড্রাম শুক্রক্ষয় আড়াই ছটাক রক্ত ক্ষয়ের সমান।" (7)

জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার কাউয়েন এম্-ডি মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"কেহ কেহ বলেন যে, পুং জননেন্দ্রিয় ব্যবহার না করিলে অণ্ডকোষ ছোট হইয়া যায়—ইহা অতি অসত্য কথা। বরং অস্বাভাবিক শুক্রক্ষয় (আত্মবিকৃতি প্রভৃতি) বশতঃ অণ্ডকোষ ছোট হইয়া যায়।" (8)

---

(6) "The development of this passion can be accelerated or delayed, excited or lowered by various measures and continence becomes not only possible but easy." See A Manual of Practical Hygiene by E. A. Parke, page 497.

(7) "Loss of one dram of semen is equal, in its effect upon the system, to the loss of five ounces of blood." See Tissot's Observation.

(8) "Through want of exercise, the male organ will decrease in size. When any such decrease in size does occur, it will be found to be caused by exactly the reverse—namely, excessive exercise by self-abuse." See the Science of a New life by Dr. Cowan, M.D., page 118.

ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী।

সেই অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান ধর্ম্ম-নীতি ও ব্রহ্মচর্য্যহীন শিক্ষা প্রণালীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দু যুবকগণ অতীব কঠোর যত্নের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি পালন করিতেন এবং এই ব্রহ্মচর্য্যের ফলেই প্রাচীনকালের হিন্দুনরনারীগণ সর্ব্ববিষয়ে উন্নত, প্রতিভা-শালী, নীরোগ, দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হইতেন। বর্ত্তমান সময়ে এক ব্রহ্মচর্য্য পালনের অভাবেই হিন্দু জাতির ভীষণ শারীরিক, মানসিক, নৈতিক অবনতি আরম্ভ হইয়াছে এবং বর্ত্তমানকালের যুবক যুবতী, বালক বালিকা ও শিশুদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে ও অকাল-মৃত্যু দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রাচীনকালের হিন্দু যুবকগণ ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কি কি নিয়ম পালন করিতেন তাহাই নিম্নে উল্লেখ করিব ঃ—

১। শয্যাত্যাগ—আর্য্য মহর্ষিগণ ব্রহ্মচারিগণকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ভগবানের নাম স্মরণ ও গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে শয্যাত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিবার অভ্যাস করিলে শরীর অত্যন্ত সুস্থ থাকে ও দীর্ঘজীবন লাভ হয়। (9)

২। মলমূত্রাদি পরিত্যাগ—প্রত্যহ প্রাতে মলমূত্রাদি ত্যাগের অভ্যাস করিলে শরীর অত্যন্ত সুস্থ থাকে।

---

(9) "Early rising cannot be too insisted upon; nothing is more conducive to health and thus to long life." See Dr. Chavase's Advice to a Mother, page 376.

৩। মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়া আঠালিয়া মাটির দ্বারা গুহ্যদেশ লেপনপূর্ব্বক ধৌত করিয়া ফেলা উচিত।

৪। দন্ত-ধাবন ও মুখ-প্রক্ষালন—প্রত্যহ প্রাতে মুখ দাঁত, ও জিভ্ উত্তমরূপে ধৌত করা কর্ত্তব্য। নিম, মালতি, বট, বদর, করঞ্জ, শাল, বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষের কোমল শাখাগ্র দ্বারা (ব্রুসের মত করিয়া), দন্ত মার্জ্জনা করিবে। (10)

৫। প্রাতঃস্নান—ঋষিরা ব্রহ্মচারীদিগকে প্রাতঃকালে স্নান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রাতঃস্নানে শরীর সুস্থ থাকে। (11)

৬। উপাসনা—প্রাতঃস্নানের পরই ভগবানের উপাসনা বা সন্ধ্যা অথবা গায়িত্রী মন্ত্র শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যা বা গায়িত্রী মন্ত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া একাগ্রমনে ভগবানের উপাসনা করিলে চিত্তের অবসাদ দূর হয়, চরিত্র নির্ম্মল হইয়া থাকে। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন :—

আমাদের আহ্নিক মন্ত্রের, কেবল আহ্নিক কেন, সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রের মূল কেন্দ্র গায়ত্রী মন্ত্র; কোন সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, গায়ত্রী মন্ত্রের ন্যায় স্বল্পাক্ষর ও সারবান মন্ত্র আজ

(10) "Every part of each tooth including the gums may in turn be well cleansed and well brushed." (See Ditto page 376).

(11) "The best time for taking a bath is the morning." (See Ditto.)

পর্য্যন্তও জগতে দৃষ্ট হয় নাই। এমন মন্ত্রও হিন্দুরা স্মরণ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হন না, ইহা ভাবিতে গেলেও অধীর হইয়া উঠিতে হয়।" (12)

৭। আহার বিধি—ভগবান মনু ব্রহ্মচারীর আহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিয়াছেন ঃ—

"বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসানস্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বানি প্রাণি নাঞ্চৈব
হিংসনম্॥" ২।১।১৭৭।

ব্রহ্মচারী মধু মাংস আহার করিবে না, গন্ধদ্রব্য সেবন, মাল্যাদি ধারণ, গুড় প্রভৃতির রস গ্রহণ এবং স্ত্রী সংসর্গ করিবে না। যে সকল বস্তু স্বভাবতঃ মধুর, কিন্তু শেষে অন্যরূপ হয়, সেই সমুদয় শুক্তদ্রব্য ত্যাগ করিবে এবং প্রাণী হিংসা করিবে না।

"লশুনং গৃজনঞ্চৈব পলাণ্ডুং করকানিচ।
অভক্ষাণি দ্বিজাতিনান্ মেধ্যপ্রভবানি চ॥" ৫।

লশুন, গৃঞ্জন (রক্ত রসুন) পলাণ্ডু, কোড়ক, বিষ্ঠাদিতে সম্ভূত শাকাদি ভক্ষণ করিবে না।

* * * * ন সুরা পিবেত।"

কখনও মদ্য পান করিবে না।

হিন্দু শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ছাত্রদের (ব্রহ্মচারী) পক্ষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি আহার করিতে পুনঃ পুনঃ

(12) আর্য্য রমণীর শিক্ষা এবং স্বাধীনতা, ১০৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

নিষেধ করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণ ব্রহ্মচারীদিগকে যে সকল দ্রব্য আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অক্ষরে অক্ষরে ঠিক সেই সকল দ্রব্যই আহার করিতে বিশেষ ভাবে নিষেধ করিতেছেন।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি আহারে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়, কাম প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া থাকে, যথা, পিয়াজ, রসুন, মদ, মাংস, বড় বড় মৎস্য, মাদক দ্রব্যাদি, ধূমপান, লঙ্কা, মরিচ, সর্ষপ, অধিক অম্ল দ্রব্য, অধিক মিষ্ট দ্রব্য, অত্যধিক লবণ ও লবণাক্ত দ্রব্য, চা, কাফি, সিগারেট্, চুরুট ইত্যাদি। (13)

---

(13) "The large quantity of flesh meats, together with oysters, eggs, fish, salt, pepper, spices, gravies, beer, porter, cider, wine and other alcholic liquors, tobacco, tea, coffee chocolate, salted meats, pies, bread made from fine white flour—all these things have a direct influence on the abnormal exercise of the sexual system. Tea, coffee, tobacco, alcholic liquors and animal food, are all stimulating or narcotic in their nature; and whatever is taken into the body of a narcotic or stimulating nature irritates the nervous system, but especially the nerves of the sexual system, and through the reflex action on the base of the brain, amativeness is inflamed and excited, and in this way come lustful desires. Salt, pepper, mustard, salt food, and fine-flour bread, in their use, all tend to constipation, and, as a result, costiveness and hardened fœces, which irritates the nerves of, and press against, the vas deferens and vesiculae seminales, and

পাশ্চাত্য বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মচারীদিগকে চা, চুরুট, সিগারেট, উত্তেজক কোন প্রকার খাদ্য, বাজারের মিঠাই ইত্যাদি আহার করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। কি গভীর দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়, আর্য্য ঋষিরা এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যুবক যুবতীগণকে যে যে দ্রব্য আহার করিতে সম্পূর্ণ রূপে নিষেধ করিয়াছেন, আজকাল ঠিক সেই সেই দ্রব্যগুলিই যুবক যুবতীরা (ছাত্র-ছাত্রীরা) বাহুল্যরূপে আহার করিয়া থাকেন। যে চা আমাদের পক্ষে বিষতুল্য, আজ সে চা বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচলিত হইয়াছে। এমন কি, কৃষক বালকেরা পর্য্যন্ত চা, সিগারেট ইত্যাদি বাহুল্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। (14)

so produce morbid amative desires, which could not even remotely exist if the cause was removed. Costiveness, the result of concentrated food, is one of the many causes of self-abuse in boys and girls." (See the Science of A New life, by John Cowan, M.D., page 98).

(14) "Avoid stimulants, condiments, spiced food, pepper, mustard, fat, pickles, onions &c. &c." (See Dr. Parker's New Marriage Guide, page 50.)

Dr. Dio Lewis says :—"Avoid spirits and malted liquors, tea, coffee, tobacco, oysters, rich fish, all fatted and salted meats, pastry, sweetmeats and stimulating condiments."

† "Tea is a strong stimulant which acts directly upon the nervous system. It contains tannin or tannic acid, and is powerful astringent, thus readily acting upon the delicate

আর্য্য ঋষিগণ ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ব্রহ্মচারিগণকে নিরামিষ ও ফলকুলাদি অত্যধিক পরিমাণে আহার করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। (15)

৮। ব্যায়াম—প্রত্যহ বালক ও যুবকগণের কোন না কোন ব্যায়াম করা আবশ্যক। প্রাচীন কালের বিদ্যার্থিগণ সকলেই প্রত্যহ রীতিমত ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রেরা কোন প্রকার ব্যায়াম করে না, ইহার ফলে তাহাদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি হইতেছে। আমাদের জাতির অবনতির ইহাও একটী প্রধান কারণ।

৯। বিশ্রাম ও অধ্যয়ন—ব্যায়ামের পরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া, পরে অধ্যয়ন করা উচিত।

১০। শয্যা ও নিদ্রা—ব্রহ্মচারীর নরম গদী বা বালিশ অথবা কোমল বিছানার চাদর ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়। ব্রহ্মচারীর মাদুর, কুশাসন ইত্যাদিতে শয়ন করা উচিত। (16)

internal surface of stomach and intestines. It is a prolific cause of constipation." (See Ditto, page 50.)

(15) "Ripe fruits in their natural state or plainly cooked brown bread and vegetable are the best articles." (See the Science of a New Life, by Dr. Cowan, M.D.)

(16) Feather beds and pillows should be avoided. The best bed is a mattress made from straw, corn husks, curled hair, or compressed sponge. No more bed covering should be used. (See Ditto, page 124).

১১। ব্রহ্মচারী পক্ষে নিষেধ—ভগবান্ মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, বিষ্ণু ও সুশ্রুত প্রভৃতি আর্য্য মহর্ষিগণ ব্রহ্মচারিগণকে নিম্নলিখিত বিষয় ও খাদ্যগুলি পরিহার করিতে বিশেষ ভাবে আদেশ করিয়াছেন; যথা—পরনিন্দা, চৌর্য্য, হিংসা, মদ্যপান, ধূমপান, অধিক মিষ্টদ্রব্য ও লবণাক্ত দ্রব্য, অতি ভোজন, অসময়ে ভোজন, অত্যধিক ঔষধ সেবন, অতি চিকিৎসা, কুচিকিৎসা, অসৎ লোকের সহিত বসবাস ইত্যাদি। (17)

ব্রহ্মচর্য্য হীনতার ভীষণ পরিণাম।

আজকাল আমাদের দেশের বালক বালিকা ও যুবক যুবতীগণের ব্রহ্মচর্য্যের বা সংযমের অভাবে নানা প্রকার ভীষণ পাপ তাপ হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়া সমাজ দেহকে ক্ষত বিক্ষত

(17) The following are to be strictly avoided by those whose desire it is to lead a pure, chaste and continent life.

"Tobacco in all its forms. All manner of alcoholic liquor, late supper and over-eating. Sweetmeats, candies etc. White bread, pork and all fat and salt meats etc. Salt, pepper, mustard, spices, vinegar, and other condiments. Tea, coffee, and chocolate. All constrictition of dress about the body. Idleness and inaction of body and mind. Feather beds and pillows and heavy bed-coverings. Unventilated and unlighted bed-rooms. Remaining in bed in the morning after awaking. Companions of doubtful or bad natures. Uncleanliness of body. Irresoluteness of will. Drugs and patent medicines, quack doctors." (See Ditto, page 127.)

করিয়া ফেলিতেছে। ফলতঃ ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই আমাদের জাতীয় অবনতির সর্ব্বপ্রধান কারণ। নিম্নে ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে যে দুইটী অতি ভীষণ মহাপাপ হিন্দু সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে—হিন্দু সমাজ অতি দ্রুতগতিতে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে—তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। যথা ঃ—

(১) আত্ম-বিকৃতি। (Self-Abuse. Masturbation.)

"ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়দ্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥"
(মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়, ১৮০ শ্লোক।)

আজ কাল ঘোর কলি মূর্ত্তিমান্ হইয়া অবতীর্ণ, সুতরাং মানবজাতি সভ্যতার দোহাই দিয়া, স্বাভাবিক পথ ও পরম হিতকর প্রকৃতির মঙ্গলময় উপায় ত্যাগ করিয়া, বিবিধ কৃত্রিম অনুষ্ঠানে রত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই কারণে আত্মবিকৃতি মহাপাপ জগতে দিন দিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। আজকাল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে ইহা যেন একটী কৌলিক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিক ধর্ম্মনীতিহীন শিক্ষাই ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। এই কদভ্যাসের আরও নানা কারণ আছে যথা ঃ—

(১) কুসংসর্গ, (২) বালক বালিকাদের মধ্যে মধ্যে আদি রসপূর্ণ নাটক নভেল ইত্যাদির বহুল প্রচার, (৩) সহরের সর্ব্বত্রই কুলটাগণের পশার বিস্তার, (৪) জনাকীর্ণ নগরে বাস জন্য অল্প বয়সেই রিপুর উত্তেজনা, (৫) আহারের পরিবর্ত্তন, উত্তেজক দ্রব্যাদি আহার, (৬) শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ইত্যাদি।

বিখ্যাত ডাক্তার পার্কস্ ও কাউয়েন্ মহোদয়গণ এই কদভ্যাসের লক্ষণ, নিদান ও চিকিৎসা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উল্লেখ করিব। তাঁহারা লিখিয়াছেন :—

"মনুষ্যসমাজে এমন কোন পাপ নাই যাহা ইহার (আত্ম-বিকৃতির) সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। হাজার হাজার বালক বালিকা ইহা দ্বারা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে এবং বিবাহসংক্রান্ত ব্যাপারের অক্ষমতা এবং অন্যান্য প্রত্যেক বিষয়েই যে প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহা ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব।" (১৪) এই ঘৃণিত কদভ্যাসের ফলে বালকদের যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাও তিনি লিখিয়াছেন। যথা :—

"যে সকল বালক এই কদভ্যাসে রত থাকে, তাহাদের স্বভাব চরিত্রের অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হয়। যে সকল বালক পূর্ব্বে (কদভ্যাসের পূর্ব্বে) সচ্চরিত্র, অত্যন্ত বাধ্য, সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত, উৎসাহপূর্ণ ও কর্ম্মঠ থাকে, এই কদভ্যাসের পর হইতেই হঠাৎ তাহাদের (বালকদের) স্বভাব উগ্র, খিট্‌খটে, অবাধ্য ও শরীর জড় হইয়া পড়ে। এ ভিন্ন, চক্ষের চতুর্দ্দিকে কালবর্ণ দাগ

---

(14) "This is by far the worst of all sins and vices to which humanity is liable. It spoils thousands of boys and girls; no words can describe the ill health, the matrimonial infelicity, and general misery it engenders." (See Dr. Parker's New Marrage Guide, page 10. See also the science of a New Life, by Dr. Cowan M.D., page 355.)

পড়ে। এই কালবর্ণ দাগ শরীরের অবসন্নতা ও যক্ষ্মারোগের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। মুখমণ্ডল বিবর্ণ, ছোট ও কদাকার হইয়া পড়ে। পৃষ্ঠদেশে বেদনা, পদদ্বয়ে দুর্ব্বলতা অনুভব করে এবং শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। সমস্ত শরীরের এবং হাত পার ধমনী স্ফীত, স্বভাব উগ্র, হৃৎকম্প, মাথায় দপ দপে শব্দ, মুখে ব্রণ প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। বয়স্থ বালকগণের মূর্চ্ছা এবং সর্ব্বদা হাত পা ঘর্ম্মাক্ত থাকে।" (19)

আত্মবিকৃতির উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে উক্ত ডাক্তার মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এদেশের প্রত্যেক জনক জননী, শিক্ষক অভিভাবকগণের জ্ঞাত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"একজন বালক অন্য বালককে এই কদভ্যাস শিক্ষা দেয়,

(19) Signs of self-abuse—"One sign in a boy is a change in his disposition and character, if a boy who has been very obedient very cheerful, full of energy, and good tempered, suddenly changes to be fretful irritable, stupid, and disobidient, * * generally there are back circles round the eyes—symptoms exhaustion, suffering from consumption --face looks small, pale, and haggard. Pains in the back, weakness in the legs, and headaches may be looked upon as indications of self-abuse; great-fulness in the veins of the body, hands, nnd feet; also irritability of temper, palpitation of the heart, beating in the head, pimples on the face. In older boys epileptic fits, coldness and moisture of the hands &c, &c." (See Ditto, p. 19 to 30.)

স্কুলের একটী বালক এ কদভ্যাসে রত হইলে সে সমস্ত স্কুলের ছাত্রগণকে নষ্ট করিতে পারে। ইহা অত্যন্ত ভয়াবহ যে, আমাদের বর্ত্তমান যুবকযুবতীগণ প্রায় সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে এই কদভ্যাসে রত আছে এবং অধিকাংশ স্থলেই এই পাপের প্রাখর্য্য দৃষ্ট হয়।" (20) "এ ভিন্ন, কোন কোন স্কুলে অস্বাভাবিক অভিগমনও বাহুল্যরূপে দেখা যায়।" (21)

পিতা মাতা যৌবন সময়ে বা বাল্যকালে যদি এক সময়ের জন্যও এই মহাপাপে লিপ্ত হয়, তবে তাহাদের সন্তানগণ বাল্য বা যৌবন কালে এই মহাপাপে নিশ্চয় লিপ্ত হইবে। (22) হে হিন্দু জনক-জননীগণ! আপনারা একবার আলস্য ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া মোহানিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করুন। আর সময় নাই, উচ্চধ্বনিতে

---

(20) "One boy teaching another, and if even one boy in school, is corrupted by this vice, he may contaminate all the rest. It is alarming to think that most of the boys attending our public schools are more or less familiar with this degrading practice." (See Ditto)

"In schools and out of schools—females as well as male—married as well as single—are to be found those bearing the imprint of the great wrong done their souls by this low debasing, unmanly, cowardly practice of self-abuse." (See the Science of a New Life, by Dr. Cowan M. D., p, 353.)

(21) In many case, a hot bed of vice, and in some school sexual perversion had prevailed universally." (See Dr. Parker New marriage guide, p. p. 19 to 30)

(22) "A father, having been at any time of his life

বালকবালিকাদিগকে অনৈসর্গিক উপায়ে শুক্রক্ষয় হইতে সাবধান করুন, রক্ষা করুন! এই ভাবে আর কিছুদিন অতিবাহিত হইলে হিন্দু সন্তানেরা একেবারে অসার ও অপদার্থ হইয়া পড়িবে। যদি অবৈধ ইন্দ্রির সেবন বা শুক্রক্ষয় জন্য বল গেল, বুদ্ধি গেল, স্বাস্থ্য গেল, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি হ্রাস পাইল, তাহা হইলে কেবল পুস্তকগত বিদ্যায় আমাদের কি উপকার সাধিত হইবে? এখনও সময় আছে—এখনও সাবধান হউন—অগ্রসর হউন্—বালকবালিকাদিগকে রক্ষা করুন! হিন্দু ডুবিল!

২। কুলটা সংসর্গ ও উপদংশ পীড়া।

বর্ত্তমান সময়ে বড় বড় সহর বন্দরে কুলটাগণের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন—'কলিকাতা সহরে বেশ্যার সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, কলিকাতা পেরিস্‌কেও অতিক্রম করিতে চলিল! পূণ্যভূমি, সতী সাধ্বীর দেশে রমণীগণের এইরূপ শোচনীয় অধঃপতন অতীব দুঃখের, লজ্জার ও ঘৃণার বিষয় সন্দেহ নাই।'

বর্ত্তমান সময়ে এদেশের অধিকাংশ অশিক্ষিত ও ধনবান যুবক

---

masturbater, and leading other than a perfectly chaste and continent life during the child's growth in the mother's womb, will, as surely as night succeeds day, have a child that will like-wise masturbate." (See the Science of a New Life by Dr. Cowan, M. D. p 357).

এবং প্রৌঢ় ব্যক্তিগণ (বিশেষতঃ যাহারা সহরে বাস করে) কুলটা সংসর্গ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে স্কুল কলেজের ছাত্র ও ও শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে এই ভীষণ মহাপাপ ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। ফলতঃ কুলটা সংসর্গের ফলে এ দেশের যুবকগণের শুক্র অপরিমিত ক্ষয়িত ও দূষিত হইয়া পড়িতেছে এবং তাহারা নানা জঘন্য ও উৎকট পীড়া (উপদংশ প্রভৃতি) দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। বলা বাহুল্য উক্ত চরিত্রহীন ও কুৎসিত রোগগ্রস্ত যুবকগণের এ সকল অতীব ভীষণ ও জঘন্য পীড়া (উপদংশ) দ্বারা ক্রমে ক্রমে আমাদের কুল-লক্ষ্মী-গণও আক্রান্তা হইতেছেন। এই উপদংশ পীড়ার ভীষণ আক্রমণে আজ দেশের অগণিত জননী ও শিশুগণ গুরুতর স্বাস্থ্য-হীন ও নানা উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে শিশুদের এই ভীষণ অকাল মৃত্যুর সর্ব্বপ্রধান কারণ—"উপদংশ পীড়া"। উপদংশ পীড়ার ন্যায় অতি ভীষণ পীড়া জগতে আর নাই। এই পীড়া সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত বংশধরগণকে আক্রমণ করে এবং ত্বক, মাংসপেশী, অস্থি, মজ্জা, মেদ, শুক্র, ডিম্ব ইত্যাদি সমস্তই আক্রান্ত করিয়া সমূলে ধ্বংশ করিয়া থাকে।

এই উপদংশ পীড়াকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে "ফিরঙ্গ পীড়া" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পর্ত্তুগীজেরা সর্ব্বপ্রথমে এ দেশে এই পীড়া আনিয়াছিল। ফলতঃ এই ভীষণ পীড়ার আমাদের জাতির যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব।

(২) সহবাসে অনিয়ম। (৩) সুসন্তান উৎপাদন-সম্বন্ধে পিতামাতার অনভিজ্ঞতা।

যদি কেহ বংশধরগণকে যথার্থ সুখী, দীর্ঘজীবী, নীরোগ, বুদ্ধিমান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ দেখিতে চান, তবে সুফলাকাঙ্ক্ষী কৃষকের ন্যায় তাঁহাকে পবিত্র মনে পবিত্রভাবে যথাকালে বীজ বপন করিতে হইবে। পুত্রকে পবিত্র ও উন্নত দেখিতে ইচ্ছা করিলে, সর্ব্বাগ্রে আপনাকে উন্নত করুন, পশ্চাৎ পুত্র উৎপাদন করিবেন। আর্য্য মহর্ষিদের একমাত্র উপদেশ এই—শাস্ত্রের বিধান এই—অগ্রে ব্রহ্মচারি-ভাবে অবস্থান কর, পরে সন্তান উৎপাদন করিও। বিদ্যা, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি দ্বারা রেতঃসংযম করিয়া, প্রথমে আপনাকে মনুষ্যত্বের উপযুক্ত করিতে হইবে; পরে অপরের মনুষ্যত্ব সম্পাদন করিবে। রেতঃসংযম ব্রহ্মচারি-ব্রতের একটি প্রধান অঙ্গ। আর্য্যগণ এই রেতো-রক্ষাকে জীবনের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে পুনরায় সেই আর্য্যদিগের অনুসৃত পন্থা অবলম্বন ব্যতিরেকে আমাদের জাতীয় উন্নতির আর কোন উপায় নাই।

চরকসংহিতায় মহর্ষি অগ্নিবেশ ভগবান্ আত্রেয়ের সমীপে বিকৃত সন্তান উৎপত্তির কারণগুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ঃ—

"কস্মাৎ প্রজাং স্ত্রী বিকৃতাং প্রসূতে—।"

হে ভগবন্! কি জন্য কোন কোন স্ত্রী হীনাঙ্গ বিকলাঙ্গ ও অধিকাঙ্গ সন্তান প্রসব করে? ভগবান্ আত্রেয় এ সম্বন্ধে অনেক

তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে জীবের অদৃষ্ট-দোষ, পিতা মাতার বীজ-দোষ, কাল-দোষ, সহবাসে অনিয়ম, গর্ভাবস্থায় মাতার আহারের অনিয়ম, মাতার বিকৃত বা পরপুরুষ দর্শন, গর্ভিণীর অনিয়ম ও সূতিকা-গৃহ ইত্যাদি নানা কারণেই সন্তান বিকৃত ও বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে এবং অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।

এ সম্বন্ধে আমেরিকার বিখ্যাতনামা ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ এম্ ডি মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—“এ জগতের প্রত্যেক লোকেই সুসন্তান লাভের ইচ্ছা করেন। কিন্তু কেবল ইচ্ছা করিলেই সুসন্তান জন্ম গ্রহণ করে না। যাহাতে সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সুস্থ, সুন্দর এবং কোন না কোন বিষয়ে প্রতিভাশালী সুসন্তান জন্মে, এজন্য প্রত্যেক পিতামাতারই প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও প্রাণপণে যত্ন এবং চেষ্টা করা উচিত। এ জগতে প্রতিভাশালী লোকের সংখ্যা এত অল্প কেন? এ জগতে কেনই বা সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোক কৃতিত্ব লাভ করে? এই সংসারে কেনই বা এত পাপ তাপ দুঃখ ও অকালমৃত্যু দেখা যায় এবং কেনই বা প্রকৃত সুখী ও কৃতী লোকের সংখ্যা এত অল্প? এ জগতে পুণ্যবান্ অপেক্ষা পাপীর সংখ্যা এত বেশী কেন? এই প্রশ্নগুলি অতীব গুরুতর; কিন্তু ইহার মীমাংসা অতি সহজ। (1) ফলতঃ যে পর্য্যন্ত পিতামাতা

---

(1) “To have children is a thing to be greatly desired; but to have children of well-balanced organizations, healthy, beautiful, and possessing the quality of genius in some one or other direction, is a thing every parent should long, strive and work for.”

সহবাস ইত্যাদি সম্বন্ধে সুনিয়মগুলি বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রতিপালন না করিবেন, সে পর্য্যন্ত মানব-সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। ধর্ম্ম ও ন্যায়ের রাজত্ব কখনও আসিবে না।" (2)

গর্ভাধান সম্বন্ধে চরক-সংহিতায় মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন ঃ—

"যে পুরুষের শুক্র এবং যে স্ত্রীর শোণিত (ডিম্ব), ও গর্ভাশয় কোন প্রকার দোষে দূষিত নহে, উৎকৃষ্ট সন্তান লাভ করিতে হইলে, তাহাদের যে সমুদয় কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য, সংপ্রতি সেই সকল কর্ম্মের বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিব।"

"ততঃ পুষ্পাৎ প্রভৃতি ত্রিরাত্রমাসীত—"।

অর্থাৎ অনন্তর স্ত্রী ঋতুর প্রথম দিবস হইতে তিন রাত্রি পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারিণী (পতির সহবাস-রহিত) হইয়া বাহু-উপাধানে ভূমিতে

"Why is it that there is so much of the plain and mediocre of mankind in the world? Why is it that, where there is one success in life's endeavors, there are thousands of failures? Why is it that there is so much sin, misery, suffering and premature death, and so little, so very little of genuine success and happiness? Why is there so much of the wrong in life, and so little of the right? These are important questions, and yet easy of solution."

(2) "The reformation of the world can never be accomplished,—the millenium of purity, chastity and intense happiness can never reach this earth, except through cheerful obedience to pre-natal laws."

(See The Science of a New life.
by Dr. J, Cowan, M, D, p. 136.)

শয়ন ও ধাতব পাত্র ভিন্ন অন্য পাত্রে ভোজন করিবে। ঐ কালের মধ্যে গাত্রমার্জ্জনাদি শরীরের কোন প্রকার শুদ্ধাচারের কর্ম্ম করিবে না।

এ সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত প্লিনি মহোদয় লিখিয়াছেন:— "ঋতুমতী নারী অতিশয় অপবিত্রা। সে যে স্থানে বাস করে, তথাকার উদ্ভিদে বিশেষ-প্রকার পীড়া জন্মে, মদ্য অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। ঋতুমতী নারী বীজ ছুঁইলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়, বৃক্ষাদি ছুঁইলে সেই বৃক্ষ মরিয়া যায়, যে বৃক্ষের তলে বসে, সে বৃক্ষের ফল পড়িয়া যায়।" (3)

হিন্দু মহিলারা সেই অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উক্ত সমস্ত নিয়মগুলি সযত্নে পালন করিয়া আসিতেছেন। ফলতঃ হিন্দুর শাস্ত্রসম্মত রীতিনীতিগুলি অতি উচ্চ বিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম ও সুনীতি সম্মত। বিখ্যাতনামা ডাক্তার চন্দ্র মহোদয়ও বলিয়াছেন, "ঋতুমতী রমণী যে ভূমি স্পর্শ করেন না, সূর্য্য দর্শন করেন না ও নানাবিধ সুনিয়ম পালন করেন, এগুলি উচ্চ বিজ্ঞান-সম্মত।" (4)

(3) "Pliny (Natural History, Book vii. C. 13) tells us that on the approach of a woman in this state (the menstrual), meat will become sour, seeds which are touched by her become sterile, grafts wither away, garden-plants are withered up, and the fruit will fall from the tree beneath which she sits," &c.

(4) "Two precation of isolation are, (1) the girl may not touch the ground (2) she may not see the Sun.

"This precation of isolation is for her safety as well as for

আর্য্য ঋষিরা সকলেই ঋতুর সময় (তিন দিন) পতি সহবাস করিতে বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও ঋষিদের অনুকূলেই অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। (5)

ভগবান মনু লিখিয়াছেন—

"ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্দ্ধমহোভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ॥" ৩।৪৬

the safety of others. This practice is rigidly carried out by the Hindus."

"Every girl during the first year, at least of her menstrual life, and every woman, during her mense, to enjoy rest both physical and mental."

"The custom of the Hindus is highly Scientific."

(See Law's of Sexual Philosophy by Dr.
J. L. Chundra L. M. S., PP. 9—23)

(5) "Nature has posted the red flag, a dangerous signal not to gratify sexual intercourse during menstruation." (See Ditto, P. 30)

Dr. Chundra says—"Coitus during menstruation is injurious to health." (See Ditto P. 30)

Diday of Lyons found that chronic urethorrhoea is a result intercourse during menstruation. Reason and experience both show that sexual relations set the menstrual period are very dangerous for both man and woman."

(See Ditto P. 31)

"Coitus during menstruation engender monsters." (Trs. Edinburgh obstet Soc. Vol. XXI, P. 324)

অর্থাৎ নিন্দিত প্রথম চারি অহোরাত্র লইয়া নারী জাতির ঋতুকাল (গর্ভাধানের সময়) ষোড়শ অহোরাত্র অবগত হইবে।

"তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তাঃ প্রশস্তা দশ রাত্রয়ঃ॥" ৩।৪৭

অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি, এই ছয় রাত্রি সহবাস নিষিদ্ধ, অবশিষ্ট দশ রাত্রি নারী-গমনে প্রশস্ত।

"নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥" ৩।৫০.

অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বোক্ত নিন্দিত ছয় রাত্রি ও অনিন্দিত দশ রাত্রির মধ্যে যে কোন অষ্ট রাত্রি, এই চতুর্দ্দশ রাত্রিতে স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পর্ব্ববর্জ্জিত দুই রাত্রি স্ত্রীগমন করেন, তিনি যে কোন আশ্রমবাসী হউন না কেন, ব্রহ্মচারীই থাকেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের কোন প্রকার হানি হয় না।" (6)

চরক-সংহিতায় মহর্ষি আত্রেয় লিখিয়াছেন ঃ—

"স্নানাৎ প্রভৃতি যুগ্মেষহঃসু সংবসেতাং পুত্রকামৌ—।"

অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন ইচ্ছা করিলে, ঋতুস্নানের পর হইতে যুগ্ম দিবসে (ঋতুকালের ষোল রাত্রির—৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম, ১২শ রাত্রিতে) এবং কন্যা উৎপাদনের ইচ্ছা থাকিলে, অযুগ্ম দিবসে

(6) Sir Lander Brunton Considers "once a fort-night.' Dr. Trall Says—"once a fort-night."

৫ম, ৭ম, ৯ম রাত্রিতে) সহবাস করিবে। এ বিষয়ে আর্য্য মহর্ষিদের সকলেরই এক মত।

এতদ্ভিন্ন সুশ্রুতসংহিতায় লিখিত আছে যে, "ঋতুকালের চতুর্থ দিবস হইতে তাহার পরবর্ত্তী দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর যত পরে গর্ভ হইবে, ততই সন্তান সৌভাগ্যশালী ও বলশালী হইয়া থাকে। ঋতুকালের ত্রয়োদশ দিবসের পরে স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে না।"

সহবাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম গুলি যত্নের সহিত পালন করিবে।

"ন চ ন্যুব্জাং"—(চরক সংহিতা)

অর্থাৎ স্ত্রী যদি ন্যুব্জভাবে (উপুড় হইয়া) থাকে অথবা পার্শ্বগত (কাৎ হইয়া) থাকে, তবে ঐ অবস্থায় বীজ গ্রহণ করিবে না। স্ত্রী উত্তান ভাবে (চিৎ হইয়া) বীজ গ্রহণ করিবে। (7)

"তত্রাত্যশিতা ক্ষুধিতা পিপাসিতা ভীতা—।" (ঐ)

অর্থাৎ স্ত্রী অত্যন্ত ভোজন করিলে, ক্ষুধাতুরা হইলে, বা পিপাসাতুরা হইলে, বা ভীতা অথবা চঞ্চলচিত্তা বা শোকার্ত্তা বা ক্রুদ্ধা বা অন্য কোন পুরুষকে ইচ্ছা করিলে, অথবা অত্যন্ত কামাতুরা হইলে, গর্ভ ধারণ করে না, যদিও গর্ভ ধারণ করে, তাহা হইলে বিকৃত সন্তান প্রসব করে।

---

(7) "If an unsuitable posture be assumed during intercourse the woman may remain sterile."

(See Laws of sexual Philosophy P. 72)

"অতিবালামতিবৃদ্ধাং—।" (ঐ)

অর্থাৎ অত্যন্ত বালিকা, অতিশয় বৃদ্ধা, চিররোগিণী বা অন্য কোন রোগগ্রস্তা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে না। (৪)

আর্য্যঋষিরা সকলেই বলিয়াছেন যে, "গুরু আহারের পরে, অত্যধিক পরিশ্রমের পরে, দিবাভাগে, প্রাতঃকালে, ঋতুর (তিন দিন) সময় ও গর্ভাবস্থার (শেষভাগে) কখনও সহবাস করিবে না। (৭)

(8) Dr. Trall says :—"The stomach should not be loaded, the liver should not be obstructed, the lungs should not be congested, and the brain should not be oppressed. In short, there should "be the normal play of all the functions."

Dr. J. A. Balfour says :—

"How could progeny begotten when parents are weak, exhausted, or sickly, be as vigorous as created when they overflow with life, health, and power ?"

"Fathers and mothers should be careful what children they bring into the world. Fathers should eradicate all their vices and subdue their passions. They should bring into prominence all the excellencies and virtue they possess, so that the constant practice of these may have a favourable impression on the offspring."

(9) Venus' Hygienic Laws.

"The most favourable moment for coition is sometimes after a meal and before sleeping. This moment is very favourable also because the woman retains the semen while she sleeps."

ভাবপ্রকাশ বলিয়াছেন :—

"আধিক্যে রেতসঃ পুত্রঃ কন্যা স্যাদার্ত্তবেহধিকে—,"

শুক্রের আধিক্যে পুত্র ও আর্ত্তবের আধিক্যে কন্যা জন্মে।

মহর্ষি সুশ্রুতও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন :—

"যুগ্মেষু তু পুমান্ প্রোক্তো দিবসেম্বহন্যথা হরণ—"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "যুগ্ম দিবসে স্ত্রীলোকদের আর্ত্তবের অল্পতা জন্মে, সুতরাং ঐ দিবসে সংসর্গ করিলে পুরুষের বীর্য্যাধিক্য বশতঃ পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, আর অযুগ্ম দিবসে পুরুষের বীর্য্যের অল্পতা থাকে; সুতরাং ঐ দিন সহবাস করিলে কন্যা জন্মিয়া থাকে।" এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

ভগবান আত্রেয় চরকসংহিতায় বলিয়াছেন :—

"সা চেদেবমাশাসীত বৃহন্তমবদাতং—।"

এই সকল শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, স্ত্রী যদি মহাকায়,

(9) 1. "Avoid Sexua intercourse immediately after heavy meal.

2. Avoid it just after quick walk or some violent exercise.
3. Avoid it in the morning before getting up.
4. Avoid it equally during day.
5. Avoid during menstrual period.
6. Avoid during late pregnancy."

গৌরবর্ণ, পরাক্রান্ত, তেজস্বী ও ধার্ম্মিক পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ঋতু স্নানের পর হইতে সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ও পবিত্র ঘৃত, দুগ্ধ, যব, দধি ইত্যাদি ভোজন করিবে। ঐ স্ত্রী সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট ও পবিত্র গৃহে বাস ও শুভ্র বসন ও বেশ করিবেন। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বস্তু ভোজন ও তেজস্বী বৃষ, সুলক্ষণ-যুক্তা নরনারী দর্শন করিবেন। ঐ রমণী সর্ব্বদা ধর্ম্ম চিন্তা ও ভগবানের সমীপে কাতর প্রাণে পুত্র চিন্তা করিবেন। পুরুষও ঐ সকল নিয়ম পালন করিবেন। এই রূপে সপ্তাহ কাল অতীত হইলে, অষ্টম রাত্রিতে স্ত্রী পুরুষ অতি পবিত্র মনে গর্ভাধান করিবেন। ঋষিরা ঐ সময় স্ত্রী পুরুষকে সর্ব্বদা ধর্ম্ম চিন্তা এবং ভগবানের আরাধনা ও পবিত্র খাদ্যাদি আহার করিতে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়াছেন।"

উপরিউক্ত আর্য্য ঋষিদের ব্যবস্থাগুলির মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় দেখিতে পাইতেছি, যথা :—

১। পিতামাতা বিশেষতঃ মাতা ঐকান্তিক মনে একাগ্রতার সহিত পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে ভগবানের সমীপে কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিলে পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনাই অধিক। (10)

২। ঋতুর শেষভাগে অর্থাৎ ৯ হইতে ১২ দিনের মধ্যে

---

(10) Dr. Schenck says :—

"The strong and persistant exercise of will power is supposed to largely determine the result."

গর্ভাধান হইলে পুত্র ও প্রথম ভাগে (২ হইতে ৬ দিনের মধ্যে) গর্ভাধান হইলে কন্যা জন্মে। (11)

৩। রাত্রি কালেই গর্ভাধানের উপযুক্ত সময়। (12)

৪। পিতামাতার বয়সের তারতম্য অনুসারে পুত্র ও কন্যার সংখ্যা অল্পাধিক হইয়া থাকে। "বিবাহ" গ্রন্থ দেখুন।

৫। সুপুত্র লাভ করিতে হইলে আহার বিহার ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ সুনিয়ম পালন করা আবশ্যক।

৬। গর্ভিণী প্রিয় বস্তু আহার ও সুন্দর জীব জন্তু দর্শন করিবেন।

"সর্ব্বেবশেষ্যকরাণি——।"

চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ ও সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রে আর্য্যঋষিরা এই একটি মাত্র তত্ত্ব উল্লেখ করিয়াছেন যে,

(11) "Conception in the first half of the time between menstrual periods produces female offspring and male in the latter viz, whenever intercourse has taken place in from 2 to 6 days after the cessation of the menses, girls have been produced; and whenever inter course has taken place in from 9 to 12 days after the cessation of the menses, boys have been produced. (Cook's hypothesis).

(12) "Intercourse should take place not by day consequent on the brutal prompting of vision, but by night only, beneath the protecting veil of darkness. A night's rest moreover will serve to restore the exhausted nerves and to replace the expended secretions."

(See Laws of Sexual Philosophy, P. 116.)

"পিতা মাতা বিশেষতঃ মাতার প্রবল ইচ্ছা এবং নিয়ম নিষ্ঠার উপরে সন্তানের ভাল মন্দ সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। পিতা মাতা ইচ্ছা করিলে সন্তানকে দেবতা বা দেবী অথবা নরকের কীট করিতে পারেন।"

বিখ্যাতনামা ডাক্তার কাউয়েন্ মহোদয় এসম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ—

"মাতা গর্ভের এই নয় মাস কাল নানাবিধ সুনিয়ম প্রতিপালন করিয়া, তাঁহার গর্ভস্থ শিশুকে যেরূপ সর্ব্ববিষয়ে উন্নত করিতে পারেন, এ জগতের সমস্ত বিদ্যালয় সমূহের সমস্ত সুনিয়মগুলি সারা জীবন ব্যাপিয়া শিক্ষা দিলেও, শিশুকে তদ্রূপ উন্নত করিতে পারে না। কুম্ভকার যেমন কর্দ্দম দ্বারা ইচ্ছামত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে, মাতাও সেইরূপ সন্তানকে (গর্ভাধানের সময়, গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানের সময়) ইচ্ছামত গঠিত ও চরিত্রবান্ করিতে পারেন।" (13)

(13) "All the educational institution in the world—all the benevolent, industrial and reform societies—all the temperance societies and all the divines in the world, combined and working harmoniously together, cannot do as much in a life time of effort, in the elevation of mankind, as can a mother in nine months of pre-natal effort." (See The Science of A New Life. By John Cowan, M. D., P. 137.)

"That in its plastic state, during ante-natal life, like clay in the hands of the potter, it can be moulded into absolutely any form of body and soul the parents may knowingly desire."

(See Ditto p. 139.)

"বিবৃতশায়িনী——।"

"গর্ভিণী হস্ত, পদ এবং অন্যান্য অঙ্গ বিস্তার করিয়া শয়ন করিলে ও রাত্রিতে ভ্রমণ করিলে, উন্মত্ত সন্তান প্রসব করে। যে গর্ভবতী রমণী বাক্যের দ্বারা, শরীর দ্বারা কলহ করে, যে গর্ভবতী রমণী সর্ব্বদা পুরুষ সংসর্গ করে, তাহার কাণা, খোঁড়া, বিকলাঙ্গ, নির্লজ্জ অথবা স্ত্রৈণ সন্তান হয়। যে গর্ভবতী রমণী শোকাকুলা, ঈর্ষাপরতন্ত্রা ও পরদ্রব্যের অভিলাষিণী, পরের পীড়া-দায়িনী, চৌর্য্যশীলা, ক্রোধশীলা, নিদ্রাপরতন্ত্রা, মিথ্যাবাদিনী, মদ্যপানাসক্তা, তাহার বিকৃত এবং নানা দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত, ঈর্ষাপরায়ণ ও মিথ্যাবাদী সন্তান জন্মে।"

এ সম্বন্ধে ডাক্তার কাউয়েন্ মহাশয় বলেন :—"স্বামী স্ত্রী সামান্য সামান্য কারণেও কলহ করিবে না। কারণ, তাহাদের এই কলহের ফলে সন্তানও বিকৃত হয়। একটি স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় তাহার পতির সহিত কিছুকাল কথা বলে নাই। তাহাদের সন্তানটি বড় হইলে, যখন সে পিতার ক্রোড়ে যাইত, তখন নীরবে বসিয়া থাকিত।" (14)

---

(14) "Let them—the husband and wife—during this period of gestative influence, disagree as much as possible—fall out and quarrel about the most trifling subjects, and the results will be, in a measure, as was the case with a boy in Vermont, whose parents previous to his birth had a difficulty, resulting in the mother for a time refusing to speak to her husband. After a while the child was born, and in due

"পিতামাতা মিথ্যা কথা বলিলে, কি মিথ্যা কার্য্য করিলে, সন্তানও মিথ্যাবাদী হইবে। পিতামাতার দোষ গুণ সন্তানে বর্ত্তে। একটি বালক মিথ্যা কথা বলার অপরাধে শাস্তি পাইলে, সে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"বাবা, আপনি কি ছোটকালে মিথ্যা কথা বলিতেন ?" পিতা লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলে, পুত্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল। তখন পিতা বলিলেন,—"না।" পুত্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি মা ছোটকালে মিথ্যা কথা বলিতেন ?" পিতা উত্তর করিলেন,—"আমি জানি না, তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর।" তখন পুত্র বলিল,—"আপনারা উভয়ের মধ্যে কেহ নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিতেন, নতুবা আমি মিথ্যা কথা বলি কেন ?" (15)

"তত ঋত্বিক্ প্রাগুত্তরস্যাং——।"

এই সমস্ত শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য এই যে,—"গর্ভাধানের সময়

season began to talk, but when sitting on his father's knee was invariably silent." (See Ditto, p, 206.)

(15) "Pa, did you tell lies when you were little ?" The father, perhaps conscience-smitten, evaded an answer ; but the child, persisting, again asked :

"Did you tell lies when you were little ?"

'No', said the father, 'but why do you ask ?'

'Did ma tell lies when she was little ?' he then asked.

'I don't know, my son ; you must ask her.'

'Well,' retorted the boy, 'one of you must have told lies, or you would not have a boy who would." (See Ditto p. 207)

ও পূর্ব্বে, মাতাপিতা নানাবিধ হোম, যজ্ঞ, মন্ত্র উচ্চারণ অর্থাৎ ভগবানের আরাধনা ও চিন্তা করিবেন। সর্ব্বদা পবিত্র ভাবে থাকিবেন ও কায়মনোবাক্যে ধর্ম্ম জীবনে উন্নত হইতে যত্ন করিবেন।"

আর্য্য মহর্ষিরা সকলেই একবাক্যে স্ত্রী-পুরুষের গর্ভাধানের সময়, গর্ভাবস্থায়, সন্তানকে স্তন্যদানের সময় এবং জীবনের সর্ব্ববিধ অবস্থায় ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মজীবনে উন্নতি লাভ করিতে আদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাই হিন্দু এখনও জীবনের প্রত্যেক কার্য্যেই—আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে—এমন কি, পত্র লিখিবার সময়, হাঁচিটি পড়িবার সময় পর্য্যন্ত—ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া থাকেন।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ মহোদয়ও আর্য্য মহর্ষিদের প্রত্যেকটি কথারই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"প্রত্যেক পিতামাতারই নৈতিক উন্নতি সাধন করা উচিত। ভাবী সন্তানের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে প্রতিভা বিস্তারের বাসনা থাকিলে, পিতামাতা, তাহাদের ধর্ম্ম-জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিবেন। পিতামাতা প্রত্যেক দিনের চিন্তায়, কথায় ও কার্য্যে, ধর্ম্মের সহিত যোগ রাখিয়া জীবন যাপন করিবেন। তাঁহারা জ্ঞাতসারে কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিবেন না। কোন প্রকার ধর্ম্মের ভাণ করিবেন না। মনুষ্যজীবন যে আনন্দ ও সুখময়, ইহাই সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। জীবনের পবিত্রতার দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন

এবং নিঃস্বার্থ ভাবে পরের উপকার করিবেন ও ধর্ম্মে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখিবেন। পিতামাতা একান্ত যত্নসহকারে এই সমস্ত সদ্গুণ লাভ করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা করিলে, ভাবী সন্তানের আত্মাতেও ঐ সকল সদ্গুণ অলক্ষিত ভাবে সঞ্চারিত হইবে। (16)

"সৌম্যাভিশৈচনাং——।"

অর্থাৎ ঐ স্ত্রীর (গর্ভসঞ্চারের সময়, গর্ভাবস্থায় ও সন্তান-পালনের সময়) মনের অনুকূল সান্ত্বনা-বচনের দ্বারা মনের সন্তোষ জন্মাইবে। আর যে সমুদায় পুরুষ ও স্ত্রীর নম্র ও সুন্দর প্রকৃতি, মধুর বচন, সুন্দর উপচার, সাধু চেষ্টা, তাঁহাদিগকে এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিজনক পদার্থ দর্শন করাইবে। অপর,

(16) "When the parents have chosen the line of life for the unborn, in which they desire in full measure the quality of genius to be transmitted, they should exercise assiduously the religions of their natures * * It is required that the parents live, in every day thought, word and action, a religious life. True religion implies that the parents daily and hourly should aspire after goodness, virtue and purity; that they knowingly do no wrong; that they look only on the bright side of life; that they have ever present sympathy for the suffering, the wronged and oppressed, and do good without the hope of reward; that they possess faith, are spiritual-minded, and have a reverence for religion and things sacred. These attributes the parents should endeavor to cherish and intensify, and so incorporate them with the soul of the unborn." (See Ditto, p. 159.)

সহচরীরা স্ত্রীকে প্রিয় হিতকর বস্তু দ্বারা সেবা ও মনের আনন্দজনক গীতবাদ্য দ্বারা সর্ব্বদা সেবা করিবে।

"তথা সায়মবদাতশরণ——।"

"ঐ স্ত্রীকে সায়ংকালে পরিষ্কৃত গৃহে বাস, পরিষ্কৃত শয্যায় শয়ন, পরিষ্কৃত আসনে উপবেশন, পরিষ্কৃত পানীয় পান, পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কার পরিধান করাইয়া সুন্দর বেশবিন্যাস করাইবে।"

এ সম্বন্ধে ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ মহোদয় বলেন,—"যাঁহারা সুন্দর সন্তান আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা কোন রমণীয় চিত্র বা আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি সংগ্রহ করিবেন, অথবা স্বামী স্ত্রী উভয়ে কোন সুন্দর মানুষের প্রতিকৃতি সন্দর্শন করিবেন এবং দৃঢ়ভাবে তাহা নিজ অন্তরে অঙ্কিত করিয়া লইবেন। ঐরূপ ছবি অবিরত ধ্যান করিবেন এবং আন্তরিক আগ্রহের সহিত তদনুরূপ সন্তান লাভের জন্য ব্যাকুল হইবেন। তাহা হইলে, নিশ্চয়ই ভাবী সন্তানের শরীর সুন্দরভাবে সংগঠিত হইবে।" (17)

"গর্ভাবস্থায় (দশমাস কালের মধ্যে) একমাত্র জননীর প্রাণপণ

(17) "Let the parents get one picture—it may be an ideal face, or the face of a beautiful person—and let them get a picture of a perfect human form. Let them constantly admire them, and especially earnestly desire a child having a like resemblance, and they will without fail have embodied in their child's organization beauty of form and face." (See Ditto P. 160.)

যত্নের প্রভাবেই সন্তান প্রতিভান্বিত হইয়া উঠে। জননী তখন যে যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা করেন, সেই সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অত্যধিক শোণিত প্রবাহিত ও স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া উন্নত হয়; সুতরাং গর্ভস্থ সন্তানেরও সেই সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তদনুরূপ পুষ্টি লাভ করে এবং শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সুকোমল থাকায়, তাহাতে প্রকৃত প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হয়।" (১৪)

"রসবাহিনীভিং—— ।"

অর্থাৎ রসবাহিনী ধমনী দ্বারা মাতার ও গর্ভস্থ সন্তানের যোগ থাকে। মাতার রক্ত সন্তানের মধ্যে ধমনী (কর্ড্) দ্বারা প্রবাহিত হয়। এ জন্যই ভিষক্গণ গর্ভাবস্থায় প্রতিকূল আহার ও আচরণাদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন; কারণ, উহাতে গর্ভস্থ সন্তান বিকৃত হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ এম-ডি মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"গর্ভস্থ সন্তান ও মাতার মধ্যে একমাত্র শোণিত সঞ্চালন

---

(১৪) "In this ten months of determined effort lies concealed the influence that makes the child a genius. The active exercise of any organ or combination of organs, in the continued and persistent direction of any particular employment, causes a large flow of blood and increased nervous power in that organ, which is reflected directly to the self-same organs of the child in utero, which in their plastic state take on in size, quality and power, the elements which constitute genius." (See Ditto, P. 158.)

দ্বারাই সম্পর্ক রক্ষিত হয়। জননীর দেহের শোণিত জ্রূণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার পুষ্টিসাধন করে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উহার ভাবী জীবনের আচার, ব্যবহার ও চরিত্র সংগঠিত করিয়া থাকে।" (19)

"ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, গর্ভাবস্থায় জননীর সচ্চিন্তা ও সৎকার্য্যানুষ্ঠানের পরবর্ত্তী সর্ব্বপ্রধান অবশ্য কর্ত্তব্য—আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা। কারণ, ঐ সময় তিনি যে যে দ্রব্য আহার করিবেন, তাহা তাঁহার নিজ শরীরের শোণিতে পরিণত হইবে; এবং ঐ মাতৃশোণিতেই সন্তানের ভাবী জীবন ও চরিত্র গঠনের উপাদান নিহিত থাকে।" (২০)

"খাদ্যদ্রব্যের সারভাগ রক্তে পরিণত হইয়া মানব-দেহের পুষ্টিসাধন করে; এই সারভাগ রক্তে পরিণত হওয়ার সময়ে মানুষের

---

(19) "There being no nervous connection between the fœtus and mother, it is through the blood of the mother only that the body of the child is nourished, its character influenced, and its habits of life formed."

(20) "This being so, the first great requisite in the mother, during this gestative period of influence—next to right habits of thought and action—is a correct diet. Her food, during this period, makes not only her own blood, but also the blood of the child; and this blood, vitalized by her nervous system, imparts its vitality to the nervous and muscular system of the child, and in this way is the character of the new life influenced." (See Ditto P. 189)

দৈনিক চিন্তা ও কার্য্যকলাপ ইত্যাদি ঐ সারভাগের উপরে ক্রিয়া করে অর্থাৎ মানুষের চিন্তা ও কার্য্যকলাপের প্রকৃতি ঐ সারভাগে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং এই প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে রক্তকে অনুপ্রাণিত করে। এইরূপে স্নায়ুমণ্ডল, তৎপরে চরিত্র আমাদের চিন্তা ও কার্য্যকলাপের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে মানুষের চরিত্র ভাল কি মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, একটিমাত্র শোণিতকণাতেও মানবের চরিত্র ও ভাব পরিস্ফুট থাকে।" (২১)

"এইরূপ বিমর্ষ ও ক্রোধান্বিতা জননীর প্রতি শোণিতবিন্দুতে

---

(21) "That the food the mother daily uses goes to furnish the food of the infant, and that, in being converted into milk in the mammary glands, is influenced not only by the quality and quantity of the food eaten, but also by the mental state of the mother during and immediately preceding its secretion, and that this influence is carried in the milk directly to the child's organism, and affects in a smaller or greater measure the child's mental and physical character."

(See Ditto. P. 267.)

"A man or woman's daily thoughts and actions affect and impress the secretions of the nutritive system, and through this the blood; and in this way, through its reaction on the nervous system, the character of the man increases for better or worse, as may be. It might with truth be said, that a drop of blood represents in its elements the character of the individual who manufactured it." (See Ditto, P. 189.)

ঐ সমস্ত ভাব সঞ্চারিত হয়; এবং গর্ভস্থ সন্তান উক্ত শোণিতের প্রভাবে সংবর্দ্ধিত হওয়ায়, লোকে যে সমস্ত বৃত্তির অধিকারী হইতে বাঞ্ছা করে না, তৎসমস্ত বৃত্তি সহ শিশু জন্মগ্রহণ করে। (22) গর্ভাবস্থায় মাতার নিরামিষ শাক-সব্জী আহার করা অতিশয় প্রশস্ত।" (23)

"মদ্যনিত্যা পিপাসালুমনবস্থিতচিত্তং— ।"

"গর্ভিণী সর্ব্বদা মদ্যপান করিলে, পিপাসার্ত্ত ও অস্থির চিত্ত সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী গোধামাংস ও বরাহমাংস ভক্ষণ করিলে, মৎস্য ও মাংস প্রিয় হইলে, এবং গর্ভবতী রমণী সর্ব্বদা মধুর, অম্ল, লবণরস, ঝাল, তিক্তরস, কষায়রস দ্রব্য ভোজন করিলে, তাহার সন্তান বিকৃত ও নানা রোগগ্রস্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।"

---

(22) "The mother of a gloomy, morose, sullen or fretful disposition impresses these qualities on every globule of blood that comes through her system, and, as a necessity, on the rapid growing tissues of the child, which after its birth will have embodied in its organization all these undesirable qualities." (See Ditto, p. 189.)

(23) "Undeniably, the best food for mothers, during this period of pregnancy, is fruit and vegetables, in as nearly their natural condition as possible. When apples, grapes, peaches, plums, &c., are eaten, the skins of such fruit should invariably be eaten along with the substance. One great trouble with pregnant women is costiveness, and this can in a great measure be avoided by the adoption of this rule."

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ মহোদয় বলেন :—

"শিশুর পূর্ণ বিকাশের পক্ষে বিশুদ্ধ রক্ত অত্যাবশ্যক। মাতা চর্ব্বিযুক্ত মাংসাদি, গরম মসল্লা, চর্ব্বি, চা, কাফি, নানারূপ মাদক দ্রব্যাদি আহার করিলে, তাহার পবিত্র, সুন্দর প্রিয়দর্শন সন্তান লাভ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। মাতার মাংসাদি আহার করা সন্তানের পক্ষে কোন অবস্থাতেই মঙ্গলজনক নহে।" (24)

"সন্তানকে প্রকৃত প্রতিভাশালী করিতে হইলে, সন্তান উৎপাদনের ও স্তন্যদানের সময়েও মাতার বিশেষ সাবধান থাকা আবশ্যক।" (25)

"সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ৯।১০ মাস পর্য্যন্ত সন্তানের ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠনে মাতার প্রভাব অতীব গুরুতর।" (26)

---

(24) "Pure blood being a requirement in the right growth of the child, it is almost unnecessary to say that a clean, sweet, lovable baby cannot be grown by a mother who uses fat meats, pork, spices, grease, tea, coffee, beer, whisky, wine, &c.; and even lean, fresh or healthy beef or mutton, the least hurtful of flesh diets, are not fit to make babies of the right stamp." (See Ditto, p. 190.)

(25) "Genius, to be successfully transmitted to the child, must be conceived in the period of preparation, exercised in the period of gestation, and the exercise continued during the whole period of nursing." (See Ditto, p. 266)

(26) "The nine or twelve months of nursing will be the mother's last chance to directly perfect and establish the character of the child, and in no wise should it be slighted." (See Ditto, p. 269.)

(৪) হিন্দু জননীগণের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়।

হিন্দু জননীগণের স্বাস্থ্যহীনতা-বশতঃই হিন্দু শিশুগণের স্বাস্থ্যহানি ও অকাল-মৃত্যু ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত কারণে হিন্দু জননীগণের গুরুতর স্বাস্থ্য হানি ও অকাল মৃত্যু বৃদ্ধি পাইতেছে; যথা—

১। পাশ্চাত্য সভ্যতার ও বিলাসিতার অনুসরণ।

২। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও ভেজাল দ্রব্য আহার।

৩। সংযমের অভাব বা অমিতাচার।

৪। নাটক-নভেল পাঠ।

৫। শারীরিক পরিশ্রমের অভাব।

৬। পাশ্চাত্য স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালী।

৭। পাশ্চাত্য পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার।

৮। উপদংশ ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি পীড়া।

৯। বড় বড় সহরে বাস।

১০। রমণীগণের বিশেষ বিশেষ পীড়া।

১। পাশ্চাত্য সভ্যতার ও বিলাসিতার অনুসরণ।

প্রাচীনা হিন্দু মহিলারা বলিষ্ঠা, নীরোগী ও দীর্ঘ-জীবিনী ছিলেন। বিলাসিতা কাহাকে বলে, হিন্দু রমণীরা তাহা জানিতেন না। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু জননীরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিলাসিতা বা ফ্যাশনের অনুকরণ করিয়া দিন দিন স্বাস্থ্যহীন ও শ্রীহীন হইয়া

পড়িতেছেন। পাশ্চাত্য দেশের রমণীগণের এই বিলাসিতার বা ফ্যাস্‌নের ফলে তাঁহাদের কি শোচনীয় অধঃপতন হইতেছে, সে সম্বন্ধে সেই সকল দেশের মহাপ্রাজ্ঞ ও সমাজহিতৈষী মহাত্মগণ জ্বলন্ত ভাষায় কি বর্ণনা করিয়াছেন দেখুন ঃ—

আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার কাউয়েন্‌ এম-ডি মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

"আমেরিকার শতকরা ৯৯ জন রমণী নানা পীড়ায় বিশেষতঃ জরায়ু সম্বন্ধীয় নানা গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকেন।" (1)

বিখ্যাতনামা ডাক্তার চাভাসী মহোদয় বলিয়াছেন ঃ—

"ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বিলাতের শতকরা ১০ জন স্ত্রীলোক বন্ধ্যা—সন্তান হীন।" (২) প্রাচীনা হিন্দু মহিলারা বিলাসিতার ফলে বন্ধ্যা ছিলেন এমন একটি দৃষ্টান্তও আমরা অবগত নই। উক্ত ডাক্তার মহাশয় আরও লিখিয়াছেন ঃ—

"আলস্যই বহু পীড়ার কারণ। যে স্ত্রীলোক সর্ব্বদা আমোদ

---

(1) "Out of a hundred women, there may on examination be found one who has perfect normal play of all the functions of her body—the remaining ninety-nine being troubled with neuralgia or otherwise "dreadfully nervous" or have some one or other of the many "female complaints." (See The Science of a New Life, by Dr. Cowan, M. D, P. 306).

(2) "It is an astounding and lamentable fact that about one out of ten—that ten per cent of all the wives of England are barren—are childless!" (See Dr. Chavassi's Advice to a Wife, p. 3.)

প্রমোদে রত থাকেন, তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুস্থ ও সবল অনুভব করেন না।" (3)

"বর্ত্তমান সময়ে বিবাহিতা রমণীগণ (পাশ্চাত্য দেশের) অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও উত্তেজনা পূর্ণ জীবন যাপন করিয়া থাকেন।" (4) "আলস্য ও বিলাসিতা মৃদু বিষের কার্য্য করিয়া থাকে। আর্শেনিক প্রভৃতি বিষাক্ত ঔষধ যেমন ধীরে ধীরে শরীর ধংস করে, বিলাসিতাও সেইরূপ ধীরে ধীরে শরীর একবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলে।" (5)

"বর্ত্তমান বিকৃত সভ্যতা স্বাস্থ্যরক্ষা ও পারিবারিক শান্তির সম্পূর্ণ অনুপযোগী। (6)

"বর্ত্তমান যুগটা বিলাসিতার যুগ। প্রত্যেক বিষয়েই কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতা দৃষ্ট হয়। ইহার ফলে নানা পীড়া ও স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে এবং রমণীরা বন্ধ্যা হয়।" (7)

(3) "Idleness is the mother of many diseases ; * * * a lady, surrounded with every luxury and every comfort, drags out a miserable existence ; she can not say that she ever, even for a single day, really feels well and strong." (See Ditto, P. 6.)

(4) "The fact is, a wife now-a-days is too artificial ; she lives on excitement." (See Ditto, 8.)

(5) "Indolence and luxury are slow poisons, they destroy by degrees." (See Ditto P 59).

(6) "The hurly-burly of a fashionable life is very antagonistic, then, to health and to all home comforts."

(See Ditto P, 66,)

(7) "Unfortunately this is an age of luxury. Everything is

উক্ত ডাক্তার চাভাসী মহোদয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন ঃ—

"অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের (পাশ্চাত্য দেশের) বালিকারা প্রকৃত শিক্ষা মাত্রই প্রাপ্ত হয় না। উপযুক্ত মাতা হওয়ার জন্য কোন শিক্ষাই পাশ্চাত্য রমণীরা লাভ করে না। গৃহকর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে যে জ্ঞানের, যে শিক্ষার একান্ত আবশ্যক, তাহাতে পাশ্চাত্য রমণীরা গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় অজ্ঞান ও অশিক্ষিতা থাকে। তাহারা এবং তাহাদের হতভাগ্য পতি ও সন্তানেরা এক সময়ে এই অজ্ঞানতার বিষময় ফল ভোগ করিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ফলতঃ, বর্ত্তমান সময়ে এদেশের (পাশ্চাত্য দেশের) বালিকাদিগের শিক্ষা-প্রণালী অতীব দূষণীয় ও ঘৃণিত।" (8)

পাশ্চাত্য স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী ও সভ্যতার অনুকরণের ফলেই হিন্দু সমাজ আজ ডুবিতে বসিয়াছে।

উক্ত মহাত্মা আরও বলিয়াছেন ঃ—

"বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশের গৃহিণীগণ অনেকেই কোন

---

artificial, and disease and weakness, and even barrenness, follow as a matter of course" (See Ditto P, 16,)

(8) "Unfortunately in this our age girls are not either educated or prepared to be made wives—useful, domesticated wives. * * Verily, they and their unfortunate husbands and offspring will in due time pay the penalty of their ignorance and folly ! Away with such folly ! The system of the bringing up of the young ladies of the present day is "rotten to the core" ! (See Ditto p. 77)

গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করেন না, আলস্যে বসিয়া দিন কাটাইয়া থাকেন; চাকরের দ্বারা গৃহকার্য্য সমাধা করেন। এই আলস্যে বসিয়া থাকার ফলে পাশ্চাত্য রমণীগণের স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া যাইতেছে।" (9)

প্রাচীনকালে হিন্দুরমণীরা বাল্যকাল হইতেই গৃহকার্য্যে উত্তম-রূপে শিক্ষা লাভ করিতেন; ইহার ফলে প্রাচীন হিন্দু গৃহিণী-গণের স্বাস্থ্য অত্যন্ত উন্নত থাকিত এবং তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে উন্নতা ছিলেন এবং এক একটি হিন্দু পরিবার একটি এক "আদর্শ-গৃহ" ছিল।

উক্ত ডাক্তার চাভাসী মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

"পাশ্চাত্য রমণীরা অনেকেই নিজহস্তে রান্না করিতে জানেন না বা রান্না করেন না; এবং অনেক স্থলে পাশ্চাত্য রমণীদের রান্না করার সুবিধাও দৃষ্ট হয় না; কারণ, অনেকেই হোটেলে বাস করেন। পাশ্চাত্য রমণীরা নিজহস্তে বিশুদ্ধ ও পবিত্র ভাবে রান্না করিতে অক্ষমা, এজন্য তাঁহাদের পতি ও পুত্রদের গুরুতর স্বাস্থ্য-হানি ঘটিতেছে এবং সামাজিক নানা বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইয়া থাকে।"

"উত্তম, সুস্বাদু ও পবিত্র রান্নার উপরে স্বাস্থ্যের উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। সুস্বাদু ও পবিত্র খাদ্য আহার করিলে,

---

(9) "The misfortune of the present day is, that servants are made to do all the work, while the mistress of the house remains idle. Remains idle. Yes! and by remaining idle, remains out of health!" (See Ditto P. 75)

পরিপাক-শক্তি উন্নত হয়, স্বাস্থ্য ও চরিত্র উন্নত থাকে। এদেশের (পাশ্চাত্য দেশের) প্রত্যেক বালিকাকে রান্না বিষয়ে সুশিক্ষা প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। বালিকা বা যুবতীরা নিজহস্তে রান্না করিলে বিলাতের অর্দ্ধেক পারিবারিক অশান্তি ও অজীর্ণ পীড়া দূর হইয়া যাইতে পারে।" (10)

হিন্দু মহিলারা সকলেই শৈশবকাল হইতে নিজ হস্তে রান্না করিতেন। হিন্দুরমণী পতি, পুত্র, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, অতিথি, অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্র ভাবে রান্না করিয়া পরিতোষ রূপে ভোজন করাইতেন। এতদ্ভিন্ন প্রাচীনা হিন্দু মহিলারা অতীব ভক্তি, শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত দেবভোগ রান্না করিতেন,—সেই দেবভোগ আহার করিয়া প্রাচীন কালের প্রায় সকলেই উন্নত স্বাস্থ্য লাভ করিতে সক্ষম হইত।

২। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও ভেজাল দ্রব্য আহার।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বশতঃই যে আমাদের দেশে রোগ,

---

(10) "A well-cooked dinner is a blessing to all who partake of it; it promotes digestion, it sweetens the temper, it cheers the hearth and home."

"Every girl, then, let her rank be what it may, ought, above all things, to be accomplished in housewifery, especially in the culinary department. "Poor creature!" quoth a wife "for a man to be so dependent on his cook!" "Half the household miseries and much of the dyspepsia in England would, if cookery were better understood, be done away with!" (See Ditto P.P. 72-73.)

শোক, তাপ, স্বাস্থ্যহীনতা ও অকাল মৃত্যু দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে, এসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও পর্ব্বত-প্রমাণ ভেজাল খাদ্য আহার করিয়া হিন্দুদের জীবনী শক্তি ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। কোন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেই তাহারা অকালে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে।

৩। সংযমের অভাব ও অমিতাচার।

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে ব্রহ্মচর্য্যে আলোচনা করা হইয়াছে। ফলতঃ, বর্ত্তমান সময়ে নবীনা রমণীগণ যদি প্রাচীনা হিন্দু মহিলাদের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে সংযমী বা ব্রহ্মচারিণী ব্রত অবলম্বন না করেন, তবে হিন্দু জাতির উন্নতির আর কোনই ভরসা নাই। বর্ত্তমান সময়ে এই ভীষণ স্বাস্থ্যহানি ও অকালমৃত্যুর মূলে একমাত্র হিন্দু নরনারীগণের সংযমের অভাব বা অতি ভীষণ অমিতাচারই সর্ব্ব প্রধান কারণ দেখিতে পাইতেছি।

৪। নাটক নভেল পাঠ।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশের ও এদেশের শিক্ষিতা বিশেষতঃ অল্প শিক্ষিতা রমণীগণ অনেকেই বাজারের নিকৃষ্ট শ্রেণীর নাটক নভেল সর্ব্বদাই পাঠ করিয়া থাকেন। এই নাটক নভেল পাঠ করিয়া হিন্দু রমণীগণের গুরুতর মানসিক ও শারীরিক অবনতি ঘটিতেছে। এ সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার কাউয়েন্ এম, ডি মহোদয় আমেরিকার অতি ভীষণ চিত্র জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন —

"উত্তেজক দ্রব্য আহার ও কসা বস্ত্রাদি ব্যবহারে মনে যেরূপ কুচিন্তার উদয় হয়, সেইরূপ আলস্যে বসিয়া থাকিলে ও নাটক নভেল পাঠ করিলেও মানসিক অবনতি ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে কৃত্রিম প্রেম, ভালবাসা, হত্যা ইত্যাদি ঘটিত উত্তেজনাপূর্ণ নাটক নভেল পাঠ করিয়া রমণীগণের দারুণ অবনতি ঘটিয়া থাকে ও ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়।"

"আমেরিকার বড় বড় সহরে শত সহস্র যুবক যুবতী হোটেলে বাস করে। যুবকগণ বিষয় কার্য্যের অনুরোধে প্রত্যহ প্রাতঃকালে হোটেল হইতে বাহির হইয়া যায়। অধিক রাত্রিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তাহাদের স্ত্রীগণের হোটেলে কিছুই করিবার থাকে না; সুতরাং উত্তেজনাপূর্ণ নাটক নভেল ইত্যাদি পাঠ করিয়া সময় কাটায় ও উত্তেজক দ্রব্য আহার করে এবং হোটেলের বিবাহিত ও অবিবাহিত অন্যান্য যুবকের সহিত হাস্য-পরিহাস করিয়া থাকে। ইহার ফলে যুবতীগণের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অবনতি ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ চরিত্রহীন ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়ে।" (11)

৫। শারীরিক পরিশ্রমের অভাব।

শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুরমণীর গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। প্রাচীনা হিন্দু মহিলারা শৈশবকাল

(11) "Closely allied to food and dress, in woman, as a producer of evil thoughts, is idleness and novel-reading. It is almost impossible for a woman to read the current "love-and-murder" literature of the day and have pure

হইতেই গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। এই গৃহকার্য্যের ফলে প্রাচীনা হিন্দু রমণীরা যে শারীরিক পরিশ্রম করিতেন, তাহাতেই তাঁহাদের স্বাস্থ্য খুব উন্নত থাকিত। বলা বাহুল্য শৈশব কাল হইতে গৃহকার্য্যগুলি হাতে-কলমে করার ফলে স্বাস্থ্য খুব উন্নত থাকিত এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহধর্ম্মেরও উন্নতি হইত। তাই প্রাচীনা হিন্দু মহিলারা প্রায় সকলেই আদর্শ গৃহিণী হইতে সক্ষমা হইতেন। বর্ত্তমান সময়ে বালিকাগণ শৈশব কাল

---

thoughts, and when the reading of such literature is assotiated with idllness—a woman's thoughts and feelings cannot be other than impure and sensual."

"In our towns and cities hundreds, aye thousands, of married men who, with their wives, live in hotels and boarding-houses, leave for business every morning, not returning till perhaps late at night ; and the wives of these men, having absolutely nothing to do, perchance take a short walk, do some shopping, return eat a stimulating dinner, read the last sensational novel and can anything pure and good come out of such a life ? Or the novel-reading is followed by a confidential gossip with some man-boarder, married or single, who also has nothing to do, and the small size of whose soul is located in his amative propensities ; and the husband may not know what follows, but all acute observers within range do. "Nothing to do" as in time past, as now, and as it will continue, has done more to lower man and woman's nature—morally, mentally, socially, and physically—than the nonobservance of any other requirement in living." (The Science of a New Life by Dr. Cowan, M. D., P. 100).

হইতে একমাত্র লেখাপড়ার দিকে মনঃসংযোগ করে, শারীরিক পরিশ্রম বা গৃহকার্য্যগুলি মাত্রই শিক্ষা লাভ করে না, ফলে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে ও অনেকেই সুগৃহিণী হইতে না পারায়, হিন্দু সমাজের চারিদিকে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, অভাব, অনটন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ বড় বড় পণ্ডিতগণও এক বাক্যে বলিতেছেন যে, বালিকাদের গৃহকর্ম্মই স্বাস্থ্যোন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। (12)

(৬) পাশ্চাত্য স্ত্রী-শিক্ষা প্রণালী।

বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা প্রণালীর ফলে হিন্দু বালিকাদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ও সামাজিক অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। প্রথমতঃ বর্ত্তমান ধর্ম্মনাতিহীনা শিক্ষা প্রণালীর ফলে হিন্দু রমণীর উন্নত ধর্ম্ম-বিশ্বাস অবনত হইয়া পড়িয়াছে এবং জাতীয় রীতিনীতির প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে। দ্বিতীয়তঃ যে স্কুল কলেজের শিক্ষা প্রণালীতে যুবকদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ও মানসিক

---

(12) "For nothing lovelier can be found
In woman, than to study household good."
(Milton)

Dr. Chavassis says—"She ought te devote herself to her infant and to her household, and she will then experience the greatest happiness the world can afford" (See Advice to a wife, P, 310,)

অবনতি হইতেছে বলিয়া সকলে এক বাক্যে স্বীকার করেন, ঠিক সেই প্রণালীর অনুযায়ী শিক্ষা বালিকাদিগকে কেন দেওয়া হইতেছে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তৃতীয়তঃ বর্ত্তমান স্কুল ও কলেজের সময়, স্কুলগৃহ, স্কুলের কুঠরী, পাঠ্যগ্রন্থ, শিক্ষণীয় বিষয় কোনটিই হিন্দু রমণীর উপযোগী ও শিক্ষণীয় নহে। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দুপুর বেলা, অল্প-পরিসর কুঠরীতে বহু বালিকার একত্র অবস্থান, অসংখ্য পাঠ্যগ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি নানা কারণেই বালিকাদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। চতুর্থতঃ, রমণীগণের মাতৃত্ব-বিকাশ তাঁহাদের সর্ব্বোচ্চ অধিকার— বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর ফলে রমণীগণ মাতৃত্ব হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া পড়িতেছেন, ইহার ফলে শিশুদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। পঞ্চমতঃ বর্ত্তমান কালের রমণীদের গৃহধর্ম্ম ও রান্না বিষয়ে প্রাচীনা হিন্দু রমণীদের ন্যায় অভিজ্ঞতা বা কার্য্যপটুতা নাই; ইহার ফলেও বর্ত্তমান সময়ের নরনারী এবং বালকবালিকাগণের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি দৃষ্ট হয়। এইরূপ বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ফলে কত দিক্ দিয়া যে হিন্দুসমাজের মহা অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে জগতের ও এদেশের দুই চারিজন সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণের অভিমত সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

জগদ্বিখ্যাত মহাপ্রাজ্ঞ পণ্ডিত মহাত্মা হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার মহোদয় তাঁহার "শিক্ষা" পুস্তকে লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান স্ত্রী

শিক্ষা-প্রণালীর ফলে বালিকাদের দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তির অভাব ও সাধারণ অস্বাস্থ্য দৃষ্ট হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, দুই বৎসর বিদ্যালয়ে থাকিলে, বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর পেষণ-যন্ত্রে পড়িয়া শতকরা ৯৯ জন যুবতী কুব্জ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষিতা রমণীগণের মাতৃত্ব-যন্ত্রগুলি বিকৃত বা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।" (13)

পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষ রায় বাহাদুর মহাশয়ের শেষ মন্তব্য—

"বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষে এদেশের স্ত্রী-শিক্ষা অধিকাংশ স্থলেই একটা পোষাকী আসবাব বা সভ্যতার উপসর্গ-বিশেষে পরিণত হইয়া পড়িতেছে। এরূপ পোষাকী শিক্ষার কৃত্রিম আলো অপেক্ষা অশিক্ষার অন্ধকারে থাকা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ আজকালকার শিক্ষা—শিক্ষা নহে, অশিক্ষাও নহে, ঘোরতর কুশিক্ষা।" (বান্ধব, ১৩১২, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়)

অশেষ ভক্তিভাজন, সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার "আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা" পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"পুরুষেরা যেন পরিবার প্রতিপালনের দায়ে পড়িয়া এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীর পেষণ-যন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইতে স্বীকার করে। কিন্তু

---

(13) "In the pale angular, flat-chested young ladies, so abundant in London drawing rooms"

(See Education by H. Spencer)

মেয়েদের এই ব্যবস্থা স্বীকার করিবার কারণ মাত্র আত্মাভিমান-পরিতৃপ্তি। এই শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশে, আতিথেয়তা-নিপুণ ভারতবর্ষে, যেখানে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণের ভাবনা থাকে না এবং যেখানে কোন গৃহস্থ ব্যক্তিই আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগকে পালন করিতে কখনই কাতর হয় না, সেখানে স্ত্রীলোকের বিশ্ববিদ্যালয়ের পেষণ-যন্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইতে স্বীকার করা কেবল বাতুলতা নহে, তাহা পাপ এবং এই পাপের ফল তাহাদিগের সন্তানেরাও উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করিয়া থাকে।"

সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম, এ মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

"যে শিক্ষা দ্বারা বালক ও যুবকবৃন্দের মস্তিষ্ক নির্য্যাতিত হইতেছে, শরীর ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, মন বিকল হইতেছে এবং তাহাদিগকে জড় পদার্থবৎ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা যে আমাদের রমণীগণের পক্ষে একেবারেই অনুপযোগী, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন ?"

(ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২)

ফলতঃ বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত না হইলে, হিন্দু বালিকাদিগকে ষোলআনা জাতীয় বা হিন্দুভাবে শিক্ষা দিতে না পারিলে—হিন্দু সমাজের কখনও উন্নতি হইবে না এবং এই ধ্বংসের হাত হইতে হিন্দু সমাজকে কেহ রক্ষা করিতেও সমর্থ হইবেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শিনী, বিদুষী শ্রীযুক্তা সত্যবালা দেবী "শিখ রিভিউ" পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"পুরুষ ও

স্ত্রীজাতিকে একই প্রকার শিক্ষা প্রদান করিয়া ইউরোপ এক প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছেন।" (14)

বিখ্যাতনামা পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডোবিশ মহোদয় বলিয়াছেন :—

"হিন্দুদের স্ত্রী-শিক্ষা প্রণালী পাশ্চাত্য জাতিদের অপেক্ষা অনেক উন্নত। হিন্দু মহিলারা লেখাপড়া শিখিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগকে যে সুপ্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার ফলেই হিন্দু বালিকারা কর্ত্তব্যপরায়ণা, স্ত্রীগণ খুব বিশ্বাসী, মাতারা কোমল-স্বভাবা এবং গৃহিণীগণ বুদ্ধিমতী ও গৃহকার্য্যে সুদক্ষা হইতেন।" (15)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূত পূর্ব্ব ভাইস্-চেন্সলার সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত দেব প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় "হেগ সভাতে "যে বক্তৃতা দয়াছিলেন, তাহা হইতে দুই একটি কথা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

"যে শিক্ষায় ইউরোপের সাধারণ রমণী অনুপ্রাণিত, তাহাতে নীতি শিক্ষার সাহায্য হইবে না। পাশ্চাত্য দেশে যে ভাবে বিলাস, স্বার্থ-পরতা এবং আনুষঙ্গিক পাপের প্রসার হইতেছে, সমাজের স্তরে স্তরে তাহা বিঁধিতে আরম্ভ হইয়াছে, শীঘ্র ইহার প্রতিকার না হইলে, পাশ্চাত্য দেশের কেহ সমাজ রক্ষা ও আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন

(14) "Europe has committed a great mistake in giving the same kind of education to men and women."

(15) "In education and manners, the Hindu shines far above the European. Without a knowledge of alphabet, the Hindu females are dutiful daughters, faithful wives, tender mothers and intelligent house-wives ; such is the result of my own observations." (Abbe F. A. Dubios)

না। যে সমাজে রমণী জননীর দায়িত্ব লইতে অস্বীকৃত, নিজ বিলাস-বিভ্রম লইয়া ব্যস্ত, পুত্র কন্যার লালন পালনের ভার, স্বামীর সেবার ভার, বেতন ভোগী ভৃত্যের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত, সে শ্রেণীর রমণীর নিকট নীতিশিক্ষার সাহায্য প্রত্যাশা করা বৃথা।”

“আর আমি যে দেশের অধিবাসী, সেখানকার (ভারতের) রমণীর অবস্থা সম্বন্ধে আপনারা অনেক অপরূপ কুৎসা শুনিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানকার (ভারতের) রমণীর অধিকার পুরুষের বহু উর্দ্ধে। ভারতের রমণীর আদর্শ অতি পবিত্র, রমণী আমাদের সহধর্ম্মিণী। তাঁহারা (ভারতের রমণীরা) সতী, সাধ্বী, পবিত্রা, গৃহ-কর্ম্মে সুনিপুণা। আপনাদের এই সুবেশা, সুকেশা, সোহাগিনী, বিলাসিনী ক্রীড়া-পুত্তলিকার পরিবর্ত্তে ভারতের সহধর্ম্মিণীর আদর্শ ইউরোপীয় সমাজে উপস্থিত করিতে না পারিলে, ইউরোপীয় সমাজের ভদ্রস্থতা নাই।”

৭। পাশ্চাত্য পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার।

পাশ্চাত্য দেশের পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যবহারে হিন্দু-নরনারী ও বালক বালিকাগণের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি দৃষ্ট হইতেছে।

৮। উপদংশ পীড়া ও ম্যালেরিয়া।

এ বিষয়ে এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে।

৯। বড় বড় সহরে বাস।

আজ কাল অনেকেই বড় বড় সহরে স্ত্রীপুত্রাদি নিয়া বাস করেন। অধিকাংশ হিন্দুসন্তানের আয় অতি সামান্য; সুতরাং

বাধ্য হইয়া বিশুদ্ধ বায়ু ও আলোকহীন অন্ধকার কুঠরী বা প্রকোষ্ঠে বাস করিয়া থাকেন। শিশুদিগকে কৃত্রিম ও দূষিত গো-দুগ্ধ পান করাইয়া থাকেন বা ডাক্তারি কৃত্রিম ফুড্ অথবা বিলাতী দুধ ব্যবহার করেন। বাজারের পর্ব্বতপ্রমাণ ভেজাল খাদ্যদ্রব্য এবং দূষিত মিঠাই আহার করিয়া থাকেন। কোন কোন যুবক নানা প্রলোভনে পড়িয়া চরিত্রহীন হইয়া পড়ে এবং নানা জঘন্য পীড়ায় (উপদংশ প্রভৃতি) আক্রান্ত হয়। এভিন্ন নাটক নভেল পাঠ, নাটক দর্শন, রাত্রি জাগরণ এবং ভীষণ অমিতাচার ইত্যাদি নানা কারণে এদেশের জনক-জননীগণের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। বঙ্গের সর্ব্বত্রই সহর বন্দরে শিশুর মৃত্যুর হার অতীব ভীষণ। বিশুদ্ধ মাতৃ-দুগ্ধ ও গো-দুগ্ধের অভাবই তাহার প্রধান কারণ।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু নরনারীর পল্লীতে যাইয়া বাস করা একান্ত অবশ্যক। তাঁহারা নিঃস্বার্থ ভাবে একটু যত্ন চেষ্টা করিলেই পল্লীর স্বাস্থ্য উন্নত হইতে পারে। এ ভিন্ন পুরাতন পুকুরগুলির সংস্কার ও "খামার" গুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, গো-পালন এবং নবীনা রমণীগণ প্রাচীনা হিন্দু মহিলাদের ন্যায় ব্রহ্মচারিণী-ব্রত অবলম্বন করিলেই এদেশের জননীগণের স্বাস্থ্য উন্নত হইবে ও শিশুদের মৃত্যুর হার হ্রাস পাইবে।

১০। জননীগণের বিশেষ বিশেষ পীড়ার সামাজিক কারণ।

জননীগণের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ উপরে মোটামুটি বলা হইয়াছে। এক্ষণে নিম্নে জননীগণের বিশেষ বিশেষ পীড়ার

সামাজিক কারণগুলি উল্লেখ করা হইল। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রাচীনা হিন্দু মহিলারা তাঁহাদের নবীনা বধূ ও কন্যাদিগকে সর্ব্বদা যে যে বিষয়ে সাবধান করিয়া থাকেন, যে যে কার্য্য করিতে নিষেধ করেন, বর্ত্তমান সময়ে রমণীগণের বিশেষ বিশেষ পীড়ার সামাজিক কারণগুলিও ঠিক তাহাই দেখিতে পাইতেছি। যথা ঃ—

১। হিষ্টিরিয়া—কারণ—প্রেমনৈরাশ্য, নাটক নভেল পাঠ, বিলাসিতা, কোন বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ না করা, সুখাভিলাষ, মানসিক উদ্বেগ, ভয়, ত্রাস, রাত্রি-জাগরণ, ইত্যাদি। (16)

২। গর্ভপাত—কারণ—অধিক রাস্তা হাঁটা, ঘোড়ায় চড়া, অথবা অসমান রাস্তা দিয়া গাড়ীতে বা মোটর গাড়ীতে যাওয়া, অধিক দূরদেশে রেল ভ্রমণ, মানসিক উত্তেজনা, অধিক রাত্রি জাগরণ, আলস্যে বসিয়া থাকা, অতিরিক্ত সহবাস, পতন, ভয়, ত্রাস, মানসিক উদ্বেগ, সিঁড়ি দিয়া উঠানামা, ভারী বস্তু উঠান, কোষ্ঠবদ্ধ, নৃত্য, গীত, বাদ্য শ্রবণ, কসা বস্ত্রাদি ব্যবহার ইত্যাদি।

৩। অকালে ঋতু প্রকাশ—কারণ—গরম জলে স্নান, উত্তেজক দ্রব্য আহার ও পান, নৃত্য, গীত, নাটক নভেল-পাঠ, সর্ব্বদা আলস্যে বসিয়া থাকা, সহরে বাস, সুখাভিলাষ, বিলাসিতা ইত্যাদি। (17)

---

(16) "Disappointed love, novel-reading, luxurious mode of life, depressing emotions, fright, loss of sleep &c." (See Lady's Manual, by Dr. E. H. Ruddock, M. D, P. 9).

(17) "Hot baths, stimulating food and drinks, dancing, novel-reading, too much sitting, late hours &c." (See Ditto)

৪। ঋতুরোধ—কারণ—সর্ব্বদা আলস্যে বসিয়া থাকা, মানসিক উদ্বেগ, হঠাৎ ভয়, ত্রাস, মানসিক চিন্তা, অতিরিক্ত বরফ খাওয়া, অতিরিক্ত সহবাস, ক্রোধ, শোক, কসা জুতা ব্যবহার বা কোমরবন্ধ ইত্যাদি কসা বস্ত্রাদি ব্যবহার ইত্যাদি। (১৪)

৫। অনিয়মিত ঋতু—কারণ—সর্ব্বদা বসিয়া থাকা, নাটক নভেল পাঠ, কোনরূপ কার্য্যের অভাব, ভয়, ত্রাস ইত্যাদি।

৬। অতিরিক্ত রক্তস্রাব—কারণ—মানসিক উদ্বেগ, চিন্তা, সর্ব্বদা আলস্যে বসিয়া থাকা।

৭। বেদনাসংযুক্ত ঋতু—কারণ—কোষ্ঠবদ্ধ, হিষ্টিরিয়া, কোমরবন্ধ বা ষ্টে ইত্যাদি পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার।

৮। শ্বেত-প্রদর—কারণ—সর্ব্বদা জোলাপের ঔষধ সেবন, বিলাসিতা, বড় বড় সহরে বাস ইত্যাদি।

৯। রক্তহীনতা—কারণ—সর্ব্বদা অধ্যয়ন, আলস্যে বসিয়া থাকা, মানসিক চিন্তা বা বিষাদ, অস্বাভাবিক প্রেম, মানসিক উদ্বেগ, ভয়, ত্রাস ইত্যাদি।

১০। জরায়ুর অধঃপতন—কারণ—বহুসন্তান প্রসব, অতিরিক্ত সহবাস, নৃত্য, লম্ফপ্রদান ইত্যাদি।

১১। বন্ধ্যাত্ব—কারণ—মানসিক চিন্তা, অধিক বয়সে বিবাহ, বিলাসিতা ইত্যাদি।

১২। যক্ষ্মা—কারণ—সঙ্কীর্ণ বক্ষঃস্থল, অপ্রচুর ও অপুষ্টিকর

---

(14) "Eating ices, violent emotions—anger, terror, fright, wearing thin-soled shoes, &c." (See Ditto P. 38).

এবং ভেজাল খাদ্যদ্রব্য আহার, স্কুলগৃহে বহুসংখ্যক ছাত্র বা ছাত্রীর একত্র অবস্থান, সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস, অন্ধকার ও বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থান, রাত্রি জাগরণ, অত্যধিক অধ্যয়ন, কসা পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি ব্যবহার, বড় বড় সহরে বাস ইত্যাদি। (19)

বর্ত্তমান সময়ে এদেশে যক্ষ্মা পীড়া ভীষণ-ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, অসংখ্য—অগণিত যুবক-যুবতী এই ভীষণ পীড়ার আক্রমণে অকালে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। প্রাচীনা হিন্দু মহিলাদের মধ্যে উপরি উক্ত বিশেষ বিশেষ পীড়া এবং যক্ষ্মা পীড়া প্রায় দৃষ্ট হইত না। এতদ্ভিন্ন সাধারণ পীড়া—যথা ওলাউঠা, জ্বর, বসন্ত ইত্যাদি পীড়াও প্রাচীনাদের মধ্যে অতি অল্পই দৃষ্ট হইত।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত, জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত চৌরী মুথু মহোদয় (ইনি বিলাতের একজন যক্ষ্মা পীড়ার শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ) যক্ষ্মা পীড়ার উৎপত্তির কারণ ও প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এদেশের প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। প্রবাসী (১৩২৭, ভাদ্র) উক্ত মহাত্মার মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"তাঁর মুখে ভারতীয় লোকদের শক্তি ও সাধনার উপর তাঁর বিশ্বাসের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি বলেন—

---

(19) "Narrow and contract chest, bad and scanty diet or food, close indoor confinement in schools or factories, dissipation, late hours, over taxing with book, tight-lacing &c." (See Dr. Chavassi's Advice to a Mother, P, 389).

"ভারতীয়েরা যদি তাদের জাতীয় রীতিনীতির অনুসরণ করিয়া চলে, তারা যদি তাদের জাতীয় সাহিত্য, দর্শন, কলা ও বিজ্ঞানের অনুশীলন করে এবং পশ্চিমের অনুসরণ না করে এবং ভারতীয় আদর্শে ও প্রণালীতে যদি ভারতের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে প্রাচীন যুগের মত তারা আবার জগতের শীর্ষ স্থানে উঠিতে পারে। যদি ভারতবর্ষ জাতীয় আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে কেবল আত্মিক অবনতিতে ডুবিবে না, তাহাদের শারীরিক অবনতিও যথেষ্ট হইবে। দিনরাত্রি কলকারখানার কোলাহল ও ধোঁয়া, বিপর্য্যস্ত মন, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও উত্তেজনাময় অবসন্ন শিরা সমূহ, এবং ঈশ্বরের আলোক ও বায়ু হইতে বঞ্চিত গৃহে বাস —এই সমস্ত যদি পশ্চিমের মত ভারতবর্ষে আমদানী করা হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে যক্ষা ও অন্যান্য রোগ বাড়িয়াই চলিবে। ইউরোপে অসংখ্য কল কারখানার আবির্ভাবে নূতন নূতন রোগের আবির্ভাব হইতেছে।"

"ইয়োরোপের ও আমেরিকার দূরদর্শী বিজ্ঞ লোকেরা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, সেখানকার লোকদের বাঁচিতে হইলে ব্যবসা বাণিজ্যের রীতিনীতিও বদলাইতে হইবে; এমন কি পাশ্চাত্যের সভ্যতাকেও নুতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। পশ্চিম যে পোষাক আজ শরীরের পক্ষে প্রতিকূল ভাবিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, যে বিষাক্ত অথচ চাকচিক্যময় পোষাকের স্পর্শে শরীর ও আত্মা কলুষিত হইয়া উঠে, ভারতবর্ষ সেই পোষাক ব্যবহার করিতে আজ লালায়িত। ভারতবর্ষ তার সেই চিরদিনের ব্যাপক,

শান্তিময় ও ধ্যানময় জীবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুক। যে ভারতীয়েরা বাহিরের প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করিয়াও এবং কলকারখানার দাস না হইয়াও জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষ অনায়াসে তৈরী করিতে পারিয়াছিল এবং এখনও পারে, তারা কি আজ তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বাষ্প ও বিদ্যুতের আমদানী করিবে এবং তাদের অতীত ও পশ্চিমের নূতন অভিজ্ঞতা একেবারে ভুলিয়া যাইয়া জনতাবহুল অস্বাস্থ্যকর সহরসমূহ কল কারখানায় পূর্ণ করিবে, না প্রকৃতির অরণ্যানীর বুকের উপর আদর্শ ব্যবসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিবে ?"

ধ্বংসোন্মুখ মাতৃজাতি।

বঙ্গের সর্ব্বত্রই মাতৃজাতির সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। প্রেসিডেন্সি বিভাগে স্ত্রীজাতির সংখ্যা কমিয়াছে। বর্দ্ধমান বিভাগের দশাও শোচনীয়। রাজসাহী বিভাগের দশা অতীব ভয়াবহ, তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়। বিগত দশ বৎসরে রাজসাহী বিভাগে স্ত্রীজাতি কমিয়াছে ৯ লক্ষ সাত হাজার। এইরূপ ভীষণ ভাবে ধ্বংস কার্য্য বলিলে ৫০ বৎসর পরে রাজসাহী এবং এক শতাব্দী পরে বর্দ্ধমান প্রভৃতি বিভাগ স্ত্রীশূন্য হইয়া যাইবে। বঙ্গে মাতৃজাতির সংখ্যা দিন দিন ভীষণভাবে হ্রাস পাইতেছে কেন ? বঙ্গের নরনারীগণের মধ্যে অতি ভীষণ অমিতাচার প্রবেশ করিয়াছে। বর্ত্তমান জননীগণের ঘন ঘন সন্তান প্রসব, অকালে গর্ভনাশ এবং দারিদ্র্য, অপুষ্টিকর ও ভেজাল খাদ্য আহার প্রভৃতি নানা কারণে এই ভীষণ অকাল মৃত্যু ও স্বাস্থ্যহীনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

আর একটি কথা, আমরা বঙ্গের শিক্ষিত হিন্দু-সন্তানগণকে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের জননী, পিতামহী, মাতামহী প্রভৃতি আর্য্য মহিলাগণ প্রায় সকলেই সুস্থা, রোগহীনা ও দীর্ঘজীবিনী ছিলেন এবং এখনও বর্ত্তমান আছেন, আর হঠাৎ আমাদের কন্যা ও ভগিনীগণের এইরূপ অতি ভীষণ স্বাস্থ্যহীনতা ও অকালমৃত্যু বৃদ্ধি পাইয়াছে কেন ? আপনারা বাল্য বিবাহের (বালিকা বিবাহের) উপরে সমস্ত দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন। বালিকাবিবাহ এ দেশে চিরকালই ছিল, তখন ত অকালে (১৬ বৎসরের পূর্ব্বে) কোন মহিলা জননী হইতেন না, তখন এত ঘন ঘন কাহারও সন্তান হইত না, তখন সকলেই সুস্থা ও সবলা ছিলেন। মোট কথা বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মাচর্য্যের অভাব ও দারিদ্র্যই আমাদের জাতীয় অবনতির মূল কারণ দেখিতে পাইতেছি।

৫। সন্তান-পালনে অবহেলা।

সৃষ্টিরক্ষা ভগবানের অভিপ্রেত এবং সৃষ্টি বা বংশ রক্ষার ভার ভগবান্ অনেকটা মানবের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। অতএব সন্তানের লালন-পালন মানবের সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বা ধর্ম্ম। রমণীগণের মাতৃত্ব-বিকাশই সর্ব্বোচ্চ অধিকার। হিন্দু জননীগণ সেই অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান সভ্যতার অনুসরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই মহৎ ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি কখনও বিন্দুমাত্রও অবহেলা করেন নাই।

পাশ্চাত্য দেশের বহু জননী ইচ্ছা পূর্ব্বক বা নিজের সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য অথবা বিলাসিতার উদ্দেশ্যে স্বয়ং সন্তান পালন করেন না, বা করিতে পারেন না। কি গভীর পরিতাপের বিষয়,—পাশ্চাত্য দেশের কোন কোন জননী গর্ভস্থ সন্তানকে যত্নের অভাবে বা যন্ত্র ব্যবহার দ্বারা অথবা ঔষধ সেবন করাইয়া হত্যা করিয়া থাকে। এই দেখুন, পাশ্চাত্য দেশের সমাজ-হিতৈষী মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ এজন্য কি গভীর বেদনা ও দুঃখ অনুভব করিতেছেন।

জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার চাভাসী এম-ডি
মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"প্রাণ-প্রতিম সন্তানকে নিজের স্তন্য দুগ্ধ-দ্বারা পোষণ করা মাতার সর্ব্বোচ্চ অধিকার। যে জননীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ আছে, সে জননী যদি নিজের বক্ষঃ স্থলের সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য অথবা আমোদ প্রমোদে রত থাকিয়া সন্তানের লালন-পালনের ভার অন্যের উপর অর্পণ করে, সে রমণী সম্ভ্রান্ত ও সভ্য শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। সে মাতার পবিত্র আসনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্তা। এমন কি পশুরা পর্য্যন্ত ঐ শ্রেণীর রমণীগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে।" (১)

(১) "It is one of the greatest privileges of maternity to feed its young from its own body. A healthy mother who, for the sake of the contour of her chest, or because of the necessarily enforced abstention from gaiety, passes her offspring to the care of strangers for its nourishment, is unworthy of the holy office of a matron—is no good citizen.

বিখ্যাতনামা ডাক্তার বুল এম-ডি মহোদয় লিখিয়াছেনঃ—

"অতি ভীষণ হিংস্র জন্তুরাও তাহাদের সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা দেখাইয়া থাকে এবং সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যায় না। তাহারা সন্তানের লালন পালনে বিন্দুমাত্রও অবহেলা করে না। পরন্তু তাহাদিগকে নিজের স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা পালন করে। যে সকল রমণী এই হিংস্র জন্তু অপেক্ষা বিচারে ও বুদ্ধিতে উন্নত, তাহাদের কোন মতেই স্নেহ মমতা হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও হীন হওয়া উচিত নহে।" (2)

উক্ত ডাক্তার চাভাসী মহোদয় তাঁহার "স্ত্রীর প্রতি উপদেশ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—

"নিজের সন্তান প্রতিপালন না করা মাতার পক্ষে বড়ই অস্বাভাবিক ও নির্দ্দয়তার কার্য্য। এমন কি হিংস্র জীব জন্তুরাও তাহাদের নিজ নিজ সন্তানকে যত্নের সহিত পালন করে। জল-জন্তুরাও আপন সন্তানকে পালন করিয়া থাকে। কিন্তু কি

The very brute creation cries "Shame on her!" (See Advice to a Mother by Dr. Chavasse, Page 23.)

(2) "Animals, even those of the most ferocious character, show affection for their young; they do not forsake or neglect them, but yield them their milk and watch over them with the tenderest care—woman, who is possessed of reason as well as instinct, must not manifest a love below that of the brute creature." (See Maternal Management of Children, by Dr. Bull, M. D., P. 15).

আশ্চর্য্য ও লজ্জার বিষয়, মরুভূমির উট্ পাখীরা যেমন নিজের সন্তানকে ফেলিয়া নিজের প্রাণ বাঁচায়, আমাদের পাশ্চাত্য দেশের জননীগণও সেইরূপ নিজের সন্তানকে ফেলিয়া নানারূপ আমোদ প্রমোদে রত থাকিয়া, নিজের সন্তানকে পালন করে না ও সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রকাশ করে।” (3)

“মাতৃ-দুগ্ধই সন্তানের স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ উপযোগী। এ জগতে এমন কোন খাদ্য নাই, যাহা মাতৃ-দুগ্ধের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মাতৃ-দুগ্ধ পান করিলে শিশুর মাংসপেশী, অস্থি ও শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়মিতরূপে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়; শিশুর গঠন সুন্দর হয়; সে সুস্থ থাকে; দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং শিশুর দাঁত অতি সহজে উঠিয়া থাকে। এ ভিন্ন হঠাৎ কোন পীড়ায় শিশুকে সহজে আক্রমণ করিতে পারে না।” (4)

“মাতা স্বয়ং সন্তানের লালন পালন করিলে বা তাঁহার স্তন্যদুগ্ধ সন্তানকে প্রদান করিলে, কেবল সন্তানের স্বাস্থ্যই উন্নত থাকে, তাহা নহে; মাতার স্বাস্থ্যও আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়া থাকে এবং মাতা অনেক দুরারোগ্য পীড়ার হাত হইতে রক্ষা পায়।” (5)

---

(3) “It is very cruel and most unnatural for a mother, not to nurse her own child; even the brute beasts, vile and vicious though they be, suckle their offspring :—‘Even the sea monsters draw out the breasts; they give suck to their young ones; the daughter of my people is become cruel, like the ostriches in the wilderness,” Lamentations.

(4) See Dr. Dhavasse's Advice to a Mother. Page 28.

(5) “Nursing is beneficial to the mother—it stimulates

বিখ্যাত ডাক্তার প্লেফেয়ার মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"নানা কারণে আজকাল সন্তানকে বোতল দ্বারা দুগ্ধ পান করাইবার প্রথা অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইতেছে দৃষ্ট হয়। যদিও বোতল দ্বারা লালিত পালিত শিশু বেশ সুস্থ থাকে দেখা যায়, কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে সে সকল শিশু স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা লালিত পালিত সন্তানের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হয় না।" (6)

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জেমস্ গুডহার্ট, এম-ডি, মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"পাশ্চাত্য সভ্যতায় নানা কারণে, পাশ্চাত্য দেশের অনেক রমণী সন্তানের লালন পালন করিতে পারে না বা ইচ্ছাপূর্ব্বক করে না।" (7)

the womb, and is a great preventive of future harm to that organ." (See ditto P. 23).

"Dnring the whole period of nursing it contributes greatly to preserve and promote the mother's health." (See M. M. of Children, by Dr. Bull, M. D., P. 14).

(6) "From many causes there is an increasing tendency to resort to bottle-feeding, * * * No long experience is required to prove that hand-feeding is a bad and imperfect substitute. * * It is true .that—bottle-fed children do well, but there is good reason to believe that, the children are not so strong in after life as they would have been had they been brought up at the breast." (See Dr, Playfair's Midwifery, P. 303.)

(7) "Many mothers cannot, many mothers will not nurse their infant at all, and many more so situated through calls

উক্ত ডাক্তার প্লেফেয়ার মহোদয় আরও বলিয়াছেন:—

"পাশ্চাত্য সমাজের উচ্চশ্রেণীর মহিলারা অনেকেই স্বয়ং স্তন্য-দুগ্ধ দানে সমর্থা নহেন। কারণ, তাঁহাদের স্তনে প্রথম প্রথম অপুষ্টিকর দুগ্ধ আসিয়া কিছুদিন পরেই দুগ্ধ-নিঃস্রব বন্ধ হইয়া যায়।" (8)

উক্ত জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার চাভাসী মহোদয় পাশ্চাত্য দেশের শিশুদের নৃশংস হত্যার কারণগুলি জলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন:—

"পাঁচ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুগণের মৃত্যু সংখ্যা অতি ভীষণ। শতকরা ৩৭'৪ জন শিশু অকালে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। মাতৃ দুগ্ধের অভাবই এই ভীষণ শিশু-মৃত্যুর প্রধান কারণ। ইংলণ্ডে অনবরত জননীগণ কর্ত্তৃক আপন সন্তান-হত্যা—এই অতি ভীষণ নৃশংস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে!! সাধারণতঃ ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শোচনীয় ঘটনা অধিক দৃষ্ট হয়।" (9)

---

of society or of employments that the chief of maternal duties can only be fulfilled in part" (See the Disease of Children by J. F. Goodhart, M. D,, F. R, C. S., Page 23.)

(8) "It is, however, the fact that in the upper class of society a large number of patients are unable to nurse. In some there is hardly any lacteal secretion at all, in others there is at first an over-abundance of watery and innutritious milk, which floods the breast, and soon dies away altogether." (See Dr. Playfair's Midwifery, Vol ii.p. 303.)

(9) "The number of children who die under five years of age (37. 4 per cent) is enormous—many of them from the

সুবিখ্যাত ডাক্তার রডক্ এম-ডি মহোদয় পাশ্চাত্য দেশের রমণীগণের সন্তান পালনের অনিচ্ছার কারণগুলি সুস্পষ্ট ভাবে লিখিয়াছেন :—

"পাশ্চাত্য দেশের অনেক স্ত্রীলোক কয়েক সপ্তাহমাত্র সন্তানের লালন পালন করে; আর কেহ কেহ একেবারেই সন্তান পালন করিতে ইচ্ছা করে না। বেশভূষার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকায়, ভোজনের সুখানুভবের জন্য ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত আলাপ ইত্যাদি নানা কারণে সন্তানের লালন পালন অসুবিধা ও বিরক্তিকর কার্য্য বলিয়া মনে করে।" (10)

বিগত ১৯০৬ অব্দের জানুয়ারী মাসের "পিয়ার্সন ম্যাগাজিন" নামক বিখ্যাত পত্রিকা হইতে "প্রবাসী" উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

---

want of the mother's milk. There is a regular "parental baby slaughter"—"a massacre of the innocents"—constantly going on in England, in consequence of infants being thus deprived of their proper nutriment and just dues! The mortality from this cause is frightful, chiefly occurring among rich people, who are either too grand, or, from luxury, too delicate to perform such duties." (See Dr. Chavasse's Advice to a Mother, .P. 52)

(10) "Many ladies seek for professional sanction to wean their infants after a few weeks' nursing, and some even to shirk the duty entirely. The demands made by the toilet, the pleasures of the table, fashionable society, late hours. or other forms of dissipation, render nursing inconvenient and distasteful." (See Lady's Manual by Dr. Ruddock M.D., P. 229)

"১৯০৪ সনের যে সকল শিশু অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশুর সংখ্যা ১৩৭৪৯৪ জন। সেই সঙ্গে সঙ্গে জন্ম তালিকাও দিন দিন হ্রাসের দিকে নামিয়া যাইতেছে। এই সকল অকাল মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার স্যার উইলিয়ম্ ব্রডবেণ্ট লিখিয়াছেন—"প্রথম কারণ, শিশুকে কুৎসিত দুগ্ধ পান করান। দ্বিতীয় কারণ, শনিবার ও রবিবার মদ খাইয়া মাতাল অবস্থায় সন্তানের উপর চাপিয়া শয়ন করিয়া মা শত শত শিশু মারিয়া ফেলে। তৃতীয় কারণ, আপন শ্রী নষ্ট হইবে আশঙ্কায় অনেক জননী সন্তানকে একেবারেই স্তন্য দুগ্ধ দান করে না।"

"আমেরিকার বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক ডাক্তার সেল্ভান্ ষ্টল্ ডি-ডি মহোদয় কি ভীষণ কথা লিখিয়াছেন দেখুন :—

"আমেরিকার অনেক বিবাহিতা রমণী সন্তানের জননী হইতে ইচ্ছা করে না। তাহারা সদা সর্ব্বদা নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে রত থাকিতে ভালবাসে। তাহারা নিজের গর্ভস্থ ভ্রূণ ও শিশুকে যত্নের অভাবে বা ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা অথবা যন্ত্র ব্যবহার দ্বারা হত্যা করিয়া থাকে।" (11)

---

(11) "Many wives are not willing to consent to become mothers because they are unwilling to give up society; they prefer to live for the rounds of fashionable life. * * The mother who deliberately sets about to destroy this life, either by want of care, or by taking drugs, or using instruments, commits as great a crime. * * The crime she

পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বত্রই বিশেষতঃ আমেরিকায় অসংখ্য—অগণিত ভ্রূণ ও শিশু হত্যা হইয়া থাকে। এই দেখুন আমেরিকার সর্ব্ব প্রধান ডাক্তার ও ধর্ম্মযাজক মহোদয়গণ এজন্য কি গভীর দুঃখ ও যাতনা অনুভব করিতেছেন ঃ—

বিখ্যাতনামা ডাক্তার ন্যেথেন্ এলেন্ এম-ডি মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—"এ দেশের সর্ব্বত্রই (আমেরিকায়) যেরূপ ভীষণ ভ্রূণহত্যা সংঘটিত হয়, এরূপ ভ্রূণহত্যা জগতের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এক আমেরিকায় হাজার হাজার ভ্রূণ প্রতি বৎসর হত্যা করা হইয়া থাকে।" (12)

সুবিজ্ঞ ডাক্তার রেমি এম, ডি মহোদয় লিখিয়াছেনঃ—"আমরা (আমেরিকাবাসীরা) শিশু-হত্যাকারী জাতি বলিয়া পরিচিত হইতেছি।" (13)

রেভারেণ্ড ডাক্তার এডি মহোদয় তথাকার একখানি বিখ্যাত খ্রীষ্টান পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"একটী ক্ষুদ্র গ্রামে, যেখানে এক

commits is murder, child-murder—the slaughter of a speechless, helpless being, whom it is her duty, beyond all things else, to cherish and preserve." (See What a Young Husband Ought to Know. By Sylvanus Stall, D.D; Pages 145, 156.)

(12) "No where in the history of the world was the practice of abortion so common as in this country; * * * in New England alone, many thousand abortions are procured annually." (See The Science of a New Life, by Dr Cowan M. D., P. 276.)

(13) * * * "that we have become a nation of murderers." (See Ditto)

হাজার রমণী আছে, সেখানকার সম্ভ্রান্ত মহিলারা অনেকেই শিশু-হত্যাকারিণী বলিয়া পরিচিতা। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাদের মধ্যে অর্দ্ধেক রমণী গির্জ্জার সভ্যা।" (14)

কি কি কারণে আমেরিকায় এই ভীষণ ভ্রূণ ও শিশু-হত্যা হইয়া থাকে, সে সম্বন্ধেও জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার কাউয়েন্ এম-ডি মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

১। অবিবাহিতা বয়স্কা কুমারীগণ সমাজের ভয়ে ভ্রূণ হত্যা করিয়া থাকে। (15—A)

২। বিবাহিতা রমণীগণ তাহাদের আমোদ প্রমোদে বিঘ্ন জন্মিবে বলিয়া সন্তান হত্যা করে। (15—B)

পাশ্চাত্য দেশের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা দিন দিন কিরূপ ভীষণ ও শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে, সে দেশের শিশুদের লালন পালন বিষয়ে পাশ্চাত্য রমণীরা কিরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে ভারতের সুসন্তান সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ মহাশয় পাশ্চাত্য সমাজের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া "প্রবাসী" পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে ২।৪টী কথা মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

---

(14) "We could prove that in one little village of one thousand inhabitants, prominent women have been guilty of what we will presently show to be murder. And sadder still, half of these are members of Christ's Church." (See Ditto)

(15—A) "Those women who being unmarried—"

(15—B) Those who, being married, desire no offspring, as interfering with their pleasures. (See Ditto P. 279.)

প্রবাসী (আষাঢ়, ১৩২৬) পত্রে তিনি লিখিয়াছেন :—

"পারিবারিক জীবন প্রথা যে ইয়োরোপে ও আমেরিকায় বিলুপ্ত হইতেছে, তাহা এ দেশের অনেক গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহকর্ম্ম, গৃহস্থালি, ইত্যাদি কোন কাজই রমণীগণকে করিতে হয় না। যে পরিবারে ২।১টী শিশু সন্তান আছে, সে শিশুর লালন পালনের ভার মাতা গ্রহণ করিতে অনেক সময় অসমর্থা। কোন ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া তাহার হস্তে শিশুগণকে সমর্পণ করা হয়। গৃহস্থালির কোন অনুষ্ঠানই পাশ্চাত্য রমণীর নাই—না গৃহরক্ষা, না সন্তান পালন।"

"আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে স্বচক্ষে যাহা দেখিতেছি, কেণ্ট্ ও ইলিয়টের কথায়ও তাহার প্রমাণ পাইলাম। গৃহস্থালি উঠিয়া যাইতেছে, সন্তান পালন উঠিয়া যাইতেছে, সন্তান প্রসবও বর্জ্জনীয় বিবেচিত হইতেছে। বিবাহের দায়িত্ব দুর্ব্বহ বোধ হইতেছে—স্ত্রী পুরুষের সমকক্ষ হইতেছে, স্ত্রীলোকেরা ব্যক্তি মাত্রে পরিণত হইতেছে। মোটের উপরে পরিবার ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।"

প্রবাসী (আষাঢ়, ১৩২৪) পত্রে তিনি আরও বলিয়াছেন :—

"বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি গ্রহণ করিব অথচ সেই পল্লীসভ্যতা যৌথ-কারবার ইত্যাদি রক্ষা করিব—ইহাই নব্যভারতের আদর্শ সন্দেহ নাই; কিন্তু সমস্যা অতি দুরূহ। যাহা হউক, যদি এই অবস্থা এবং সেই আদর্শ না থাকে, তাহা হইলে পাশ্চাত্য সমাজের পরিবার-ভঙ্গ, স্ত্রী-বর্জ্জন, স্বামী-বর্জ্জন, গৃহস্থালি বর্জ্জন, সন্তান পালন বর্জ্জন, সন্তান-প্রসব-বর্জ্জন, ব্যারেক্-জীবন,

হোটেল, রেস্তেরাঁ, কাফে, বার্ণার্ডশ, সফ্রেজিট্ আন্দোলন, রমণী-প্রাধান্য ইত্যাদি সবই ভারতবর্ষে দেখা দিবে।"

সেই সময়ে ভারতের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহাও সরকার মহাশয় জার্ম্মানির সুবিখ্যাত পণ্ডিত অগষ্ট্ বেবেলের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"পাশ্চাত্য দেশে বাস-গৃহের অভাব নিবন্ধন সেখানকার বহু নর-নারী হোটেলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরীতে বহু পরিবার একত্র বাস করে। তাহার ফলে পাশ্চাত্য সমাজে অতি ভীষণ পাপ ও কদাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।" (16)

উক্ত সরকার মহাশয় বিখ্যাতনামা হাউয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থ হইতে ভারতের ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বিবাহ-প্রথা তাহাদের মধ্যে একটি ব্যবসা মাত্র হইবে এবং স্ত্রীলোকগণ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যই তাহাদের স্ত্রীত্ব বিক্রয় করিবে।" (17)

প্রবাসী (মাঘ, ১৩২২) পত্রে ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—"হটন্ ওয়েবষ্টার আমেরিকার একজন সুপরিচিত নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। তিনি সে দিন প্রকাশ্য সভায় হিন্দুদিগকে

---

(16) "The increasing tenement house problem with the revolting improprieties that grow therefrom constitutes one of the darkest sides of our social order which leads to countless evils, vices and crimes."

(17) "With them marriage tends to become a species of purchase contract in which the woman barters her sex capital to the man in exchange for life support."

"অর্দ্ধসভ্য" (Semi-civilized) বলিয়াছিলেন। সে দিন তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম ও বলিয়াছিলাম—"আমেরিকায় প্রতিদিন অবাধে নারী হত্যার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে কি না? সহস্র সহস্র শিশু জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও সময়ে সময়ে নিহত হয় কি না? শিশুর জীবন বীমা করিয়া প্রকারান্তরে বা সাক্ষাৎ ভাবে তাহার (শিশুর) প্রাণবধ করিয়া অর্থ লাভের চেষ্টা করা হয় কি না? বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা এদেশে উৎকর্ষ লাভ করিতে করিতে এমন অবস্থায় যাইয়া পৌছিয়াছে, যাহাতে প্রত্যেক এগারটি বিবাহের মধ্যে একটী বিবাহ বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে কি না? যুক্তরাজ্যের অসংখ্য জন মণ্ডলীর নিরেট মূর্খতা দূর হইয়াছে কি না? অসংখ্য পুরুষ ও নারী পরস্পরের সহিত দুদিন ঘর করিয়া অবসাদ আসিলেই ছুতা ধরিয়া নূতনের অনুসন্ধানে বাহির হয় কি না? আমেরিকার সুবিজ্ঞ সমাজ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত জর্জ্জ হাউয়ার্ড এই পৌনঃপুনিক বিবাহ বিচ্ছেদকে সুবিধাজনক বহু বিবাহ (Economic-polygamy) আখ্যা দিয়াছেন কি না? কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু বিবাহ আছে কি না? সমাজ ও আইন ঘটিত না হইলেও যুবক যুবতীর লৌকিক সমাগম ও সন্তান সম্ভাবনা যুক্তরাজ্যে অতি সাধারণ ঘটনা কি না? অ-শ্বেত যাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র ট্রামগাড়ী আছে কি না? জীবন্ত নিগ্রোকে নৃশংসভাবে হত্যা করার প্রথা এখনও দেখা যায় কি না?"

"মানসী ও মর্ম্মবাণী" (চৈত্র, ১৩২৯) বিলাতের "লয়েড্‌স্

মেগাজিন" (জুন, ১৯২০) পত্রিকা হইতে সে দেশের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহা হইতে ২।১টি কথা উল্লেখ করিলাম :—

"ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে শতকরা নব্বই জন চঞ্চল প্রকৃতি নব্যানারী তাহাদের সংসারের প্রতি, সন্তানের প্রতি এবং তাহাদের স্বামীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে।"

"যুবক বা বৃদ্ধ, বিবাহিত, বা অবিবাহিত, সকলেরই চারিদিকে ভীষণ প্রলোভনজাল বিস্তৃত রহিয়াছে। যুবতী বা প্রৌঢ়া সুন্দরী বা অসুন্দরী সকলেই—আজকাল ক্রমাগত পুরুষের গায় ঢলিয়া পড়িতেছে, সতীত্ব রত্ন বিলাইয়া দিবার জন্য তাহারা উদগ্রীব।" (18)

পাশ্চাত্য সমাজের উপর্যুক্ত নানা কুরীতি কুনীতি ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজেও প্রবেশ করিতেছে। তাই আজ হিন্দু সমাজের চারিদিকে নানা অশান্তি, পাপ, তাপ, ব্যাভিচার এবং শিশু মৃত্যু দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এ দেশের শিক্ষিতা রমণীগণের সন্তান পালন সম্বন্ধে

---

(18) "Undoubtedly in nine eases out of ten the mad restlessness of the modern woman, discontant with her home, with her lot, with herself, with her children and with her husband."

"And we have to remember we must not lose sight of the terrible tempations to which all our men, young and old, married or unmarried, have been and are being subjected on all sides. Woman young and old, plain and pretty are now-a-days, alas, contiunally flinging themselves at men's heads asking only to be allowed to sacrifice themselves."

(See The Modern Marriage Problen, by Mrs Alfred Praga. Lleoyd's Magazine. June, 1920.)

ভক্তিভাজন, সুপণ্ডিত ৺শিবনাথ শাস্ত্রী এম-এ মহোদয় "প্রবাসী" পত্রে (অগ্রহায়ণ, ১৩১৯) কি লিখিয়াছেন দেখুন ঃ—

"পতিসেবা ও সন্তান পালন নারীর প্রথম ও প্রধান পারিবারিক কার্য্য। এই কার্য্য তাহার সর্ব্বাগ্রে, অপরাপর কার্য্য তৎপরে। যতদিন নারীগণ অবরোধে আবদ্ধ আছেন এবং বিবিধ পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে বাস করেন, ততদিন এই প্রধান কার্য্যের ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কা নাই। নারীকে যখন অবরোধ হইতে উন্মোচন করা যায় তখনই এইরূপ চিন্তা ও ভয়ের কারণ থাকে, তখন নারী বিবিধ সামাজিক কার্য্যে এরূপ ব্যাপৃতা হইয়া পড়েন অথবা আমোদ প্রমোদে ও সুখের নেশায় এরূপ মাতিয়া যাইতে পারেন যে, এই প্রথম কার্য্যটি দ্বিতীয় স্থানে রাখিয়া অন্য কার্য্য বা সুখ লালসায় ব্যাপৃতা হইয়া পড়েন।"

"অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, পতি পুত্র ও কন্যাদিগকে খাওয়াইবার শোয়াইবার ভার দাস-দাসীদের উপর দিয়া গৃহের গৃহিণী বাহিরের আমোদ প্রমোদে মাতিয়া বেড়াইতেছেন। পুত্র কন্যাগণ বিদ্যালয় হইতে আসিয়া দেখেন মা ঘরে নাই, তিনি বাহিরের কাজে সঙ্গিনীর সঙ্গে আমোদে প্রমোদে বাহিরে আছেন। এক আধ দিন বা কালে ভদ্রে এইরূপ ঘটিলে তত দুঃখের বিষয় হয় না, কিন্তু সর্ব্বদা এইরূপ ঘটা অতীব শোচনীয়।"

"অনেক গৃহস্থের দোষে জননী অতিরিক্ত মাত্রায় চাকর বাকরের হাতে সন্তানদিগকে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তাহারা অধিকাংশ সময় দাস-দাসীর সহিত কাটায়, মায়ের চক্ষের উপর থাকে না।

দাস-দাসীদের সঙ্গে থাকিয়া কুৎসিত আলাপ ও কুৎসিত ব্যবহার দেখে, উহাতে তাহাদের সুশিক্ষার বড়ই ব্যাঘাত হয়।”

পাশ্চাত্য সমাজ ও হিন্দুর কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য সমাজের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা দিন দিন অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। পাশ্চাত্য রমণীগণ অনেকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্তান-পালন করেন না। বিলাসিতা ইত্যাদি পাশ্চাত্য সভ্যতার নানা কারণে পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ জননীগণেরই স্তন্যদুগ্ধ বিশুদ্ধ থাকে না। এতদ্ভিন্ন পাশ্চাত্য দেশের কুমারীগণের গর্ভ সঞ্চার হইলে তাহারা কোন আশ্রমে বা হাসপাতালে যাইয়া অতি গোপনে প্রসব করিয়া থাকে। সুতরাং পাশ্চাত্য দেশের কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষিত লোকেরা শিশু-পালন ও রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া নানা সভা-সমিতি, আশ্রম ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছেন। তথায় অসংখ্য ধাত্রী ও ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা শিশুগণকে কৃত্রিম প্রণালীতে পালন করিয়া থাকেন। নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপে শিশুদের অকাল-মৃত্যু নিবারণের উদ্দেশ্যে একটী সমিতি প্রাণান্ত যত্ন, চেষ্টা ও অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছে। আমেরিকাতেও সন্তানের লালন পালন জন্য নানা সভা-সমিতি, আশ্রম ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

হিন্দুর দেশে সন্তান-পালন ও রক্ষার জন্য সভাসমিতি, প্রদর্শিনী, আশ্রম ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ত কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। সেই অনাদি কাল হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণের পূর্ব্ব

পর্য্যন্ত হিন্দু জননীগণ বিশুদ্ধ মাতৃ ও গো-দুগ্ধ দ্বারাই স্বহস্তে নিজ নিজ সন্তান-পালন করিতেন। কৃত্রিম পথ্য এবং ধাত্রী দ্বারা হিন্দু জননীরা কখনও শিশুদিগকে লালন পালন করিতেন না।

আর একটী অতীব গুরুতর তত্ত্ব আজ বঙ্গের হিন্দু সন্তানগণের সমীপে কাতর প্রাণে নিবেদন করিব। কথাটা এই :—

পাশ্চাত্য দেশের শিশুগণকে কৃত্রিম প্রণালীতে অর্থাৎ ধাত্রী ও ভৃত্যাদি দ্বারা এবং কৃত্রিম ফুড্ ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া লালন পালন করার ফলে সে দেশের অকাল-মৃত্যু ও স্বাস্থ্যহীনতা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু এইরূপ কৃত্রিম প্রণালীতে সন্তান লালন পালন করিলে ঐ পাশ্চাত্য জাতিদের অস্তিত্ব জগতে কত দিন থাকিবে? পাশ্চাত্য সমাজের জনসংখ্যা হ্রাস ও শিশুগণের মৃত্যু-সংখ্যা-বৃদ্ধি এবং অতি ভীষণ ভ্রূণ-হত্যা দর্শন করিয়া সে সকল দেশের মহাপ্রাজ্ঞ ও সমাজ-হিতৈষী মহাত্মারা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। আমেরিকার বিখ্যাতনামা ডাক্তার নেথান্ এলেন্ মহোদয় গভীর দুঃখের সহিত কি বলিয়াছেন দেখুন :—

"আমেরিকায় শিশুগণের জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক দৃষ্ট হয়। আমেরিকার পরিবারগুলি মোটেই বৃদ্ধি পাইতেছে না। এই ভাবে চলিলে আর ৫০ কি ১০০ বৎসর পরে এ জাতির (আমেরিকার) দশা কি হইবে?" (19)

(19) "Dr. Allen says—"Examining the number of deaths, we find that there are absolutely more deaths than births

প্যারির মেডিক্যাল পত্রে বিখ্যাত ডাক্তার পল কার্ণো মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—"ফরাসী দেশের মহিলারা যদি জননী হইবার জন্য অতিমাত্রায় যত্ন চেষ্টা না করেন, তবে ২০ বৎসরের মধ্যেই ফরাসী জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে।"

অতএব হিন্দুদের আর পাশ্চাত্য সমাজের রীতিনীতির কিছুতেই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য নয়। পাশ্চাত্য জাতিরা যদি জগতে তাঁহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আজ হউক, কাল হউক, পাশ্চাত্য জাতিদের হিন্দুর রীতিনীতিগুলির অনুসরণ করিতেই হইবে। কারণ পাশ্চাত্য দেশের সুবিজ্ঞ ও সমাজহিতৈষী পণ্ডিতগণ নিত্য নিত্য সমাজের পরম হিতকর যে সকল তথ্যের আবিষ্কার করিতেছেন, তাহার প্রত্যেকটী হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত ও হিন্দু-বিজ্ঞান সম্মত।

হিন্দু সন্তানগণ! আপনারা এখনও সাবধান হউন। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ না করিয়া হিন্দু সভ্যতার অনুসরণ করুন, হিন্দু জাতিকে এই ভীষণ অকাল-মৃত্যু বা ধ্বংশ হইতে রক্ষা করুন!

among the strictly American children, * * The birth-rate in the State of New York shows the same fact, that American families do not increase at all, and inspection of the registration in other States shows that the same remark applies to all. What then is to be the state of society in New England fifty or a hundred years hence?" See The Science of a New Life, by Dr. J. Cowan M. D., P. 276,)

৬। বিশুদ্ধ মাতৃ-স্তন্য-দুগ্ধের অভাব।

যে যে কারণে মাতৃ-স্তন্য-দুগ্ধ দূষিত বা বিষাক্ত হয়, সে সম্বন্ধে মহর্ষি সুশ্রুত লিখিয়াছেন ঃ—

"ক্রোধ শোকাবাৎসল্যাদিভিশ্চ স্ত্রিয়াঃ
স্তন্যনাশো ভবতি।"

অর্থাৎ ক্রোধ, শোক, অপত্য স্নেহের অভাব ইত্যাদি নানা কারণে জননীর স্তন্য-দুগ্ধ বিকৃত বা বিষাক্ত হইয়া যায়।

"মিথ্যাহারবিহারিন্যা দুষ্টা বাতাদয় স্ত্রিয়াঃ—।"

অর্থাৎ মিথ্যা আহার, বিষম দ্রব্য আহার ও বিহারাদি নানা কারণে স্তন্য-দুগ্ধ বিষাক্ত হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও ঠিক ঐ সকল কারণই উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা—

১। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।

২। মানসিক উত্তেজনা বা অবসাদ।

৩। হঠাৎ ভয়, ত্রাস ইত্যাদি।

৪। মানসিক উদ্বেগ ও শোক।

৫। ক্রোধ।

৬। বাৎসল্যের অভাব।

৭। নাটক নভেল পাঠ।

৮। জ্যাকেট্, করসেট্ ইত্যাদি পরিচ্ছদ ব্যবহার।

৯। বিলাসিতা।

১০। গৃহকর্ম্মের প্রতি অবহেলা।

১১। অবরোধ প্রথার শিথিলতা।

১। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বশতঃই আজকাল জনকজননীগণের স্বাস্থ্য অত্যন্ত অবনত হইয়া পড়িতেছে। জননীগণ অপুষ্টিকর ও ভেজাল খাদ্যদ্রব্য আহার করার ফলে তাহাদের স্তন্য-দুগ্ধ বিকৃত বা বিষাক্ত হইয়া থাকে এবং পরিমাণ হ্রাস পায়। সেই বিকৃত এবং অপ্রচুর মাতৃ দুগ্ধ পান করিয়া শিশুদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। (1)

২। মানসিক উত্তেজনা বা অবসাদ।

জননীর মানসিক কোন প্রকার উত্তেজনা বা অবসাদ হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহার স্তন্য-দুগ্ধ বিকৃত, বিষাক্ত ও পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায়। তাহা পান করিলে শিশুর জ্বর ও পেট বেদনা ইত্যাদি নানা পীড়া প্রকাশ পায়। (2)

(1) "The taste and qualities of the milk are easily affected by diet. If the mode of living be full and luxurious, the milk may become too rich, having too large a quantity of cream." (See The Maternal Management of Children, by Dr. T. Bull, M. D., P. 35)

(2) "A fretful temper will lessen the quantity of milk, make it thin and serous, and cause it to disturb the child's bowels, producing fever and griping." (See Ditto p. 35)

৩। হঠাৎ ভয় ত্রাস ইত্যাদি।

জননীগণ কোন কারণে হঠাৎ ভয় বা ত্রাস প্রাপ্ত হইলে দুগ্ধ অতীব বিকৃত হয়। (3)

৪। মানসিক উদ্বেগ বা অবসাদ।

জননীগণের কোন প্রকার মানসিক উদ্বেগ বা অবসাদ ঘটিলে তখনই তাহার স্তন্য-দুগ্ধ বিষাক্ত হইয়া যায়। (4)

৫। ক্রোধ।

জননীর মনে ক্রোধের উদ্রেক হওয়া মাত্রই তাহার স্তন্য-দুগ্ধ অতীব বিকৃত হয়। শিশু সেই দুগ্ধ পান করিলে সবুজবর্ণ মলত্যাগ করে ও পেট বেদনা হইয়া থাকে। (5)

৬। বাৎসল্যের অভাব।

ডাক্তার চাভাসী মহোদয় লিখিয়াছেন—"যে জননী নিজের স্তন্য-দুগ্ধ দ্বারা সন্তান পালন করেন না এবং সন্তানের লালন পালনের ভার দাস দাসীর হস্তে ন্যস্ত করেন, সেই জননীর সন্তানের

(3) "Fear and terror would seem to produce a powerful sedative effect upon the milk". (See ditto)

(4) "Grief or anxiety of mind often so diminish the secretion as to render other aid necessary for the sustaienance of the child." (See Ditto)

(5) "Fits of anger produce a very irritating milk, followed by griping in the infant, with green stools". (See Ditto)

প্রতি স্নেহ মমতা জন্মে না, সন্তানেরও মাতার ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জন্মিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন সেই জননীর স্তন্য-দুগ্ধ একেবারে হ্রাস পাইয়া থাকে। (6)

৭। নাটক নভেল পাঠ।

বর্ত্তমান সময়ে এদেশের শিক্ষিতা ও অল্পশিক্ষিতা জননীগণ প্রায় সকলেই বাজারের নিকৃষ্ট শ্রেণীর নাটক নভেল পাঠ করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা নাটক নভেল পাঠেও জননীদের গুরুতর মানসিক অবনতি ঘটে ও তাহার ফলে স্তন্য-দুগ্ধও বিকৃত হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৮। জ্যাকেট্, করসেট্ ইত্যাদি পরিচ্ছদ ব্যবহার।

জ্যাকেট্, করসেট্ ইত্যাদি পরিচ্ছদ ব্যবহারে স্তন-গ্রন্থির ও বুকের এবং উদরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রের উপরে গুরুতর চাপ পড়ে ও যন্ত্রগুলির ক্রিয়া বিকৃত হইয়া যায়। তাহার ফলে স্তন-গ্রন্থির ক্রিয়া একেবারে বিনষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং স্তন্য-দুগ্ধও বিষাক্ত হয়। (7)

---

(6) "There children dwell who know no parent's care,
Parents who know no children's love dwell there."

(Crabbe)

(See Advice to a wife, by Dr. Chavasses. p. 293)

(7) "The chest is cribbed in with stays." (See Dr. Chavasse's Advice to a mother.)

৯। বিলাসিতা, পাশ্চাত্য সভ্যতার ও রীতি নীতির অনুসরণ।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের অধিকাংশ রমণী বিলাসিনী হইয়া পড়িয়াছেন। ফলতঃ পাশ্চাত্য দেশের বিকৃত সভ্যতার অনুসরণ করিয়া হিন্দু রমণীগণ দিন দিন স্বাস্থ্যহীন ও শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছেন। পাশ্চাত্য দেশের সুবিজ্ঞ সমাজ-হিতৈষী মহাত্মাগণ, বিলাসিতার ফলে পাশ্চাত্য রমণীগণের কি শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে, তাহা জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

জগৎবিখ্যাত ডাক্তার চাভাসী মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

"বিলাসিতার অপর নাম আত্মহত্যা। হায়! বিলাসিতা-রূপ প্রতিমার নিকট অগণিত শিশু প্রতিনিয়ত বলি দেওয়া হইতেছে।" (8)

তিনি আরও লিখিয়াছেন—"পাশ্চাত্য দেশের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার এবং বিলাসিতা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর! ইহার ফলে ডাক্তারদের ব্যবসাই বৃদ্ধি পাইতেছে।" (9)

বিলাসিতার ফলে পাশ্চাত্য দেশের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে, সুবিখ্যাত ডাক্তার চাভাসী মহোদয়

---

(8) "Fashion is oftentimes but another name for suicide and for baby-slaughter—for "massacre of the innocents!" (See Dr. Chavasse's, Advice to a wife, page 9)

(9) "The customs, habits and luxuries of the present day are very antagonistic to health, they can only make work for the doctor." (See Ditto p. 63)

বিলাতের মাতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া গভীর দুঃখের সহিত কি বলিয়াছেন দেখুন ঃ—

"হে ইংলণ্ডের মাতৃবৃন্দ। আমি সানুনয়ে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা আপনাদিগের বালিকাদিগকে বিলাসিতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার হাত হইতে রক্ষা করুন। আপনাদের বালিকারা বাহিরে বা গৃহে কোন কর্ম্ম করে না। তাহারা শারীরিক পরিশ্রম করে না। তাহারা শীর্ণকায় এবং তাহাদের গমনে ও কথনে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। ব্যায়ামাদির অভাবে তাহাদের মাংসপেশীসমূহ ফিতার ন্যায় ও মুখ মণ্ডল কাগজের ন্যায় সাদা দেখা যায়। হায়, বিলাসিতারূপ প্রতিমার নিকট কত অসংখ্য বালিকাকে বলিদান করা হয়!" (১০)

১০। গৃহ কর্ম্মের প্রতি অবহেলা।

স্তন্য-দুগ্ধ বিশুদ্ধ রাখার সর্ব্বপ্রধান উপায় জননীগণের গৃহ কর্ম্মের প্রতি সর্ব্বদা মনোনিবেশ করা। গৃহকর্ম্মে সর্ব্বদা

---

(10) "Mothers of England! do let me entreat you, ponder well upon what I have said. Do rescue your girls from the bondage of fashion and of folly, * * * your girls, many of them, at least, have no work, either in the house or in the open air—they have no exercise whatever. They are poor, drawling, dawding, miserable nonentities, with muscles, for the want of proper exercise, like ribands; and with faces, for the lack of fresh air, as white as a sheet of paper. What a host of charming girls are yearly sacrificed at the shrine of fashion and of folly!" (See Dr. Chavasse's Advice to a Mother, p. 399.)

ব্যাপৃত থাকিলে জননীগণের স্বাস্থ্য উন্নত থাকে, অন্য কোন প্রকার ব্যায়াম করাও আবশ্যক হয় না। প্রাচীন ভারতের আর্য্য ঋষিগণ হিন্দু জননীগণকে গৃহ কর্ম্মে সর্ব্বদা বিশেষ ভাবে নিযুক্ত থাকিতে উপদেশ প্রদান করিতেন।

এ সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার চাভাসী মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

"আমি জননীগণকে তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহ কর্ম্মের প্রতি মনোনিবেশ করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। জননীগণ গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিলে তাঁহাদের শরীর ও মন যে প্রকার প্রফুল্ল, সুস্থ এবং সর্ব্ববিষয়ে উন্নত থাকে, সেরূপ আর অন্য কিছুতেই থাকে না।" [11-A]

"জননীগণের কোন প্রকার সভা সমিতিতে অথবা বলনাচ ইত্যাদি ব্যাপারে যোগদান করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়। ঐ সকল ব্যাপারের সহিত জননীগণের কোন সম্বন্ধই থাকা উচিত নহে। কারণ জননীগণের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য সন্তান-পালন এবং গৃহ কর্ম্মে মনোনিবেশ করা। এ জগতে ইহা অপেক্ষা আনন্দদায়ক ও সুখকর ব্যাপার জননীগণের আর কিছুই নাই।" [11-B]

(11-A) "I strongly recommend a nursnig mother to attend to her household duties. She is never so happy, or so well, as when her mind is moderately occupied with something useful. She never looks so charming as when she is attending to her household duties—

"For nothing lovelier can be found
In woman, than to study household good."—(Milton)

(11-B) "I do not mean by occupation, the frequenting of

"দরিদ্রা জননীগণ গৃহ কর্ম্মে সর্ব্বদা মনোনিবেশ করে; তাহার ফলে তাহাদের স্তন্য-দুগ্ধ অতীব বিশুদ্ধ ও যথোচিত পরিমাণে থাকে। আর ধনী ও বিলাসিনী রমণীগণের স্তনে দুগ্ধ একেবারেই থাকে না। বাস্তবিক পক্ষে ধনী ও উচ্চ শ্রেণীর বিলাসিনী রমণীগণ সন্তান পালনরূপ স্বর্গীয় সুখ হইতে বঞ্চিতা থাকেন।" [11-C]

"বিলাসিতা এবং রোগ, পরিশ্রম এবং স্বাস্থ্য, সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। এজন্যই গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা দরিদ্রা রমণীগণের স্তন্য-দুগ্ধ বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্য উন্নত দেখিতে পাওয়া যায়।" (11-D)

"দরিদ্রা রমণীগণ শারীরিক পরিশ্রম করে বলিয়াই তাহারা অতি

balls, or of parties. A nursing mother has no business to be at such places; she ought to devote herself to her infant and to her household, and she will then experience the greatest happiness the world can afford."

(11-C) "One reason why the poor make so much better nursing mothers than the rich is, the former have so much occupation. The latter having no real work to do, the health becomes injured, and in consequence the functions of the breast suffer. Indeed, many a fashionable lady has no milk at all, and is therefore compelled to give up one of her greatest privileges and enjoyments."

"A rich mother, who has no work to do, and who lives sumptuously, has frequently no milk; while a poor mother who has to labour for her daily bread, and who has to live sparingly, has generally an abundance of milk."

(11-D) "Luxury and disease, toil and health, generally go together hand in hand." (See Dr, Chavasse's Advice to a wife

সুন্দর, প্রিয়দর্শন সন্তান, আর ধনী ও বিলাসিনী রমণীগণ রুগ্ন ও অল্পায়ু সন্তান লাভ করেন। মহাত্মা কারলাইল্ মহোদয় বলিয়াছেন যে, "শারীরিক পরিশ্রম ও গৃহকর্ম্মে সর্ব্বদা মনোনিবেশ করিলে কোন প্রকার দুঃখ ও দৈন্য থাকিতে পারে না।" (12-A)

সুবিখ্যাত কবি গ্রে মহোদয়ও বলিয়াছেন যে, "সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে হইলে গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করা উচিত।" (12-B)

"যে সকল জননী সর্ব্বদা অলসভাবে চেয়ারে বসিয়া দিন কাটান, কোন প্রকার পরিশ্রম করেন না, তাঁহাদের স্তন্য-দুগ্ধ একেবারেই বিকৃত হইয়া যায় এবং তিনি হিষ্টিরিয়া, দুর্ব্বলতা ও অজীর্ণতা প্রভৃতি নানা পীড়ায় আক্রান্ত ও জড়বৎ হইয়া পড়েন। শিশু ঐ বিকৃত দুগ্ধ পান করিয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়।" (12-C)

(12-A) "Poor women have the healthy, the chubby, the rosy, the laughing children ; and you, ye rich ones, have the unhealthy, the attenuated, the sallow, the dismal little ones, men and women who are constantly under the doctor's care and who have to struggle for their very existence !"

"For work is the grand cure of all the maladies and miseries that ever beset mankind—honest work, which you intend getting done." (Carlyle's Inaugural Address.)

(12-B) "To be employed is to be happy". (Grey)

(12-C) "A mother who is listless and idle, lounging the greater part of every day in an easy chair, or reclining on a sofa, usually makes a miserable and a wretched nurse. She is hysterical, nervous, dyspeptic, emaciated, and dispirited ; she has but little milk, and that little of bad quality ; her baby,

প্রাচীনা হিন্দু রমণীরা অন্তঃপুরে অতি পবিত্র ও প্রফুল্ল চিত্তে অবস্থান করিতেন। কোন প্রকার মানসিক উদ্বেগ বা চিন্তা তাঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হইত না। সর্ব্বদা নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃতা থাকিতেন। সুতরাং তাঁহাদের স্তনে অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্র দুগ্ধের সঞ্চার হইত। এই অতীব বিশুদ্ধ ও পবিত্র মাতৃ স্তন্য-দুগ্ধ পান করিয়া প্রাচীন কালের হিন্দুরা নীরোগ, বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ, দীর্ঘজীবী, সহিষ্ণু, হৃদয়বান ও ধর্ম্মপরায়ণ হইতেন।

১১। অবরোধ প্রথার শিথিলতা।

আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চাত্য ডাক্তারি শাস্ত্র, ঋতুমতী, গর্ভবতী, স্তন্য-দায়িনী রমণীগণের যে সকল নিয়ম পালন করিতে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিয়াছেন বা ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই সকল নিয়ম সম্যক পালন করিতে হইলে রমণীগণের নিভৃত ও পবিত্র স্থানে—সংসারের সর্ব্বপ্রকার জঞ্জালের বাহিরে থাকা একান্ত আবশ্যক। তাই হিন্দু শাস্ত্রকারগণ আর্য্য রমণীগণকে অতি পবিত্র ও নিভৃত স্থানে অর্থাৎ অন্তঃপুরে বাস করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্যেরা অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে যাহাই বলুন না কেন, আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাই যে, ভারতের আর্য্য ঋষিগণ অতি উচ্চ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে এই সুপ্রথা হিন্দু সমাজে

---

is puny, pallid, and unhealthy, and frequently drops into an untimely grave. (See Dr. Chavasse's Advice to a wife, PP. 309 to 312)

প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলি যথাসাধ্য নিম্নে আলোচনা করিব।

ঋতুমতী নারীর সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রকারগণ নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

মহর্ষি সুশ্রুত বলেন :—

"পূর্ব্বং পশ্যেদৃতুস্নাতা যাদৃশং নরমঙ্গনা।
তাদৃশং জনয়েৎ পুত্রং ভর্ত্তারং দর্শয়েদতঃ॥"
(সুশ্রুত-সংহিতা, ২য় অধ্যায়, ২৬ শ্লোক)

অর্থাৎ ঋতুস্নানের পর নারী যাহাকে প্রথম দর্শন করে, তাহার সন্তান তাহার সদৃশ হইবে। এজন্য ভর্ত্তার মুখই সর্ব্ব প্রথম অবলোকন করিবে।

অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতায় মহামতি বাগ্‌ভট্ট লিখিয়াছেন :—

"গর্ভোপপত্তৌ তু মনঃ স্ত্রিয়া যং জন্তুং ব্রজেত্তৎসদৃশং প্রসূতে।"

অর্থাৎ বীজ গ্রহণের সময় স্ত্রীর মন যে জন্তুতে গমন করিবে, সন্তান সেই জন্তুর সদৃশ হইবে। চক্রপাণি বলেন, যে জন্তুর ধ্যান করিবে, সন্তান সেইরূপ হইবে।

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"পূর্ব্বং পশ্যেদৃতুস্নাতা যাদৃশং——।"

অর্থাৎ ঋতুমতী স্ত্রী (চতুর্থ-দিবসে) ঋতুস্নান করিয়া সর্ব্বাগ্রে ভর্ত্তাকে কিম্বা পুত্রাদি প্রিয়জনকে দর্শন করিবে। কারণ ঋতু-স্নানের পরে যেরূপ পুরুষ দর্শন করে, সেইরূপ সন্তান জন্মে।

বিখ্যাত ডাক্তার কার্পেণ্টার মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"গর্ভাবস্থায় মাতার বিশেষ কোন ধারণা হইলে সন্তান তাহা প্রাপ্ত হইবে।" (13)

"কোন স্ত্রীলোকের কোন পুরুষের প্রতি সুদৃঢ় ধারণা জন্মিলে, যদি কোন ইন্দ্রিয় দোষ নাও থাকে, তথাপি ঐ ধারণা বশতঃ তাহার সন্তান ঐ পরপুরুষের ছায়া প্রাপ্ত হইবে।" (14)

বিখ্যাত ডাক্তার রডক্ মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

"ভয় ত্রাস ভিন্ন যে কোন ধারণা স্ত্রীলোকের মনে হইবে, সন্তানে তাহা প্রাপ্ত হইবে।" (15)

বিখ্যাত ডাক্তার ড্যান্‌কেন্ মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

"ভ্রূণের পরিবর্দ্ধনের সহিত মাতার মানসিক ধারণার অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে দেখা যায়। গর্ভাবস্থায় মাতার মনে

(13) "A strong persistant impression upon the mind of a mother, has appeared to produce a corresponding effect upon the development of the fœtus in utero". (See Dr. Carpenter's Physiology, Page 943).

(14) "What a mental impression made upon the female by a particular male, will give the offspring a resemblance to him, even though she has had no sexual intercourse with him". (See Ditto p. 990)

(15) "We might quote numerous instances, some from our own experience, in which most unquestionably congenital deformity could be accounted for only by impressions received by the mother during pregnancy, Any strong, striking impressions, not necessarily the result of fright or terror, may affect the child." (See Lady's Manual by Dr. E. H. Ruddock M. D, Page 122.)

বাহ্যবস্তু দ্বারা যে ধারণা জন্মে, গর্ভস্থ ভ্রূণও তদ্দারা সেইরূপ আকৃতি বা বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" (16)

"একটী আইরিশ রমণী গর্ভাবস্থায় একদিন রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে একটি হাতের আঙ্গুলহীন ভিক্ষুক ঐ হাত তুলিয়া উক্ত রমণীর নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিল। এই ঘটনার পরে যথা সময়ে উক্ত রমণীর এক কন্যা সন্তান জন্মে। তখন দেখা গেল যে, ঐ নবজাত কন্যাটীরও ঐ হাতের অঙ্গুলী নাই।" (17)

অবরোধ প্রথা রমণীগণের পবিত্রতা ও মাতৃত্ব বিকাশের সম্পূর্ণ অনুকূল। পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞানী, বহুদর্শী ও চিন্তাশীল মহাত্মারাও অবরোধ প্রথার সৌন্দর্য্যে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। বিখ্যাতনামা আইরিশ কবি মূর অবরোধ প্রথার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। (18)

(16) "Vivid mental impressions have a direct effect on the development of the foe'us. Many cases are on record in which infants were born with marks or deformities corresponding in character with objects, which had been seen and had made a strong impression, on the maternal mind as some period of gestation."

(See Diseases of Infant and children, T. C. Diencan, M. D., P. 103)

(17) Dr. Smith says—"An Irish woman * * was passing alone a street in the first month of her gestation, when she was accosted by a beggar, who raised his hand destitude of thumb and finger, and in God's name asked for alms * * A female infant was born, otherwise perfect, but lacking the fingers and thumb of one hand." (See Ditto)

(18) "Oh what a pure and sacred thing,
Is beauty curtained from the sight

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত আলিসন্ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"গৃহের পবিত্রতাই সামাজিক ও ব্যক্তিগত সুখের প্রধান কারণ। যে সকল অমঙ্গল এই পবিত্রতার বাধাজনক, তাহার প্রতিষেধক ঔষধ চিরকাল প্রাচ্যদেশের অবরোধ প্রথাতে নিহিত রহিয়াছে। প্রাচ্যদেশে চিরকাল যে প্রকার পবিত্রতা রক্ষা পাইয়াছে, সে প্রকার পবিত্রতা ইয়োরোপে রক্ষিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইয়োরোপীয় সমাজে স্ত্রী পুরুষের স্বাধীন-বিচরণ, ইয়োরোপীয় প্রধান প্রধান নগরে অসংখ্য দরিদ্র স্ত্রী পুরুষের একত্র বসবাস, অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং শ্রমজীবীদের অপরিমিত মদ্যপান প্রভৃতি কারণ সমূহে ইয়োরোপীয় সমাজ সর্ব্বত্রই অতি গভীর পাপে ও দুর্দ্দশায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইয়োরোপীয় নগর সমূহে ব্যভিচারিণীর সংখ্যা এত বেশী যে, প্রাচ্যদেশে তাদৃশ সংখ্যা সর্ব্বত্রই অত্যন্ত বিরল। ইয়োরোপে স্ত্রী পুরুষের সর্ব্বদা একত্র সম্মিলন এবং তজ্জনিত দুর্দ্দমনীয় রিপুগণের উত্তেজনা প্রভাবে যে রীতিনীতি ও চরিত্র সংগঠিত হইয়াছে, প্রাচ্যদেশে মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে অবরোধ প্রথার প্রচলন থাকায় তদপেক্ষা অনেক

Of the gross world, illumining
One only mansion with her light!
Unseen by man's disturbing eye,
The flower that blooms beneath the Sea
Too deep for sunbeams, doth not lie
Hid in more chaste obscurity."

পরিমাণে বিশুদ্ধ আচার নিষ্ঠা এবং উন্নত চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।" (19)

অতএব অবরোধ প্রথার স্বপক্ষে অনেক বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক কারণ দেখিতে পাইতেছি, যথা ঃ—

১। আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্র এক বাক্যে বলেন

(19) "If the purity of domestic manners be, as it undoubtedly is, the great source of both public grandeur and private happiness, a powerful antidote to the numerous evils by which they are oppressed has, in every age, been found from this cause (female seclusion) in the East * * * it may be doubted whether the sacred fountain of domestic life has been preserved so pure among the poor and needy of its crowded kingdoms, as in the seclusion of the East. The unrestrained social intercourse of the sexes, the incessant activity which prevails, the close proximity in which the poor men and women in great cities are accumulated together and the general license of manners, which has flowed from the liberty that prevails and the passion for ardent spirits which is so common among the working classes, have produced a far greater degree of general vice and misery in Europe, than has ever obtained, at least among the middle and lower ranks in the East."

"The enormous mass of female profligacy which overspreads all our towns is there almost unknown. From the seclusion of the harem have, in the middle classes, flowed purer manners and a more elevated character than has resulted from the constant intermixture of the sexes and the vehement passions to which it gives rise."

যে, "জননী সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও পবিত্র চিত্তে অবস্থান করিলে তাহার স্তন্য-দুগ্ধ অতীব বিশুদ্ধ থাকে।" (20) প্রাচীনা হিন্দু রমণীরা অন্তঃপুরে অতি পবিত্র ও প্রফুল্ল মনে অবস্থান করিতেন; মানসিক কোন প্রকার উত্তেজনা বা অবসাদের কারণ দৃষ্ট হইত না, তাই তাঁহাদের স্বাস্থ্য উন্নত ও স্তন্য-দুগ্ধ অতীব বিশুদ্ধ থাকিত। (21)

২। নিম্নলিখিত কারণে গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে। যথা, বহু জনাকীর্ণ স্থানে গমন, যানারোহণ, শরীর সঞ্চালন, পতন, আঘাত, নৃত্য, অপ্রিয় শব্দ শ্রবণ, ভীষণ দৃশ্য দর্শন, দূরদেশে গমন ইত্যাদি। এই সকল নানা কারণেও রমণীদের যেখানে সেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য নয়। অবরোধ প্রথার গণ্ডির মধ্যে থাকিলে ঐ সকল কারণে গর্ভপাত হইতে পারে না।

৩। রমণী হৃদয় ভগবান এক আশ্চর্য্য উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কোন রমণীর যদি কোন পরপুরুষের প্রতি সুদৃঢ় ধারণা জন্মে তবে তাহার গর্ভস্থ সন্তান সেই পরপুরুষের ছায়া প্রাপ্ত

---

(20) "A tranquil temper, and a happy, cheerful disposition tend greatly to promote the production of healthy milk."

(See Hints to Mother, by Dr. Bull, M. D,, Page 234)

(21) "There is no secretion of the human body that exhibits so quickly the injurious influence of the depressing emotions as that of the breast." (See Ditto)

"She ought strictly to avoid crowded rooms; her mind should be kept calm and unruffled as nothing disorders the milk so much as passion and other violent emotions of the mind."

(See Dr. Chavassl's Advice to a mother, p. 59)

হইতে পারে। আর্য্য ঋষিরা এই সকল কারণেই হিন্দু জননীগণকে যৌবন সময়ে (ঋতুর সময়, গর্ভাবস্থায়, ও স্তন্য-দানের সময়) পরপুরুষের সংস্রবে যাইতে বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

৪। ঋতু স্নানের পরে, গর্ভাবস্থায় ও স্তন্য-দানের সময় জননী কোন ভীষণ বা কুৎসিত দৃশ্য অর্থাৎ কোন ভীষণ আকৃতির মানুষ বা জীবজন্তু অথবা কোন কুৎসিত ভীষণ আকৃতির ছবি, কোন অন্ধ, আতুর, অঙ্গহীন মানুষ দর্শন করিলে তাহার গর্ভস্থ সন্তান বিকৃত বা অঙ্গহীন হইয়া যায়। এইরূপ অতীব গুরুতর নানা কারণেও ঋষিরা হিন্দু রমণীগণকে যৌবন সময়ে যথা তথা যাইতে বা কোন অপ্রিয় বা ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

৫। ঋতুমতী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনী রমণী হঠাৎ কোন ভয় প্রাপ্ত হইলে বা মনে ক্রোধের সঞ্চার হইলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্তন্য-দুগ্ধ একেবারে বিকৃত বা বিষাক্ত হইয়া যায়। অতএব জননীগণকে বাহিরের সর্ব্ব প্রকার জঞ্জাল হইতে সর্ব্বদাই দূরে রাখা উচিত।

৬। পাশ্চাত্যেরা ও পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু সন্তানগণ অনেকেই বলেন যে, অবরোধ প্রথার ফলেই হিন্দু জননী ও শিশুগণের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া থাকে। কথাটা আদৌ সত্য নহে। যাঁহারা এক দিনের জন্যও পর্ব্ব উপলক্ষে হিন্দুর কোন তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছেন বা যাঁহারা যোগ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে অসংখ্য-অগণিত প্রাচীনা হিন্দু রমণীদের দেখিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, প্রাচীনা হিন্দু মহিলাদের ন্যায় বলিষ্ঠা, সুস্থা, কর্ম্মশীলা ও দীর্ঘজীবিনী রমণী জগতে আর কুত্রাপি

দৃষ্ট হয় না। প্রাচীনা হিন্দু মহিলাদের মধ্যে এমন অনেক রমণী আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাহারা চিরজীবন এক ফোঁটা ঔষধ কখনও ব্যবহার করেন নাই বা কোন উৎকট পীড়ায় কখনও আক্রান্তা হন নাই। বর্ত্তমান সময়েও এইরূপ বহু সুস্থা প্রাচীনা হিন্দু রমণী বর্ত্তমান আছেন। আমরা অর্দ্ধ শতাব্দীর উপরে পল্লীতে বাস করিতেছি, অবরোধ প্রথার ফলে কোন হিন্দু রমণীর স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত কখনও দেখিতে পাই নাই। তবে বড় বড় সহরের ক্ষুদ্র গলিতে অন্ধকার কুঠরীতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, তাহা সত্য। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু রমণীদের যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, তাহার কারণ অবরোধ প্রথা নহে, তাহার কারণ—অমিতাচার ও দারিদ্র্য।

৭। স্তন্য-দুগ্ধ বিশুদ্ধ রাখাই জননীগণের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। স্তন্য দুগ্ধ বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে স্তন গ্রন্থির উপরে কোন প্রকার চাপ না পড়ে, স্তন গ্রন্থিতে বিশুদ্ধ বায়ু ও আলো সংলগ্ন হয়, এদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। পাশ্চাত্য দেশের জননীগণ বুকে ও মাজায় কসা জামা, জ্যাকেট্, কোমর-বন্ধ ব্যবহার করেন বলিয়া তাঁহাদের স্তন্য দুগ্ধ বিশুদ্ধ থাকে না। হিন্দু মহিলারা ঐ সকল বস্ত্র ব্যবহার করেন না, তাঁহারা অন্তপুরে বাস করেন এবং বস্ত্রাঞ্চল দ্বারাই স্তনগ্রন্থি আবৃত করিয়া রাখেন, তাহার ফলে স্তনগ্রন্থিতে সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ বায়ু ও আলো সংলগ্ন হয় এবং এ জন্যই হিন্দু মহিলাদের স্তন্য-দুগ্ধ অতীব বিশুদ্ধ থাকে।

৮। অবরোধ প্রথা পবিত্রতা রক্ষার সম্পূর্ণ অনুকূল। শরীর

ও মন বিশুদ্ধ ও পবিত্র না থাকিলে স্তন্য-দুগ্ধ কিছুতেই বিশুদ্ধ থাকে না।

৯। প্রাচীনা হিন্দু মহিলারা অবরোধ প্রথার গণ্ডির মধ্যে বাস করিতেন বলিয়াই তাঁহারা রীতিমত সন্তান লালন পালন করিতে সক্ষম হইতেন। এ সম্বন্ধে ভক্তিভাজন শাস্ত্রীমহাশয়ের মন্তব্য ইতি পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

৭। বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধের অভাব।

বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধের অভাব বশঃতই হিন্দুর এই বিষম শারীরিক ও মানসিক অবনতি, স্বাস্থ্যহীনতা ও অকালমৃত্যু দৃষ্ট হইতেছে। সহরে বন্দরে বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধের একান্ত অভাব, তাই শিশুগণের যকৃত পীড়া দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। পল্লীগ্রামে কৃষক শিশুদের মধ্যে যকৃত বা অন্য কোন পীড়া প্রায়ই দেখা যায় না, কারণ পল্লীগ্রামে কৃষক রমণীরা সর্ব্বদা শারীরিক পরিশ্রম করেন, পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিয়া থাকেন, ভেজাল খাদ্য কেহই আহার করেন না, সকলেই গো-পালন করেন, সুতরাং কৃষক পল্লীর শিশুরা বিশুদ্ধ মাতৃদুগ্ধ ও গো-দুগ্ধ পান করিয়া বেশ সুস্থ থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দুর সর্ব্ব প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য—দুধ ও ঘৃত। বর্ত্তমান সময়ে এই দুইটী খাদ্যই অতি ভীষণ ভেজাল দৃষ্ট হয়। হিন্দুর স্বাস্থ্যহানির ইহাই সর্ব্ব প্রধান কারণ। এদিকে গো-বংশ ভীষণ ভাবে ধ্বংশ হইতেছে, গো-জাতির ধ্বংশের সঙ্গে

সঙ্গে হিন্দু জাতিও অতি দ্রুত গতিতে ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

এ সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র রায় এল, এম, এস্ মহোদয় (ভারতবর্ষ, মাঘ, ১৩২৪) লিখিয়াছেন ঃ—

"মস্তিষ্ক বেশী চালনা হয় বলিয়া স্থবির বাঙ্গালীর পক্ষে ঘৃত পরম উপকারী খাদ্য। বাস্তবিক যদি প্রকৃত মস্তিষ্কের পক্ষে হিতকর (Brain-food) কিছু থাকে, তাহা একমাত্র—ঘৃত। ঘৃত ভোজনে মস্তিষ্কে পবিত্র ভাব আইসে, শীত তাপ বোধ হ্রাস পায়, শরীরের শ্রমের উপকরণ সংগৃহীত হয়। এই পরম উপকারী ঘৃত আমাদের নিকট অজ্ঞাত। ঘৃত ভোজনে মুনিঋষিগণ কত তৃপ্ত হইবেন, ঘৃতাহুতি দ্বারা দেশের বায়ু কত পবিত্র হইত—আজ অধঃপতিত তথা কথিত শিক্ষিত বাঙ্গালী আমরা তাহা ভাবিয়াও দেখি না। আজ আমাদের মস্তিষ্কের অপকর্ষতা ঘটিয়াছে, নতুবা আমরা গো-মাতাকে মাতৃজ্ঞান করা কেন কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেই ? আমরা স্বার্থের প্রেরণায় গরু রাখি, কিন্তু তাহার সেবা করি না। * * আমরা হিন্দু সমাজের প্রত্যেক গ্রন্থিই শিথিল করিয়া দিয়াছি—তাই আজ দেশে খাটি দুধ ও ঘৃতের অভাবে আমাদের বংশধরেরা ক্ষীণজীবী ও যকৃত দোষযুক্ত ও স্বল্পায়ু।"

"দেশ হইতে আজ কাল গো-সেবা উঠিয়া গিয়াছে, মাতৃত্ব হইতে গাভী পশুত্বে পরিণত হইয়াছে। আজ তাই দেশে কঙ্কাল সার যুবক, লোল চর্ম্ম, স্ফীতোদর, যকৃত দোষে দূষিত শিশু এবং ৫০ বৎসর বয়সে বাঙ্গালী স্থবির। আজ গরুর সেবা নাই বলিয়া

যক্ষ্মা রোগের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, আজ তাই বিলাতী ফুডের জয়ডঙ্কা চতুর্দ্দিকে !”

বর্ত্তমান সময়ে গো-জাতির ধ্বংশ নিবারণের জন্য প্রত্যেক হিন্দুর প্রাণপণ যত্ন চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। গো-জাতির রক্ষা ও উন্নতি ভিন্ন হিন্দু জাতিকে এই ধ্বংশের হাত হইতে কিছুতেই রক্ষা করা যাইবে না। এতদ্ভিন্ন পল্লীগ্রামের প্রত্যেক হিন্দু একটু যত্ন চেষ্টা করিলেই পূর্ব্বের ন্যায় ২।১টি সুস্থা গাভী পালন করিতে পারেন। সহরের অবস্থাপন্ন লোকেরা গাড়ী, ঘোড়া, মটরের সঙ্গে সঙ্গে ২।১টি সুস্থা গাভী পালন করিতে সক্ষম। ফলতঃ বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধের সুব্যবস্থা না হইলে হিন্দুর স্বাস্থ্য কিছুতেই উন্নত হইবে না, শিশুদের অকাল মৃত্যুও দূর হইবে না। অতএব আমরা প্রত্যেক হিন্দুকে এই বিষয়ে যত্নবান হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি।

৮। সূতিকাগৃহ।

বর্ত্তমান সময়ে সূতিকাগৃহের দোষে বহুসংখ্যক শিশু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের দেশে কোন কালেই সূতিকাগৃহের সুবন্দোবস্ত ছিল না। যাঁহারা ভুলিয়াও একবার আপনাদের শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখেন না, তাঁহারা যে ঐরূপ নানা কথা বা মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে সূতিকা-গৃহের দোষে যে এ দেশের অসংখ্য শিশু ও প্রসূতী অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আমরা এস্থলে চরক ও সুশ্রুত সংহিতা হইতে সূতিকাগৃহ কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হইবে তাহাতে এবং কি কি দ্রব্য রক্ষা করিতে হইবে, তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিব। মহর্ষি আত্রেয় লিখিয়াছেন ঃ—

"প্রাক্ চৈবাস্যা নবমান্মাসাৎ সূতিকাগারং কারয়েদপহৃতাস্থি-শর্করাকপালে দেশে প্রশস্তরূপরসগন্ধায়াং ভূমৌ প্রাগ্‌দ্বারমুদগ্‌দ্বারং বা।"

অর্থাৎ গর্ভিণীর নবম মাসের পূর্ব্বেই সূতিকাগৃহ প্রস্তুত করিবে। সেই স্থান হইতে অস্থি, শর্করা (কাঁকোর), কপাল (খাপরা) প্রভৃতি আবর্জ্জনা অপসরণ করাইবে। আর সূতিকাগারের মৃত্তিকা উৎকৃষ্ট রূপ ও গন্ধ বিশিষ্ট হওয়া উচিত। অপর, সূতিকাগৃহের দ্বার দক্ষিণ অথবা পূর্ব্বদিকে করা কর্ত্তব্য।

"তত্র বৈল্বানং কাষ্ঠানং—।"

অর্থাৎ সেই গৃহের বসন (পিড়ি ও খট্টাদি), আচ্ছাদন (বেড়া), এবং পিধান (কপাট) ইত্যাদি বিল্ব, তিন্দুক (গাব), ইঙ্গুদ, ভল্লাতক, বরুণ (যজ্ঞডুম্বুর) এবং খদির এই সমুদায়ের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত হওয়া উচিত, এবং মনোযোগপূর্ব্বক ঋতুসুখের (1)

---

(1) "The bedroom of a lying-in patient should be large and airy, and, if possible, communicate with another room. It should have a fireplace for fire in winter, which in the summer should be made in the adjoining apartment. Of all rooms in the house it should be the room least exposed to noise." (See Hints to Mothers, by Dr. Bull, P. 153.)

অনুসরণক্রমে ঐ গর্ভিণীর নিমিত্ত অগ্নি, সলিল, উদূখল, বর্চ্চ-স্থান (মল মূত্র পরিত্যাগের স্থান) স্নানভূমি এবং রন্ধনগৃহ প্রস্তুত করাইবে।

"তত্র সর্পিস্তৈলমধুসৈন্ধব—।"

অর্থাৎ সূতিকাগৃহে ঘৃত, তৈল, মধু, সৈন্ধব, কাললবণ, বিড়ঙ্গ, গুড়, দেবদারু, শুঁঠী, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, বচ, শ্বেত সর্ষপ, লশুন, চাউলের কুঁড়া, চাউলের ক্ষুদ, কদম্ব, মসিনা, ভূর্জ্জপত্র, মৈরেয়—সুরা এবং আসব এই সমুদয় দ্রব্য সর্ব্বদা সন্নিহিত রাখিবে।" (2)

"তথাশ্মানৌ—।"

অর্থাৎ সূতিকাগৃহে শিল, নোড়া, উদূখল, গাধা, গরু, একটী সুবর্ণ বা রৌপ্য-নির্ম্মিত দুইটি তীক্ষ্ন সূচী এবং লৌহনির্ম্মিত কতকগুলি অস্ত্র, সূতা, বিল্বকাষ্ঠনির্ম্মিত দুইখানি পর্য্যঙ্ক, অগ্নি জ্বালিয়া রাখার জন্য তিন্দুক ও ইঙ্গুদ কাষ্ঠ প্রভৃতি রাখিবে। (3) এতদ্ভিন্ন যে সমুদায় স্ত্রী অনেকবার সন্তান প্রসব করিয়াছে, এইরূপ রমণী এবং কর্ম্মঠ, কার্য্যকুশল, অভিজ্ঞ, ক্লেশসহিষ্ণু, প্রিয়দর্শনি স্ত্রীগণ সর্ব্বদা সন্নিহিত থাকিবে। গর্ভিণীর মনে যে কোন বিষয়ে ভয়ের উদ্রেক হইতে পারে, এমন কোন কথা বলিবে না।

(2) "Stimulants and cordials, such as wine, spiced gruel &c.—be ready for immediate use." (See Ditto, P. 190.)

(3) "All articles of clothing—should be so arranged that they may be found in an instant. A little fresh, unsalted

"ততঃ প্রবৃত্তে নবমে মাসে—।"

অর্থাৎ তাহার পর নবম মাসে শুভদিনে শান্তিকর্ম্ম ইত্যাদি দেবারাধনা সুসম্পন্ন করিয়া, পবিত্র মনে গর্ভিণীকে সূতিকাগারে প্রবেশ করিতে বলিবে। গর্ভিণী প্রসবকাল পর্য্যন্ত ঐ গৃহে প্রশান্ত চিত্তে বাস করিবেন।

৯। ডাক্তারি তেজস্কর ঔষধ ও কৃত্রিম পথ্য সেবন।

স্বপ্ন।

বিগত ৩০ বৎসর কাল প্রতিবৎসরই বঙ্গের স্যানেটারি কমিশনর মহাশয়ের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিয়া আসিতেছি এবং এদেশের শিশু ও নর-নারীগণের ভীষণ অকাল-মৃত্যু ও স্বাস্থ্যহীনতা দর্শন করিয়া গভীর দুঃখ ও সন্তাপ ভোগ করিতেছি। ভগবান এদেশের প্রতি এত অপ্রসন্ন হইলেন কেন? এই ভীষণ অকাল-মৃত্যু কিয়ৎ পরিমাণেও হ্রাস করা যাইতে পারে কি না, এই চিন্তায় সময়ে সময়ে আমাকে বড়ই আকুল করিয়া তুলিত। প্রায় ১২ বৎসর গত হইল, একদিন ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতে

---

lard; nice twine, fine threads, blunt-ended scissors, pins, bandage, a piece of waterproof sheeting, oiled silk, common oil-cloth table-cover, blanket and sheet over the right side of the bed." (See Lady's Manual, by Dr. Ruddock. P. 187.)

"There should also be in the bag suitable needles and blunt-pointed scissors &c. There should be provided in the room hot and cold water, thread for tying the funis, an abdominal binder and a supply of diapers." (See A. Manual of Midwifery, by A. L. Galabin, M. A. M. D.)

করিতে আমি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি নিদ্রায় অচেতন, এমন সময়ে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম।

দেখিলাম, এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বৎস, তোমরা মোহান্ধ হইয়া ঈশ্বরতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব সমস্তই ভুলিয়াছ। তোমাদের প্রতি ভগবান প্রসন্ন হইবেন কেন? তোমাদের প্রতি দয়াময়ের অসীম করুণা। তিনি তোমাদিগকে সমস্তই প্রদান করিয়াছেন। জগতের কোথাও তিনি যাহা প্রদান করেন নাই. ভারতে তৎসমস্তই তিনি প্রদান করিয়াছেন। ঐ দেখ, দয়াময় ঈশ্বর তোমাদের জীবন ও স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য এ দেশের সর্ব্বত্র অনন্ত জাতীয় বৃক্ষ, তরুলতা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ দেখ, তিনি তোমাদের জীবন ও স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য এ দেশের ভূগর্ভে লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, হীরক, গন্ধক ইত্যাদি নিহিত করিয়াছেন। ঐ দেখ, তোমাদের জীবন ও স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য তিনি এ দেশে নদ-নদী, প্রান্তর, বন উপবন, সাগর, পর্ব্বত ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। জগতের কোন দেশের লোকের প্রতিই ত ভগবানের এইরূপ অসীম দয়া দেখা যায় না। তোমরা আত্মহারা হইয়া সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছ, তাই আজ তোমাদের এই দুর্দ্দশা। বল দেখি, তোমাদের পথে, ঘাটে, মাঠে, বনে, উপবনে, জঙ্গলে, পর্ব্বতে, গিরিগুহায়—সর্ব্বত্রই এই যে, অসংখ্য অসংখ্য জাতীয় বৃক্ষ, তরুলতা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন; এবং তাহার মূলে, কাণ্ডে, শাখায়, প্রশাখায়, পত্রে, ফলে, পুষ্পে যে পরমাশ্চর্য্য জীবনদায়ীয়িনী শক্তি প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার কি কোনই গভীর উদ্দেশ্য নাই? তোমরা কোন পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইলে, ঐ সকল গাছগাছড়া ও ধাতু হইতে প্রস্তুত ঔষধ ও পথ্য সেবন করিয়া, নানা উৎকট ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পাইবে, এই উদ্দেশ্যেই

ভারতের যেখানে সেখানে অনন্ত জাতীয় বৃক্ষ, তরুলতার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। তোমরা এমনি মোহান্ধ যে, তোমরা ঐ সকল অতি পবিত্র ও অমোঘ মহৌষধ পরিত্যাগ করিয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ঔষধ—তোমাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ঔষধ সেবন করিতেছ এবং তাহার ফলে দিন দিন স্বাস্থ্যহীন ও অর্থহীন হইয়া পড়িতেছ।"

"তোমরা ত সকলেই বিজ্ঞান ও উদ্ভিদতত্ত্ব পাঠ করিয়াছ। তোমরা অবশ্যই অবগত আছ যে, একদেশের উদ্ভিদ অন্য দেশে লইয়া গিয়া রোপণ করিলে তাহা সম্ভবমত পুষ্টিলাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার ধর্ম্মের প্রভূত পরিবর্ত্তন হয়। তোমরা ইহাও জান যে, জল, বায়ু, আলো ও ভূমির অবস্থা ও জন্মস্থান ভেদে ঔষধের ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। দেশ বিশেষে, তিথি বিশেষে যে ঔষধের ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হয়, তাহা তোমরা সকলেই অবগত আছ। এখন বল দেখি, তোমরা কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তির বলে জগতের বিভিন্ন স্থানের ঔষধ সেবন করিতেছ? দয়াময় ঈশ্বর তোমাদের দেশে ষড়ঋতুর পূর্ণ বিকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। তোমাদের দেহ সেই ষড়ঋতুর বিকাশের ফলে বর্দ্ধিত ও হৃষ্ট-পুষ্ট হইতেছে। তোমাদের বাসগৃহের বা দেশের চারিদিগের বৃক্ষ-তরুলতাগুলিও তোমাদের ন্যায় ষড়ঋতুর প্রভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে। ঐ গাছ গাছড়ার সহিত তোমাদের দেহ প্রকৃতি এক—অভিন্ন। তোমাদের কোন পীড়া হইলে বা তোমাদের দেহের কোন অংশ ক্ষয় হইলে ঐ ষড়ঋতুর প্রভাবে বর্দ্ধিত গাছগাছড়াই তোমাদের দেহ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিতে সমর্থ। জগতের বিভিন্ন দেশের ঔষধ, বিভিন্ন প্রকৃতির জল, বায়ু, আলো, ভূমি এবং ঋতুর প্রভাবে বর্দ্ধিত ঔষধ, তোমাদের পীড়ায় আশু উপকার হইলেও, তাহা কদাচ তোমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পূর্ণ অনুকূল হইতে পারে না। তোমাদের পীড়াবশতঃ দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ ঐ

সকল বিভিন্ন প্রকৃতি ঔষধে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিতে পারে না। কারণ এক ভারত ভিন্ন কোথাও ষড়ঋতুর পূর্ণ বিকাশ নাই।"

"এইরূপে জগতের বিভিন্ন প্রকৃতির উগ্র ঔষধ—তোমাদের অপেক্ষা বলিষ্ঠ ও সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের শরীরে পরীক্ষিত ঔষধ—সেবন করিয়া তোমরা দিন দিন অল্পায়ু, স্বাস্থ্যহীন ও অর্থহীন হইয়া পড়িতেছ। তোমরা ভগবানের বিধান লঙ্ঘন করিয়াছ ও করিতেছ, তোমাদের প্রতি তাঁহার কৃপা হইবে কেন? ভগবান তোমাদের ভারতে পাঠাইয়াছেন, আর তোমাদের প্রাণরক্ষক ঔষধ সেই চিরতুষারাবৃত সুইজারল্যাণ্ডে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন,—ইহা কোন বিজ্ঞান বা যুক্তি-তর্ক দ্বারা কেহ সপ্রমাণ করিতে পার কি?"

"তোমরা না এদেশবাসীর পক্ষে সুরা বিষতুল্য মনে কর? তবে ঐ সুরাবীর্য্য-সংযুক্ত ঔষধগুলি প্রতিনিয়ত গলাধঃকরণ করিতেছ কেন? তোমাদের ন্যায় আত্মহারা লোক জগতে আর কোথায় আছে কি? তোমাদের ঐ হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, তুলসী, বাসক, বরুণ, অর্জ্জুন অশোক, গোক্ষুর, কুটজ, বেল, শেফালিকা, বিশল্যকরণী, দূর্ব্বা, থোলকুড়ি, আপাঙ্গ, পান, আদা, রঞ্জন ইত্যাদির ন্যায় অতীব বিশুদ্ধ ও অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ জগতে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি? ঐ সকল ঔষধ যতক্ষণ এদেশে থাকে, ততক্ষণ তোমরা একবারও তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধার দিকে দৃষ্টিপাত কর না। আর যেই ঐ সকল মহৌষধ জগতের কোন সুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে একটু পরিবর্ত্তিত আকারে আসে, সুন্দর শিশিতে, সুন্দর কাগজে গা-ঢাকা দিয়া আইসে—তখনই তোমরা ঐ সকল ঔষধ স্বর্ণমূল্যে ক্রয় করিয়া অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত সেবন করিয়া থাক। এই মতিভ্রম তোমাদের কেন হইল? ভগবানের অযাচিত দানের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা কেহ করে কি? যেখানে বিনা

পয়সায় বা দুই এক পয়সা ব্যয় করিলেই টাট্‌কা, পবিত্র ও বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ একটু যত্ন চেষ্টা করিলেই পাওয়া যায়, সেখানে কৃত্রিম, তোমাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ উগ্র ঔষধ সেবন করিয়া স্বাস্থ্য ও অর্থ নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়।"

"তোমাদের অনেকেরই ধারণা যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অবৈজ্ঞানিক। এই ভ্রান্ত ধারণা বশতঃই তোমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার প্রিয়তম সুসন্তান শ্রীমান্ প্রফুল্লের পুস্তক (হিন্দু কেমেষ্ট্রী) পাঠ করিয়া বোধ হয় তোমাদের সেই ভ্রম অনেকটা দূর হইয়াছে। ফলতঃ সূক্ষ্ম ও ন্যায়ভাবে আলোচনা করিলে পরিষ্কার দেখিতে পাইবে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অতি উচ্চ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত। আয়ুর্ব্বেদীয় ধাতব ঔষধগুলির শোধন-প্রণালী, প্রস্তুত-প্রণালী, ব্যবহার প্রণালী অতি সুন্দর ও বৈজ্ঞানিক। স্বর্ণসিন্দূর, মকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় অতি উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত একটী ঔষধও ডাক্তারি শাস্ত্রে খুঁজিয়া পাইবে না। আয়ুর্ব্বেদ মতের তৈল, ঘৃত, মোদক প্রভৃতির ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ ডাক্তারি গ্রন্থে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। বল দেখি, অতি উন্নত বিজ্ঞান ও দ্রব্যগুণ জানা না থাকিলে, শতাধিক ঔষধের একত্র সংমিশ্রণে একটী ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারা যায় কি ?"

"শুন বৎস, এখনও যদি তোমরা মঙ্গল চাও—যদি ভবিষ্যৎ বংশধর-গণকে রক্ষা করিতে একবিন্দুও অভিলাষ থাকে, এবং তাহাদিগকে নীরোগ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী ও সর্ব্ব বিষয়ে সুখী দেখিতে ইচ্ছা কর,—তবে এখন হইতে তোমরা বহুল পরিমাণে তোমাদিগের বাস গৃহের চারি-দিকের বা দেশের ঔষধ ও পথ্যগুলি পুনঃ ব্যবহার করিতে অভ্যাস কর। এই কথাটি তোমরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও যে, তোমাদের প্রাণ-রক্ষক ঔষধ ও পথ্য তোমাদের গৃহের চারিদিকেই ভগবান সৃষ্টি করিয়া

রাখিয়াছেন। প্রাচীনা ভারত মহিলারা ‘মুষ্টিযোগ’ ঔষধ ও দেশী সুপথ্য দ্বারাই অধিকাংশ পীড়া আরাম করিতেন এবং এখনও অনেকে করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে তোমরা তোমাদের স্ত্রী, কন্যা ভগিনী ও পুত্রবধূদিগকে প্রাচীনাদের ন্যায় মুষ্টিযোগ ঔষধ ও দেশী পথ্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেও, দেখিবে, অচিরে তোমাদের স্বাস্থ্য আশাতীত উন্নতি লাভ করিবে এবং এ দেশের কোটি কোটি টাকা এদেশেই থাকিয়া যাইবে।”

আমেরিকা, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, সুইডেন্, ডেনমার্ক, ইংলণ্ডাদি পৃথিবীর যাবতীয় সুসভ্য দেশের মহাপণ্ডিতগণ যথা, গার্ব্বি, জেকবি, বার্থসেণ্টহেলিয়ার, ভয়েস্, এডগ্রিন, সরনেসেন্, জ্যাকসন্, পল বার্থলম প্রভৃতি এবং ভারতীয় সিভিলিয়ান স্কাইন্, ক্রফট্ এবং ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রায় অধিকাংশ প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকায়ঃ—

কেহ বলিয়াছেন—“ভারতের চরক নামক চিকিৎসা-গ্রন্থে ছয় শত প্রকার কেবল বিরেচক অর্থাৎ দাস্তকারক ঔষধেরই ব্যবস্থা আছে; না জানি সে চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান কতদূর অসীম ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত।”

কেহ লিখিয়াছেন—“উন্নতিশীল বর্ত্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালী লইয়া আমরা যতই জাঁকজমক করি না কেন, কিন্তু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আবিষ্কৃত ভারতীয় চিকিৎসা প্রণালীর অনেক বিষয়ের নিকট এখনও লজ্জায় আমাদের মস্তক অবনত করিতে হয়।”

কেহ লিখিয়াছেন—“কি আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা ইদানীং যে সকল ঔষধের নূতন আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া মনে মনে বড়ই স্পর্দ্ধা করি তাহার প্রায় অধিকাংশই দেখিতেছি, ভারতীয় ঋষিগণ বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই প্রচার করিয়া গিয়াছেন।”

আমেরিকা প্রদেশের কালিফর্ণিয়া স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো সহর হইতে জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার কার্পেণ্ডারস্ এম-ডি মহোদয় লিখিয়াছেন-- "অগ্নিবেশ, চরক, সুশ্রুত এবং অপরাপর ভারতীয় ঋষিগণের পবিত্র স্মৃতি আজও তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রন্থ সকলে জাগরূক রহিয়াছে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ঐ সকল গ্রন্থ ল্যাটিন্ ও গ্রীক ভাষায় অনূদিত হইয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকায় প্রচারিত হইয়াছিল। এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির মূল সূত্র যাহা আমি এতকাল পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছি, তদপেক্ষাও আপনাদের আয়ুর্ব্বেদীয় মত যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, তাহা আমি বিলক্ষণ প্রতীত করিতেছি—**আয়ুর্ব্বেদই যথার্থ স্বভাব ও জ্ঞানসঙ্গত চিকিৎসার অনুসরণ করিয়াছেন।** (1)

(1) Dr. Geo. W. Carpenders, M. D., (Resident Consulting Physician to the Institute of Ayurveda) says :—

"The sacred memory of the ancient sages of India,—Agniveca, Charaka, Susruta, and others,—lives in their works. While some of those works were translated, centuries ago, into Arabic and again into Latin, and a knowledge of Ayurveda passed to the Greeks and Arabs, and thence to Europe and America."

"The innovation need not, and will not, sink to a common commercialism : on the contrary, it will have no other effect than that of raising Ayurveda to the dignity that belongs to it, in a manner that can be said of none of the theories of other schools of medicine,—recognition by the world of science as a regular and advanced Medical Science, based upon the unerring laws of nature, and, therefore, observant of the rational law of **Vis medicatrix nature** in contradistinction

আমেরিকার বিখ্যাতনামা বহুদর্শী, ডাক্তার জর্জ্জ ক্লার্ক এম-এ, এম ডি মহোদয় লিখিয়াছেন :—

ইংরেজী চরক পাঠে আমি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হই, সে সিদ্ধান্ত এই—"যদি বর্ত্তমান কালের চিকিৎসকেরা তাঁহাদিগের ঔষধের তালিকা হইতে আধুনিক যাবতীয় ঔষধ ও রাসায়নিক পাক প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া রোগীকে চরকের মতানুযায়ী চিকিৎসা করেন, তাহা হইলে শববাহকের কার্য্য অনেক হ্রাস হইয়া আসিবে এবং পৃথিবীতে চিররোগীর সংখ্যা কম হইবে।" (2)

ভাগলপুরের ভূতপূর্ব্ব কমিশনর শ্রীযুক্ত ক্রাইন্ সাহেব লিখিয়াছেন—

"ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আপনাদের ঋষিগণ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য দেশবাসী ও সভ্যতাভিমানী আমরা সেই সকল বিষয়ের আবিষ্কারক বলিয়া এখন গর্ব্ব করি।"

কলিকাতার বিখ্যাতনামা ডাক্তার চার্লস সাহেব মহোদয় মেডিকেল

to—**Contraria Contrariis Curantur,** and similis similibus **Curnatur**; the Science of Life that aims to aid and assist nature to regulate and control the functions of the organism to a physiological effect, a distinction that will be justly accorded to Ayurveda through the publication of the theory and practice of the science."

(2) "As I go over each fasciculus of Charaka, I always arrive at one conclusion and that is this: If the Physicians of the present day would drop from the Pharmacopia all the modern drugs and chemicals,and treat their patients according to the methods of Charaka there would be less work for the undertakers, and fewer Chronic invalids in the world."

কলেজে "ধাত্রীবিদ্যা" সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার প্রারম্ভে এতদিন বলিয়াছিলেন—"হে হিন্দু ছাত্রগণ! তোমাদের ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে বিদ্যা সম্পূর্ণ রূপে অবগত ছিলেন, আজ সেই বিদ্যাই আমি অসম্পূর্ণ ভাবে তোদিগকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছি।"

বিখ্যাতনামা ডাক্তার মেকলাউড্ সাহেব একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—"আমাদের অস্ত্র চিকিৎসা প্রণালী অপেক্ষাও সুশ্রুতের কোন কোন প্রণালী অনেক উন্নত।"

ভারতের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল সুবিখ্যাত ডাক্তার স্যার প্যাডি লুকিস্ মহোদয় এক বক্তৃতা উপলক্ষে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন—"বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে সকল চিকিৎসা প্রণালী এবং ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া বড়ই গৌরব অনুভব করি, এখন দেখিতেছি যে, ভারতের ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই তাহার সবিস্তার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণীর দুইজন ডাক্তার শোথ পীড়ায় লবণ ও জল পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসা করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাতে জগতের চিকিৎসকমণ্ডলী তাঁহাদের ধন্য ধন্য করিতেছেন। ভারতের ঋষিগণ কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সকল তত্ত্ব বিশদ রূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; ভারতের একজন সামান্য গ্রাম্য চিকিৎসকও লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া শোথ রোগীর চিকিৎসা করে।"

ডাক্তারি ঔষধ ও পথ্য ব্যবহার।

জগতের সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এক বাক্যে বলিয়া থাকেন যে, "সুস্থ শরীরে যিনি যে যে দ্রব্য সর্ব্বদা আহার করেন, রুগ্নাবস্থায় তাঁহার সেই সেই দ্রব্যগুলিই লঘুতর খাদ্যে পরিণত

করিয়া ব্যবহার করা বিজ্ঞানসম্মত। এতদ্ভিন্ন যিনি যে দ্রব্য প্রত্যহ আহার করেন, তাঁহার পক্ষে সে প্রকার পথ্যই অতি সহজে পরিপাক হয়।" (1)

আমাদের প্রাচীন আর্য্য মহর্ষিগণ বিজ্ঞানের এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব সম্যক রূপে অবগত ছিলেন। তাই তাঁহারা অন্নজীবী লোক-দিগকে, অন্নকে আরও লঘুতর খাদ্যে পরিণত করিয়া পীড়ার সময় ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

আমরা আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, ভাত সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে পরিপাক হয়। অন্ন অপেক্ষাও অন্নমণ্ড লঘুপাচ্য। অন্ন অপেক্ষা খৈ, খৈর মণ্ড লঘুপাচ্য ও মৃদু বিরেচক। চিড়ার মণ্ড লঘুপাচ্য ও ধারক। মসুরী ও মুগের জুস্ লঘুপাক ও পুষ্টিকর। মাংস অপেক্ষাও মসুরী প্রায় দেড়গুণ পুষ্টিকর। ভাত অপেক্ষা দুগ্ধ গুরুপাক। পাঁউরুটী অন্ন অপেক্ষা গুরুপাক।

এ দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই মসুরী ও মুগের জুস্, অন্নমণ্ড, খৈ, খৈয়ের মণ্ড, চিঁড়ার মণ্ড ইত্যাদি সুপথ্যগুলি বহুল

(1) "Actual composition of juice at any time depends mainly upon previous diet, and little upon the Nature of that particular meal."

"The food that one is habitually accustomed to, gives rise to a juice much more active to digest the usual food than new diet". (See British Medical Journal and Modern Medicine, September, 1904.)

পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকায় খেয়ের খুব প্রচলন হইয়াছে। তথায় খৈকে "পাপ্‌ট্‌ রাইস্‌" বলিয়া থাকে।

পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা প্রত্যহ মাংস, রুটী, ডিম্‌ ইত্যাদি দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পীড়ার অবস্থায় জুস, সুপ, রুটী ইত্যাদি পথ্য সেবন বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নয়। কিন্তু যে পুরুষানুক্রমে মাংস ভক্ষণ করে নাই, সেই হিন্দুকে পীড়ার সময় মাংস, 'জগসুপ,' 'মিটসুপ,' 'ব্রথ,' 'মাংসের সার' এবং 'বিফ-টি' বা মাংস ভিজান জল ইত্যাদি পথ্য প্রদান করা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। যে জাতি বা যে রোগী সুস্থাবস্থায় যে দ্রব্য কখনও আহার করেন নাই, সেই রোগীকে পীড়ার অবস্থায় ঐ সকল দ্রব্য প্রদান করিলে, তাহার পাকাশয়ে ঐ সকল দ্রব্য সহজে হজম হইতে পারে না। অতএব ডাক্তারি নানা কৃত্রিম পথ্য অপেক্ষা আমাদের আয়ুর্ব্বেদসম্মত দেশী পথ্যগুলির ব্যবস্থা করাই বিজ্ঞানসম্মত।

শিশুর খাদ্য।

এ সম্বন্ধে স্বদেশপ্রাণ, সুবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র বসু এম্‌-বি মহাশয় তাঁহার "শিশুপালন" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—

"শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। অন্য কোন পদার্থই শিশুর শারীরিক গঠন কার্য্যে মাতৃদুগ্ধের সমতুল্য নহে। কৃত্রিম খাদ্য-পালিত শিশুর স্বাস্থ্য কোন ক্রমেই মাতৃস্তন্য পালিত শিশুর স্বাস্থ্যের সমতুল্য হইতে পারে না। গর্ভাবস্থায় মাতার শোণিত হইতেই শিশুর

দেহ গঠিত হইয়া থাকে। মাতৃস্তন্যও সেই শোণিতের রূপান্তর মাত্র। গর্ভবাস কালে শিশু মাতার শোণিত হইতে তাহার রক্তকণিকা, তাহার মাংস, তাহার মেদ, তাহার অস্থি-গঠনের উপাদান সংগ্রহ করিয়া বর্দ্ধিত হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পরও সে মাতৃস্তন্য হইতে ঐ সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া পুষ্টিলাভ করে। মানুষের অপর কোন খাদ্যে একাধারে এইরূপ ভাবে শিশুর দেহ গঠনোপযোগী সমস্ত উপাদান বর্ত্তমান থাকে না। এই জন্যই জগদীশ্বর, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতৃস্তনে তাহার আহার্য্য যথেষ্ট পরিমাণে যোগাইয়া থাকেন। মাতৃস্তন্যের আরও অনেক গুণ আছে, যাহা অন্য খাদ্যে নাই। স্তন্য-দুগ্ধে প্রতি-ষেধক পদার্থ সমূহ (Vitamines) বর্ত্তমান থাকে। এজন্য মাতৃস্তন্য-দুগ্ধে পালিত শিশু কৃত্রিম খাদ্যে পালিত শিশুর অপেক্ষা কম রোগাক্রান্ত হয়। স্তন্যদুগ্ধে 'লেসিথিন্' (Lecithin) নামক এক প্রকার স্নেহ জাতীয় উপাদান আছে। লেসিথিন্ মস্তিষ্কাদি গঠনের বিশেষ আবশ্যক। নারীদুগ্ধের তুলনায় অন্য সকল প্রাণীর দুগ্ধেই লেসিথিনের পরিমাণ কম।"

"স্তন্যদুগ্ধে কোন প্রকার বীজাণু স্বভাবতঃই থাকে না এবং শিশু মাই চুষিয়া খায় বলিয়া বাহির হইতেও কোন রোগের বীজাণু মাতৃ-দুগ্ধের আশ্রয় করিয়া শিশুর অনিষ্ট করিতে পারে না।"

"শিশুর পরিপাক-শক্তির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে স্তন্য দুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত মাতৃ স্তন্যের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এক মাসের শিশুর পক্ষে যে খাদ্য উপযোগী, ৮।৯ মাস বয়স্ক শিশুর পক্ষে সে খাদ্য উপযোগী হইতে পারে না। কৃত্রিম খাদ্যে শিশুর পরিপাক-শক্তির ক্রমবিকাশের কিছুই সুবিধা হয় না। এজন্য কৃত্রিম খাদ্য-পালিত শিশু বড় হইলে অজীর্ণ রোগ দ্বারা অক্রান্ত হইয়া থাকে।"

নিম্নে ডাক্তারি ফুড্গুলির উপাদান সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। বিখ্যাতনামা ডাক্তার গুড্হার্ট ও ষ্টীল মহোদয়গণ ডাক্তারি ফুড্গুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণী সকলে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ—

(১) হরলিক্স মল্টেড্মিল্ক, এলেন্বেরি ফুড্ ১ ও ২ নং—"এই সকল ফুড্ শুষ্কীকৃত দুগ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে মল্টে পরিণত যব, বার্লি আদি শস্য সংযোগে নির্ম্মিত।"

(২) মেলিন্স্ ফুড্—"এই ফুড্ সম্পূর্ণরূপে মল্টে পরিবর্ত্তিত শস্য দ্বারা প্রস্তুত, অল্প পরিমাণে দ্রবণীয় প্রোটিড্ আছে।"

(৩) এলেন্বারি ফুড, সেভরি ফুড, মূরের ফুড্ ও বেঞ্জারস্ ফুড্—"এই সকল ফুড্ অংশতঃ, মল্টে পরিবর্ত্তিত শস্যদ্বারা প্রস্তুত।"

(৪) রিজের ফুড, নিভের ফুড্—"এই সকল শস্য নির্ম্মিত ফুডে শ্বেতসার আদৌ পরিবর্ত্তিত করা হয় নাই।"

"উপরি উক্ত সকল ফুডেই চর্ব্বির অংশ কম আছে।"

আমরা নিম্নে বর্ত্তমান প্রচলিত ডাক্তারি ফুড্গুলির অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যথা ঃ—

(১) উপরোক্ত কোন কোন ফুডে কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা আছে, আর কোন ফুডে পটাশ বিদ্যমান রহিয়াছে। সোডা ও পটাশের ক্রিয়া একরূপ।

জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার কিল্গ্ এম-ডি মহোদয় শিশুর খাদ্যে সোডা মিশ্রিত থাকিলে, সেই খাদ্য অপকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়া-

ছেন। (2) বিখ্যাত ডাক্তার ফিসার এম-ডি মহোদয় তাঁহার "শিশুর খাদ্যে" লিখিয়াছেন—"শিশুর খাদ্যে সোডা ও পটাশ মিশ্রিত থাকা অন্যায়। কারণ, সোডা ও পটাশ পাচক রস হ্রাস করিয়া অনেক বিলম্বে পরিপাক কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।" (3)

(২) উক্ত ডাক্তারি অনেক পথ্যাদির মধ্যে অপরিবর্ত্তিত শ্বেতসার বর্ত্তমান আছে। শিশুদের ৬ মাসের পূর্ব্বে ঐ শ্বেতসারময় খাদ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। ডাক্তার টমাস ডটন্ বলেন যে, ঐ সকল ফুড্ ব্যবহারে শিশুর অজীর্ণ, উদরাময়, রিকেটস্ ইত্যাদি পীড়া জন্মে। (4) শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহাদের মুখে

(2) Dr. J. H. Kellogg, M. D., says—"Soda upon gastric and pancreatic secretion, suggests the vast mischief * * alkali is found in several of the popular infant foods in some of which as high as one percent of potash is used in the process of manufacture" (See Modern Medicine, June, 1900)

Dr. Powlow M. D. says—'Carbonate of soda diminishes both the gastric secretion and that of the intestinal glands."

(3) Dr. Fischer, M. D., says—"The large amount of carbonate of soda that is used at the present day in one of the popular method of feeding infants may be viewed in the light of stupefaction." (See Infant Feeding)

"The counsel of Hygiene has condemned the practice of preservation of milk by the addition of bicarbonate of soda." (See London Lancet.)

(4) Dr. Thomas Dutton, M. D. remarks ;—"Many of the

লালা থাকে না, ২।৩ মাসের পর অল্প অল্প লালা দেখা যায়। ছয় মাসের সময় হইতে লালা ও লালাবীর্য্য সম্পূর্ণরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারেরা ছয় মাসের পূর্ব্বে কোন প্রকার শ্বেতসারময় পদার্থ খাওয়াইতে নিষেধ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ছয় মাসের পরে অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

(৩) পেপ্‌টোনাইজড্ খাদ্য সুস্থ ও সবল শিশুকে প্রদান করিলে তাহাদের পাচক যন্ত্রের ক্রিয়ার হ্রাস হইয়া পরিপাকশক্তি দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। উক্ত নানা পথ্যে পেপ্‌টোনাইজ্ করিবার পদার্থ বিদ্যমান থাকে, সুতরাং এ সমস্ত খাদ্য সুস্থ শিশুর পক্ষে অপকারী। (5)

---

patent foods are composed of baked flour, sweetened and coloured, all of which produce irritation of the digestive organs, diarrhœ, malnutrition, rickets &c." (See Indigestion, page 185.)

(5) Dr. Ch. Feri, the great German Physiologist, has shewn that the introduction of peptone or predigested albuminous food substances into the stomach exercise a depressing effect upon the muscular energy of the body."

Dr. J. H. Kellogg M. D. remarks :—"The great majority of the practitioners are still administering pepsin, pancreatine and various other digestives and zymogens, and with the same disappointing result. The principle of Physiologic Medicine teaches us that no substantial cure is possible unless the body can be taught to do its own work." (See Modern Medicine, February, 1904.)

(৪) ডাক্তারি পেটেণ্ট ফুডে শর্করার পরিমাণ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা অনেক অধিক থাকে। ফলতঃ ডাক্তারি ফুডে শস্য-শর্করা, কৃত্রিম দুগ্ধ-শর্করা ও বাজারের চিনি অত্যধিক পরিমাণে থাকায়, শিশুর উদরের নানা পীড়া প্রকাশ পায়। (6)

(৫) ডাক্তারি সমস্ত কৃত্রিম ফুডেই স্নেহ জাতীয় উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে থাকে না। ইহার ফলেই ডাক্তারি ফুড্ খাওয়াইলেই শিশুর নানা পীড়া জন্মে। (7)

এ সম্বন্ধে বিখ্যাতনামা সুবিজ্ঞ ডাক্তার ৺ রাধাগোবিন্দ কর (ডাক্তার আর, জি, কর) এল্-আর-সি-পি মহোদয় তাঁহার "শিশু ও বাল-চিকিৎসা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—"শিশুদিগের কোন বিশেষ ফুড্ নির্ব্বাচন করিতে হইলে, কেবল যে উহাতে শ্বেতসার আছে বা নাই, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে উহার উপযোগিতা নির্দ্দেশ করা যায় এমন নহে। নির্দ্দিষ্ট ফুডে যে চর্ব্বি আছে তাহার

---

(6) "The sugar should be rigorously excluded of acidity in the stomach. The cane-sugar is probably more harmful than others, as it tends to cause greater congestion in the stomach." (See Modern Medicine, July, 1904.)

"The milk sugar of commerce generally added to the food is not assimllated, * * and produce flatulence and other disorders of the bowels." (See London Pharmaceutical Journal, April, 1904.)

(7) "Want of fat is apt to produce Scurvy." (See London Lancet, July, 1902.)

কত পরিমাণ শিশু প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রধান কর্ত্তব্য। ডাক্তারি ফুড্ সকলে চর্ব্বির অংশ কম। উপরিউক্ত ফুড্ সকলের সহিত সদ্যঃ দুগ্ধ মিশ্রিত করিলেও শিশুর যে পরিমাণ চর্ব্বির আবশ্যক তাহার অভাব হয়।”

“ইয়োরোপ ও মার্কিণ খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন দেশে শিশু ও বালক-বালিকাদিগের জন্য বিবিধ প্রকার কৃত্রিম আহার্য্য দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় যে, আজকাল চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেকে বিবেচনা, বিচার ও পরীক্ষা না করিয়াই, এদেশের শিশুদিগকে ঐ সকল ফুড্ ব্যবহার করাইয়া থাকেন। কলিকাতা সহরে, কৃত্রিম আহার্য্য দ্রব্যের ত কথাই নাই, নূতন ডাক্তারি ঔষধ দ্রব্য বাহির হইলেই তখনি তাহার ব্যবস্থা দেখা যায়।”

এই কৃত্রিম ফুড্‌গুলির ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বদেশপ্রাণ, সুবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি মহোদয় তাঁহার “শিশু-পালন” নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার গ্রন্থ হইতে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিব। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

“বিলাতী নানা প্রকার পেটেণ্ট ফুড্ ব্যবহারে কত শিশুর স্বাস্থ্য যে চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া যায়, তাহা বলা যায় না। পেটেণ্ট ফুড্ মুখরোচক ও সহজে হজম হয় এ কথা সত্য। কিন্তু ইহা পরিপাক শক্তির ক্রমবিকাশের পক্ষে একেবারেই অনুপোযোগী। এইরূপ খাদ্যে পালিত শিশুর স্বাস্থ্য আপাততঃ ভাল হইলেও, পরিণামে তাহা বিফল হইয়া যায়। পেটেণ্ট ফুড্ দ্বারা পালিত

শিশুকে অতিরিক্ত মেদ বৃদ্ধির জন্য হৃষ্টপুষ্ট দেখায়। কিন্তু মেদ বৃদ্ধি স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।”

“অনেক পেটেণ্ট ফুডের বেশ অর্থপূর্ণ নাম আছে, কিন্তু কদাচ তাহা শিশুদিগকে ব্যবহার করাইবেন না। শিশুদের আহারের জন্য খাদ্যদ্রব্যে যে যে উপাদান থাকা আবশ্যক, তাহা হইতে ইহাদের পার্থক্য দেখা যায়।”

“ইহাদের মধ্যে (পেটেণ্ট ফুড্) স্নেহ উপাদান (ফ্যাট্) খুবই কম। আমিষাংশও পরিমাণে অনেক কম। কিন্তু দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় শালি অংশ (কার্ব্বো-হাইড্রেট্) অনেক অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে।”

“লবণের অংশও মানুষ ও গোদুগ্ধ হইতে কম।”

“এই সকল পেটেণ্ট খাদ্যে অদ্রবণীয় শ্বেতসার বর্ত্তমান থাকার জন্যই তাহা শিশুদের আহার্য্য রূপে একেবারেই ব্যবহার যোগ্য নহে।”

“কৃত্রিম ফুড্ খাওয়াইলে শিশু দুর্ব্বল, অপূর্ণ-দেহ হইয়া গড়িয়া উঠে, তাহার ফলে পেটের অসুখ হয়।”

“পেটেণ্ট ফুড খাইয়া শিশু খর্ব্বাকৃতি, দুর্ব্বল ও ক্ষীণপ্রাণ হইয়া থাকে।”

হিন্দু জনক-জননীগণ! একবার দেখুন, একবার পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! ঐ দেখুন, স্বাভাবিক শিশু খাদ্যের উপাদান হইতে ডাক্তারি ফুডগুলির উপাদানের কত ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে। এই কৃত্রিম ফুডগুলি আপনারা

ক্রয় করিয়া শিশুদিগকে ব্যবহার করাইতেছেন। হায়! হায়! আপনারাই আপনাদের প্রাণপ্রতিম শিশুদিগের অকাল-মৃত্যুর সহায়তা করিতেছেন!

প্রচলিত শিশু-খাদ্যের (ফুডের) তালিকা। (৪)

খাদ্যের নাম।		ছানা জাতীয় পদার্থ শতকরা Albuminoids per cent.	স্নেহ শতকরা Fat percent	শালীজাতীয় পদার্থ (Carbo-Hydrates.)		লবণ শতকরা	জল শতকরা
				অদ্রবণীয় শ্বেতসার শতকরা	দ্রবণীয় চিনি শতকরা		
শুষ্ক খাদ্যে শিশুর শরীর রক্ষার উপযোগী উপাদানের পরিমাণ		১২·২	২৬·৪	...	৫২·৪	২·১	...
হরলিক্স্ মল্টেড্ মিল্ক	...	১৩·৮	৯·০	...	৭০·৮	২·৭০	৩ ৭
এলেন্বারির ফুড ১নং	...	৯·৭	২০·০	...	৬০·৮৫	৩·৭৫	৫·৭
ঐ ২নং	...	৯·২	১৫·০	...	৬৯·১	৩·৫০	৩ ৯
ঐ ৩নং	...	৯·২	১·০	...	৮২·৮	০·৫	৬·৫
বেনজারস্ ফুড	...	১০·২	১·২	...	৭৯·৫	০·৮	৮ ৩
মেলিন্স্ ফুড্	...	৭·৯	০·১৮	...	৮২·০	৩·৮	৬ ৩
মিলো ফুড্	...	১১·০৩	৩·৯২	১৯·০	৮১·৩৮	২·১১	১·৫৬
নেসল্স্ ফুড্	...	১১·০	৪ ২৫	৩৭·১৪	৪০·৯১	১·৭০	৫·০
রবিন্সন্ পেটেণ্ট বার্লী	...	৫·১	০·৯	৮২·০	...	১·৯	১০·১
সেভরি এবং মুরফুড্	...	১০·৩	১·৪	৮৩·২	...	০·৬	৪·৫

(৪) See Patent Foods and Patent Medicines, by Dr. Robert Hutchison. M. D., F. R. C. P., Page 24 এবং শিশু পালন ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি।

পেটেণ্ট ফুড্ ব্যবহারে নিম্নলিখিত অসুবিধা দেখা যায়— ডাক্তার কার্ত্তিকবাবু বলিয়াছেন ঃ—

(১) "পেটেণ্ট ফুডে যে বরাবরই একই উপাদান সকল বর্ত্তমান থাকিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই।"

(২) "ফুড্ যে কত দিনের তৈয়ারী তাহাও জানিবার কোন উপায় নাই।"

(৩) "এই সকল পেটেণ্ট ফুডের পুষ্টিকারিতার অনুপাতে দাম অনেক অধিক লাগে।"

(৪) "এই সকল পেটেণ্ট ফুড্ ভোজী শিশুদের মধ্যে স্কার্ভি রোগ হইতে দেখা যায়।"

(৫) "ব্যবস্থামত তৈয়ারী করিলেও অধিকাংশ শিশু পুষ্টি লাভে সক্ষম হয় না। যেহেতু—

(ক) ইহাতে স্নেহাংশ অনেক কম।

(খ) শালী জাতীয় উপাদান অনেক অধিক পরিমাণে থাকে।

(গ) আমিষাংশ পরিপাক প্রাপ্ত অবস্থায় থাকে বলিয়া পরিপাক শক্তির ক্রম বিকাশের বিশেষ অসুবিধা করিয়া দেয়।"

"শিশুর চিরশত্রু। রবারের নলযুক্ত ফিডিং বোতল,—ইহা শিশুর চিরশত্রু। দুগ্ধ নালের মধ্য দিয়া যাওয়ার সময় রোগের বীজাণু দ্বারা দূষিত হয়। ঐ দূষিত দুগ্ধ পানে পেটের অসুখ, কলেরা ও নানা প্রকার ব্যাধি শিশুর মৃত্যু আনয়ন করে।"

বিখ্যাতনামা ডাক্তার আর, জি, কর, এল্, আর, সি, পি, মহোদয় তাঁহার "শিশু ও বালচিকিৎসা" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ— "দুঃখের বিষয় যে, আজকাল এদেশে অনেক বাড়ীতে শিশুর আহারের

নিমিত্ত কৃত্রিম "ফুড্" ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন এবং বিবিধ অচিন্তনীয় উপায়ে ঘোষণা দ্বারা এই সকল "ফুড্" আজকাল অনেক স্থলে আমাদের শিশুদের একমাত্র আহার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঈশ্বর যেন আমাদের সন্তান-সন্ততিদের আহারের জন্য পাঁচ শত ক্রোশ দূরদেশে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন! অনেক বাড়ীতে এমন দেখা যায় যে শিশু এই সকল "ফুড্" খাইয়া কোন প্রকারে বাঁচিয়া আছে। এদেশে মাতৃস্তনে কি ঈশ্বর দুধ দেন নাই? গাভীর বাঁটে কি দুধ-নিঃসরণ বন্ধ হইয়াছে? শস্যশ্যামলা ভারতভূমি কি বন্ধ্যা হইয়াছে? চিকিৎসক হয় ত বিশেষ বিবেচনা করিয়া রুগ্ন শিশুকে কোন "ফুড্" ব্যবস্থা করিয়াছেন। গৃহস্থেরা উহা শিশুর প্রকৃত আহার মনে করিয়া বরাবর উহাই চালাইতেছেন। এই সকল "ফুড্" অযথা ও দীর্ঘকাল ব্যবহারে অনেক স্থলে রিকেট্স্ রোগ হয়। বাজারের টীনের কৌটায় যে সকল "গাঢ়দুধ" বিক্রীত হয়, সে সকল জল মিশ্রিত করিয়া লইলে, চর্ব্বির-অংশ বিলক্ষণ কম থাকে। আবার টীনের কৌটায় যে সকল শ্বেতসার-ঘটিত ফুড্ পাওয়া যায়, তৎসমুদয় শিশুর প্রকৃত পুষ্টিসাধনের অনুপযুক্ত। এই সকল "ফুড্" আহারে রিকেট্স পীড়া উৎপাদনের সহায়তা হয়। এই সকল "ফুড্" ব্যবহারে শিশু ও বালক-বালিকা মোটা, চর্ব্বিভরা ও থলথলে হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাদের দেহে যে চর্ব্বি জন্মে, তাহা সুস্থ চর্ব্বি নহে। দুগ্ধ, মাংস, যুষ্ আহারে যে চর্ব্বি হয়, তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দেশে এত প্রকার আহার্য্যদ্রব্য আছে, যদি সেই সকল হইতে চিকিৎসক কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া, "মাথা ভাবাইয়া" স্থল বিশেষে আহার ও পথ্য এবং উহাদের প্রস্তুত প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে, আজি-কালিকার বিষম শৈশবীয় মৃত্যু সংখ্যা নিশ্চয় অনেক কমিয়া যাইবে।"

সুবিজ্ঞ, সমাজ হিতৈষী ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় এল্-এম-এস্ মহোদয় "ভারতবর্ষে" লিখিয়াছেন ঃ—

"আজকাল ছেলে জন্মিলেই তাহাকে "বিলাতী গাঢ় দুধ" অথবা ফুড্ অন্ততঃ বার্লী, সাগু, খাওয়াইতেই হইবে। এইরূপ খাওয়ানের হেতু, প্রথমতঃ ঐ খাদ্য তদীয় জননীর বা অপর আত্মীয়দের অভিপ্রেত। দ্বিতীয়তঃ চিকিৎসককুলের নির্ব্বোধিতা বা অবিবেকতা। তৃতীয়তঃ সাহেবদিগের বা সাহেবীয়ানাগ্রস্ত বাঙ্গালী বাবুদের অনুচিকীর্ষা। এই ফুড্ খাওয়ান প্রথা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। তাহার কারণ বিলাতী খাদ্যগুলি বাসি, উহাতে ভাইটামীন থাকে না। উহা খাইয়া দেহের বাহ্যিক পুষ্টি হয় বটে, কিন্তু শিশুরা রোগপ্রবণ ও অন্তঃসারহীন হইয়া পড়ে এবং উহা ব্যবহারে দেশের অগণিত ধন অনর্থক বিদেশীর কবলিত হয়।"

বিলাতী দুগ্ধের (কণ্ডেন্সড্ মিল্ক) অনিষ্টকারিতা।

আজকাল অনেক শিক্ষিত ও ধনবানেরা "বিলাতী দুধ" শিশুদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহারা চা ইত্যাদির সহিত বিলাতী দুগ্ধ পান করেন। এই "বিলাতী দুধ" সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কি বলিয়াছেন দেখুন ঃ—

বিগত ১৮৯২ সালের ৯ই নবেম্বর বিখ্যাত ডাক্তারি "লেনসেট" পত্রিকায় ডাক্তার জেলি মহোদয় লিখিয়াছেন—"এই দুধে (বিলাতী দুধে) শর্করা অধিক পরিমাণে থাকাতে মেদ বৃদ্ধি হয়, সামান্য কারণেই অন্য পীড়া জন্মে। এই বিলাতী দুগ্ধপানে

ছেলে প্রথম প্রথম খুব মোটা হয় সত্য, কিন্তু ইহার ফলে ছেলের মাংসপেশী নিস্তেজ হয়, ছেলে শীঘ্র চলিতে পারে না, পেটটি বড় হয়, ব্রহ্মতালু শীঘ্র যোড়া লাগে না। ছেলের সর্ব্বদাই পেটের পীড়া হয়. অধিক মিষ্টি না দিলে অন্য কোন পথ্য খায় না।"

ডাক্তার ডালা বলেন যে—"এই বিলাতী দুধ পান করিলে, ছেলে মোটা হয় সত্য, কিন্তু রিকেট্স্ পীড়া প্রকাশ পায়।"

বিখ্যাতনামা ডাক্তার ফিসার এম, ডি, মহোদয় বলেন ঃ—

"এই "বিলাতী দুধ" পানে শিশুরা রিকেট্স্ পীড়ায় আক্রান্ত হয় এবং সংক্রামক রোগ-প্রবণ হইয়া থাকে। নিউমোনিয়া, হার্ণিয়া, প্রভৃতি পীড়া অতি সহজেই প্রকাশ পায়, দেরীতে দাঁত উঠে এবং পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।" (৭)

সুবিখ্যাত সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বসু এম ডি মহোদয় তাঁহার "স্বাস্থ্যরক্ষা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"বিলাতী টিনের ঘনীভূত দুধে যবক্ষারজানময় পদার্থ থাকে না। এই দুধ পান করিলে

(৭) Dr. Fisher M. D. says—"that children so fed have rickets, that they are predisposed to infectious disorder, that they have less resistance and far less vitality especially in combating such a disease as Pneumonia or Diphtheria, that they have tendencies to Hernias and deformities owing to the softer condition for their muscles and bowels—with diarrhœa, that their dentation is delayed compared with other method of hand feeding."

শিশুগণ মোটা হয় বটে, কিন্তু তাহাদের যেরূপ গঠন হওয়া উচিত, তদনুরূপ হয় না।"

সুবিখ্যাত ডাক্তার স্যাদারল্যাণ্ড এম-ডি মহোদয় তাঁহার "শিশু চিকিৎসা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'কন্‌ডেন্‌স্‌ড্‌ মিল্ক বা বিলাতী দুধে মেদের অংশ খুব কম দৃষ্ট হয়। ইহা শিশুদিগকে খাওয়ান কর্ত্তব্য নহে।" [10]

রিকেট্‌স্‌ (Rickets)

শৈশবাবস্থায় যে সকল পীড়া প্রধানতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে, রিকেট্‌স্‌ পীড়া তন্মধ্যে প্রধান। ইহা সার্ব্বাঙ্গিক পীড়া। ইহাতে দেহের সমুদয় বিধানই (টিস্যু) এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, উহাদের রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা হ্রাস পায়। ইহার ফলে আক্ষেপ, শ্বাসনালী প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটীস) অস্থিবিধান আক্রান্ত হয়, দেহের দীর্ঘাস্থি সকল কোমলীভূত হয়, প্রচুর ঘর্ম্ম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এই পীড়ার কারণ—মদ্যপায়ী, উপদংশগ্রস্ত পিতামাতার সন্তান সাধারণতঃ এই পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। এতদ্ভিন্ন উপযুক্ত আহারের অভাব, মাতৃস্তন্য দুধের অভাব, জনাকীর্ণ স্থানে বাস

---

(10) "The various forms of condensed milk, when diluted for use, are notoriously deficient in fat, and many of them contain an excess of sugar." "Both clinical experience and chemical analysis show that condensed milk, for its deficiency in fat, should not be used for an infant. (See The Treatment of Disease in Children by G. A. Sutherland M. D., F. R. C. P., page 23)

ইত্যাদি। শিশুরা উপযুক্ত আহারের অভাবেই সচরাচর এই পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। যথা—(১) শিশুর আহার্য্য দ্রব্যে যদি চর্ব্বির পরিমাণ কম থাকে, এবং (২) যদি উহাতে শ্বেতসার, চিনি, গদ্ প্রভৃতি কার্ব্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অধিক থাকে। বলা বাহুল্য, ডাক্তারী পেটেণ্ট ফুড্‌গুলিতে অর্থাৎ শিশুদের কৃত্রিম আহার্য্য-দ্রব্য মাত্রেই উল্লিখিত দূষণীয় অবস্থা বর্ত্তমান রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিখ্যাতনামা ডাক্তার স্বাদারল্যাণ্ড মহোদয় তাঁহার শিশু চিকিৎসা গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। (11) তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "পেটেণ্ট ফুড্ শিশুকে না দিয়া মাতা যদি নিজের স্তন্যদুগ্ধ দ্বারা শিশুকে পালন করেন, তবে কখনও রিকেট্‌স্ পীড়া হইবে না।" (12) "স্তন্যদুগ্ধ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে, গাভী দুগ্ধ দেওয়া কর্ত্তব্য।" (13) "বড় বড় সহরে যদি বিশুদ্ধ গাভী দুগ্ধের ব্যবস্থা করা যায়,

---

(11) "The tinned starchy foods, whether converted or unconverted, are largely responsible for the production of rickets. They are characterized by a deficiency in fat and protein, and by an excess of CabroHydrate material." (See Ditto, P. 24)

(12) "If a healthy mother, with plenty of good milk, feeds her infant at regular intervals, and uses no other patent foods whatever, we may safely assert that the infant will not become rickety during the normal period of lactation." (See Ditto, p. 26)

(13) If the mother has not enough of milk, cow's milk may be given alternately with the breast." (See Ditto P. 8)

মাতৃস্তন্য দুগ্ধও যাহাতে বিশুদ্ধ থাকে তাহার উপায় করা যায় এবং পেটেণ্ট ফুড্‌গুলি ব্যবস্থা করা না হয়, তবে শৈশব মৃত্যুর হার অনেক পরিমাণে হ্রাস পায় সন্দেহ নাই।" (14)

বঙ্গের হিন্দু ডাক্তার মহোদয়গণের সমীপে নিবেদন।

আমরা বঙ্গের হিন্দু ডাক্তার মহোদয়গণের সমীপে কাতর প্রাণে নিম্নলিখিত নিবেদন ও প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি; যথা ঃ—

১। হিন্দু ডুবিতে বসিয়াছে। এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এ দেশের ডাক্তার মহোদয়গণের কার্য্যের বা ব্যবস্থার ফলে হিন্দু সন্তানগণের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ও অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের ও লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই।

২। ডাক্তারি পেটেণ্ট ফুড্‌গুলি এ দেশের শিশুগণের পক্ষে গুরুতর স্বাস্থ্যহানিকর,—বিষতুল্য। মহাপ্রাজ্ঞ ডাক্তার আর, জি, কর মহোদয়ের সঙ্গে আমরাও নিবেদন করিতেছি যে—"দেশে এত প্রকার আহার্য্য দ্রব্য আছে, যদি সেই সকল হইতে চিকিৎসকগণ কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া, "মাথা ভাবাইয়া" স্থলবিশেষে উপযুক্ত দেশী পথ্য এবং উহাদের প্রস্তুত প্রণালীর উত্তম রূপে ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে আজিকালিকার বিষম শৈশবীয় মৃত্যুসংখ্যা নিশ্চয় অনেক কমিয়া যাইবে।"

---

(14) * * there would be a great fall in the infantile mortality from rickets in large cities." (See Ditto P. 25)

৩। এ দেশের বড় বড় ডাক্তার মহোদয়গণ সকলে একত্র হইয়া দেশী পথ্যগুলির গুণাগুণ পরীক্ষা ও আলোচনা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে দেশী পথ্যের প্রচার ও ব্যবস্থা করিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিবেন, এই বিনীত প্রার্থনা।

৪। আজকাল সর্ব্বত্রেই অতি ভীষণ চিকিৎসাবিভ্রাট দৃষ্ট হইতেছে। ইহার ফলেও বহু লোকের স্বাস্থ্য ও অর্থ হানি এবং অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে। সামান্য সামান্য পীড়ায় রাশি রাশি ঔষধ প্রয়োগ, অত্যধিক মাত্রায় ঔষধ ব্যবস্থা, কমিশনের লোভে লম্বা লম্বা ঔষধ পত্রের (প্রেস্‌ক্রপস্‌ন) ব্যবস্থা এবং নিত্য নূতন নূতন ঔষধ, ইন্‌জেক্‌শন্ ও কৃত্রিম পথ্যাদির ব্যবস্থা, অনাবশ্যক ঔষধ ব্যবহার, হঠাৎ পীড়া আরাম উদ্দেশ্যে উগ্র বা বিষাক্ত ঔষধ ব্যবহার, অবস্থাপন্ন রোগীদের ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ ও চিকিৎসা পরিবর্ত্তন, চিকিৎসকদের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের হিংসা, দ্বেষ, মনোমালিন্য, ঘরে ঘরে হাতুড়ে ডাক্তারের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি নানা কারণে এদেশে সর্ব্বত্রই অতি ভীষণ চিকিৎসাবিভ্রাট দৃষ্ট হয়। আমরা অতীব দুঃখের ও লজ্জার সহিত এই সকল অপ্রিয় সত্য কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। এ দেশের সুবিজ্ঞ ও সমাজ হিতৈষী চিকিৎসক মহোদয়গণ উপরিউক্ত সমাজের অতীব গুরুতর অনিষ্টজনক ব্যাপারগুলি (যাহা তাঁহারা সর্ব্বদাই উপলব্ধি করিতেছেন) দূর করিতে যথাসাধ্য যত্ন চেষ্টা করিবেন।

৫। ডাক্তারি তেজস্কর ঔষধ বাহুল্যরূপে সেবন করিয়া আমাদের দেশের লোকদের গুরুতর স্বাস্থ্য ও অর্থ হানি ঘটিতেছে।

ডাক্তারি ঔষধ যাহাতে বাহুল্যরূপে দেশময় প্রচারিত না হয়, অনাবশ্যক কারণে রাশি রাশি ঔষধ কেহ ব্যবস্থা না করেন, এজন্য এ দেশের ডাক্তার মহোদয়গণের প্রাণান্ত যত্ন-চেষ্টা ও স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। ডাক্তার মহোদয়গণ যদি সামান্য সামান্য পীড়ায় দেশী "মুষ্টিযোগ" ঔষধগুলি বাহুল্যরূপে ব্যবস্থা করেন, অন্ততঃ গরীব দুঃখীদের ব্যবস্থা করিয়া দেন, তবে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই। আমেরিকার বিখ্যাতনামা ডাক্তার জর্জ্জ ক্লার্ক মহোদয় বলিয়াছেন যে "বর্ত্তমান চিকিৎসকেরা যদি চরকের মতানুযায়ী চিকিৎসা করেন তবে রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে।"

হায়! এই "চরক-সংহিতা" গ্রন্থখানি ডাক্তার মহোদয়গণ অনেকেই বোধ হয় একবারও মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখেন নাই। যে জাতির অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের এইরূপ আত্ম-বিস্মৃতি ঘটে, সে জাতির প্রতি ভগবানের করুণা কখনও পতিত হয় না।

৬। আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার কার্পেণ্টারাস্ মহোদয় বলিয়াছেন যে "আয়ুর্ব্বেদই যথার্থ স্বভাব ও বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার অনুসরণ করিয়াছেন।" আর আমরা-হিন্দু সন্তানেরা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে অবৈজ্ঞানিক ও হাতুড়ের ঔষধ বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকি এবং কবিরাজ মহোদয়দিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকি। ফলতঃ কবিরাজ মহোদয়েরাই এ দেশের প্রকৃত সেবক, তাঁহারাই দেশের অগণিত অর্থ রক্ষা করিতেছেন এবং এদেশের

লোকদের স্বাস্থ্যও অক্ষুন্ন রাখিতেছেন। আর ডাক্তার মহোদয়গণ অগণিত অর্থ—কোটি কোটি টাকা—বিদেশী বণিকগণকে প্রদান করিয়া দেশের দুঃখ দৈন্য দিন দিনই বৃদ্ধি করিতেছেন। স্বাস্থ্য হানির ত কথাই নাই। এ দেশের ডাক্তার মহোদয়গণকে জগতের ঔষধ বিক্রেতাদের এজেণ্ট বলিলেই হয়। জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক দেশের শিক্ষিত লোকেরা শিল্প বাণিজ্য ও নানা উপায়ে বিদেশ হইতে অগণিত অর্থ স্বদেশে আনিয়া দেশের ধন বৃদ্ধি করিতেছেন, আর এই হতভাগ্য দেশের শিক্ষিত লোকেরাই নানাভাবে অগণিত অর্থ বিদেশীয় বণিকগণকে প্রদান করিয়া দেশটাকে একেবারে ডুবাইয়া দিতে বসিয়াছেন!

৭। এদেশের ডাক্তার মহোদয়গণ নিঃস্বার্থভাবে প্রাণান্ত যত্ন চেষ্টা করিলে এখনও এদেশের দুঃখ, দারিদ্র্য দূর হইয়া যাইতে পারে। তাঁহারা যদি সকলে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন ও আলোচনা করেন, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি বর্ত্তমান সময়োপযোগী করিয়া প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন এবং জগতের সর্ব্বত্র বাহুল্য-রূপে প্রচার করিতে পারেন, তাহা হইলেই দেশের দুঃখ, দৈন্য—অভাব অনটন দূর করিয়া দিতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের সহিত জগতের কোন জাতীয় ঔষধের বিন্দুমাত্রও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। এদেশের ডাক্তার মহোদয়গণ প্রাণান্ত যত্ন চেষ্টা করিলেই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে সক্ষম হইবেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কবিরাজী মতের ঔষধগুলি বহু পীড়ায় বিশেষতঃ পুরাতন পীড়ায় বিশেষ উপকারী। আয়ুর্ব্বেদ মতের

তৈলগুলির ন্যায় মহৌষধ ত জগতের কোন চিকিৎসা গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় না। এতদ্ভিন্ন কবিরাজী বটিকা গুলিও সহজ লভ্য অনুপান দ্বারা এবং পাচনগুলি জগতের সর্ব্বত্র বাহুল্যরূপে সহজেই প্রচার করা যাইতে পারে। এক স্বর্ণসিন্দুর উৎকৃষ্ট উপায়ে প্রস্তুত করিয়া জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিলে সহস্র সহস্র টাকা অতি সহজেই সংগ্রহ করা যায়। "চ্যবনপ্রাশ" প্রভৃতি নানা উৎকৃষ্ট কবিরাজী ঔষধ দ্বারাও যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

৮। আমরা বিনীতভাবে এ দেশের হিন্দু ডাক্তার মহোদয়গণের সমীপে এই নিবেদন করিতেছি যে, আয়ুর্ব্বেদ অবৈজ্ঞানিক ও কবিরাজী ঔষধ হাতুড়ের ঔষধ—এই সকল ডাহা মিথ্যা কথা তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয় হইতে সমূলে দূর করিয়া ফেলুন স্বার্থপর বণিক জাতিরা এ দেশে ডাক্তারি ঔষধ প্রচার উদ্দেশ্যে— "আয়ুর্ব্বেদ অবৈজ্ঞানিক" বলিয়া প্রচার করিয়াছে এবং উহার ফলেই আজ আমরা কোটি কোটি টাকার বিদেশী তেজস্কর ঔষধ ও কৃত্রিম পথ্য ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছি।

৯। এতদ্ভিন্ন এদেশের উচ্চ শিক্ষিত ও ডাক্তার মহোদয়গণ যদি সকলেই জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার পি, সি, রায় মহোদয়ের-ন্যায় ডাক্তারি ঔষধগুলি এদেশে প্রস্তুত করিতে যত্ন করেন, তবে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। ডাক্তারি অধিকাংশ ঔষধই এদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। হিমালয়ের এক একটি শৃঙ্গে এত অসংখ্য-অগণিত প্রকারের তরুলতা গুল্ম ও বৃক্ষাদি ভগবান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, যদ্দ্বারা সমস্ত জগতের সমস্ত ডাক্তারি ঔষধ প্রস্তুত করা

খাইতে পারে। যে ২।৪টি ঔষধ, যথা—ইপেকাকুয়ানা, বেলাডনা ইত্যাদি ডাক্তারেরা জগতের নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহাও ভারতে বিশেষতঃ হিমালয়ে অনুসন্ধান করিলে যথেষ্ট পরিমাণ সংগ্রহ করা যায়। ধরুন, ডাক্তারেরা আমেরিকা ব্রেজিল হইতে ইপেকাকুয়ানারুট্ সংগ্রহ করেন, ভারতে গোয়া, কালিকট্ ও দারজিলিং পাহাড়ে (হিমালয়ে) এই লতা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এই ইপেকাক্ ঘটিত ঔষধ— ইপেকাক্ চূর্ণ, ভাইনাম ইপিকাক্ ও ইহার সার "এমেটীন্" আজকাল ডাক্তার মহাশয়েরা বাহুল্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে এক কোটি টাকার ইপিকাক্ ঘটিত উক্ত ঔষধ গুলি বিক্রয় করিয়া বিদেশীয়েরা লাভবান হইয়া থাকেন। আরও দেখুন, বিদেশী বণিকেরা আরবি গঁদ, বাবলার গঁদ, (কাপিলার আঠা), শুণ্ঠী, সর্ষপ, রেউচিনি ইত্যাদি অসংখ্য ঔষধ এদেশ হইতে জাহাজ ভরিয়া বিদেশে লইয়া যায়। তথায় মাত্র একটু চূর্ণ করিয়া, বড় বড় শিশিতে সুন্দর লেবেল আঁটিয়া, পুনরায় এদেশে প্রেরণ করেন। আমরা তাহাই পালভ্ গাম্ একেশিয়া, পালভ্ জিঞ্জার, মাষ্টার্ড, পালভ্ রিয়াই নামে সহস্র সহস্র টাকার ঔষধ ক্রয় করিয়া থাকি। উপরি উক্ত কয়টি মাত্র ঔষধ হিমালয় বা ভারতের নানাস্থান হইতে সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বিক্রয় করিলে যে লাভ হইবে, তদ্দ্বারা বঙ্গের সমস্ত যুবকের অন্ন-বস্ত্রের সুব্যবস্থা হইতে পারে। হরীতকীর ন্যায় মৃদু বিরেচক, আগ্নেয়, বায়ুনাশক, বলকারক ও নানা

পীড়ায় অব্যর্থ মহৌষধ জগতে আর দ্বিতীয়টি নাই। আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে প্রাণদা, পথ্যা, সুধা ও ভিষকপ্রিয়া বলিয়াছেন। এই হরীতকী দ্বারা মৃদু বিরেচক উৎকৃষ্ট পেটেণ্ট-ঔষধ প্রস্তুত করিয়া জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইহা দ্বারা কালী এবং নানা উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। ফলতঃ এদেশের কবিরাজী ঔষধগুলি এবং দেশী ঔষধ দ্বারা নানা পেটেণ্ট ঔষধ বিশুদ্ধ প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে পারিলে এ দেশের দুঃখ দৈন্য এক দিনেই দূর হইয়া যাইতে পারে।

১০। আমাদের শেষ প্রার্থনা এই যে, এদেশের ডাক্তার, কবিরাজ ও শিক্ষিত মহোদয়গণ হিমালয়ের নানা স্থানে ডাক্তারি ও কবিরাজী ঔষধগুলি প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করুন। কারণ হিমালয়ের ভেষজগুলি অতীব সতেজ ও হৃষ্টপুষ্ট দৃষ্ট হয়; হিমালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভেষজ দ্বারা ঔষধ দ্রব্য প্রস্তুত করিলে সেই ঔষধ সমধিক ক্রিয়াবান্ হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতের ব্যয়ও অতি অল্প পড়িবে।

১০। বিদেশী বস্ত্রাদি ব্যবহার।

নানা বর্ণের ছিট্, শালু ও পাকা পাড় প্রস্তুত এবং কার্পাস, রেশম ও পশম প্রভৃতি রঞ্জিত করিবার উপায় পূর্ব্বে এক

মাত্র ভারতবাসীরা অবগত ছিলেন। পাশ্চাত্যেরা ভারত হইতে রঙ্গ প্রস্তুতের উপায় শিখিয়া গিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের কারিকরগণ পূর্ব্বে কি কি দ্রব্যাদি দ্বারা কাপড়ে রং, পাকা পাড় এবং কার্পাস, রেশম ও পশম রঞ্জিত করিতেন, তাহাই আমরা সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করিব। প্রাচীন ভারতে (এখনও কোন কোন স্থানে) দেশীয় এই সমস্ত বিশুদ্ধ দ্রব্য দ্বারা কার্পাস, রেশম, পশম রং করা হইত। যথা—কুসুমফুল, মঞ্জিষ্ঠা, মালচ (আউচ), হরিদ্রা, আল্‌তা, বকম কাষ্ঠ, কৃমিদানা, খদির, ঢাইফুল, ভেলার আঠা, নানাবিধ বৃক্ষের গঁদ এবং হিরাকস, ফট্‌কিরি, চাখড়ি, গিরিমাটি, নীল প্রভৃতি উদ্ভিদ ও ধাতব দ্রব্যাদি। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত দ্রব্যাদি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর ছিল; ইহাদের কোনটির মধ্যে বিন্দুমাত্র বিষাক্ত ধর্ম্ম নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ছিট্ প্রস্তুত করিবার আচার্য্য ভারতবর্ষ, সুতরাং এদেশে অতি পরিপাটীরূপে নানা বর্ণের ছিট্ প্রস্তুত হইত। বিদেশীয়েরা বাহ্য চাকচিক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অস্বাভাবিক, কৃত্রিম ও অতি ভীষণ বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা ঐ সমস্ত রং প্রস্তুত করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এজন্যই বিদেশীরা সুলভ মূল্যে চাক্‌চিক্যশালী বস্ত্রাদি বিক্রয় করিতে সমর্থ হন।

বিদেশীরা কি কি দ্রব্য দ্বারা পাকা পাড়, নানারঙ্গের ছিট, এবং কার্পাস, পশম, রেশম, প্রভৃতি রঞ্জিত করিয়া থাকেন, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

১। বিদেশীরা থান কাপড় প্রভৃতি নিম্নলিখিত দ্রব্য দ্বারা কমলা রং করিয়া থাকেন; যথা—সুগার অব্ লেড্, বাইক্রোমেট্ অব্ পটাস্, চুণের জল ইত্যাদি দ্বারা নানা উপায়ে কমলা রং প্রস্তুত করেন। উক্ত দুইটী ঔষধই ভয়ানক বিষাক্ত।

২। চাঁপাফুলের মত পাকা রং করিতে হইলে, সুগার অব্ লেড্ (পাইরোলিগ্নেট্ বা এসিটেট্ অব্ লেড্), হিরাকস, গরম জল ও গঁদ দরকার হয়।

৩। পাকা নীল-রং করিতে হইলে মনছাল (মনঃশিলা—ভয়ানক বিষাক্ত), নীলচূর্ণ, বাখারি ও গদ দরকার হইয়া থাকে।

৪। কাপড়ের পাকা পাড় ও পাকা ছিট করিতে হইলে সুগার অব্ লেড্, এসিটিক এসিড্, ফট্কিরি প্রভৃতি দ্বারা রং তৈয়ার করিতে হয়।

৫। পূর্ব্বে আমাদের দেশে রং পাকা করার জন্য গোময় ব্যবহৃত হইত। বিদেশীয়েরা আর্সেনিয়েট্ অব সোডা (ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ) ফস্ফেট্ অব্ সোডা, সেলিসিলেট্ অব্ সোডা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

৬। পূর্ব্বে এদেশে খদির, জাঙ্গাল প্রভৃতি দ্বারা রঙ্গ তৈয়ার করা হইত। এক্ষণে বিদেশীয়েরা বাইক্রোমেট্ অব্ পটাশ প্রভৃতি উগ্র ও বিষাক্ত দ্রব্য দ্বারা খদিরের পাকা রং করিয়া থাকেন।

৭। কাপড়ের উপর তুঁতে বা জাঙ্গালের ছাপ দিয়া শুকাইলে, চুণগোলা দিতে হয়। পরে ঐ নীল বর্ণ হইলে

কাপড় খানি শিমুলক্ষারের (শঙ্খবিষ) বা আর্সেনিয়েট্ অব্ পটাশের জলে ফুটাইলে হরিৎ বর্ণের রং হইবে।

৮। মেজেণ্টার।—আজকাল এই দ্রব্যটী এদেশের সর্ব্বত্রই ব্যবহার হইতেছে। লাল কালীর জন্য, হোলির পিচকারির জন্য, শীল মোহরের কালীর জন্য, বিলাসিনীদের করতল ও ওষ্ঠ রঞ্জিত করিবার জন্য, চিত্রকরদের নানা দ্রব্য রং করার জন্য, কাপড় লাল রং করার জন্য, মেজেণ্টার এদেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এদেশে নানা বিশুদ্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা আবির প্রস্তুত করা হইত। এক্ষণে মেজেণ্টার দ্বারা আবিরের রং করা হইতেছে।

এনিলিন্, সালফিউরিক্ এসিড্, বাইক্রোমেট্ অব্ পটাশ প্রভৃতি দ্বারা নানা উপায়ে বেগুনী বর্ণের মেজেণ্টার প্রস্তুত হয়।

(২) এনিলিন্, শঙ্খবিষের (আর্সেনিয়াস এসিড্) সহিত মিশাইয়া মেজেণ্টার প্রস্তুত হয়। (1)

এক্ষণে পাঠক, ঐ সমস্ত ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ কি কি উপায়ে আমাদের শরীরস্থ হইতে পারে দেখুন।

প্রথমতঃ বিষাক্ত পদার্থ নানা ভাবে আমাদের শরীরস্থ হইলে বিষক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। যথা—

---

(1) "Metallic arsenic, fly powder, arsenic acid largely used in the manufacture of Magenta, aniline red, or fuchine and the arseniates of potash and soda, are all poisonous." (See Forensic Medicine, by Dr. Husband M. D., P. 294)

(১) বিষাক্ত পদার্থ কতকটা অধিক মাত্রায় খাইয়া ফেলি তৎক্ষণাৎ বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়।

(২) বিষাক্ত পদার্থ নিশ্বাসপথে শরীরস্থ হইলে বিষলক্ষণ প্রকাশ পায়।

(৩) বিষাক্ত পদার্থ চর্ম্মপথে বা লোমকূপ দ্বারা শরীরস্থ হইলে বিষলক্ষণ প্রকাশ পায়।

(৪) বিষাক্ত পদার্থের ধূম শরীরস্থ হইলে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়।

(৫) বিষাক্ত পদার্থ ক্ষত দ্বারা শরীরস্থ হইলেও বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়।

এক্ষণে সীসধাতু ঘটিত ঔষধ তিল তিল পরিমাণে বিষাক্ত হইলে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাই উল্লেখ করিব।

অল্পমাত্রায় কিছুকাল সেবন বা উপরিউক্ত কোন কারণে সীসধাতু শরীরস্থ হইলে প্রথমতঃ মুখ, তালু ও নাসারন্ধ্রের শুস্কতা, প্রস্রাবের হ্রাস, কোষ্ঠ-কাঠিন্য পাকাশয়ে ক্লেশ ও উদরে বেদনা, ক্ষুধামান্দ্য, বিবমিষা, বমন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। মাড়ীর অন্তভাগ নীলবর্ণ দেখা যায়। সর্ব্বদা মিষ্ট আস্বাদ, নিশ্বাসে এক প্রকার দুর্গন্ধ, শরীর শীর্ণ, চক্ষুর বর্ণ অস্বচ্ছ ও পীত, ধমনীর গতি মন্দ, মানসিক বিষণ্নতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সীসশূল (কলিকা পিক্টোনাম্ বা লেড্ কলিক্) প্রকাশ পাইলে উদরে ভয়ানক বেদনা হয়, ঐ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পায়।

উদরস্থ পেশী সকল কুঞ্চিত ও কঠিন হইয়া উঠে। মল বদ্ধ হয়। উদর চাপিলে রোগী একটু আরাম বোধ করে। কখন কখন পিত্ত বমন হয়।

উপরি উক্ত কোন কারণে তিল তিল পরিমাণ আর্সেনিক্ ক্রমে ক্রমে শরীরস্থ হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়; যথা ঃ—

প্রথমে চক্ষু ও পাকাশয় আক্রান্ত হয়। চক্ষু রক্তবর্ণ এবং জলপূর্ণ ও তীব্র বেদনাযুক্ত, নাসারন্ধ্র, মুখ ও গলনালী রক্তবর্ণ ও প্রদাহযুক্ত হয়। পিপাসা, ক্ষুধা লোপ, উদরে ভারবোধ হইয়া থাকে। চর্ম্ম শুষ্ক, চর্ম্মের বিকৃতি অর্থাৎ একজিমা বা আর্টিকেরিয়া (আমবাত) উপস্থিত হয়। নানারূপ চর্ম্মরোগ উপস্থিত হয় এবং মস্তকে দপদপানি বেদনা উৎপন্ন হয় এবং সন্ধি সকলের প্রদাহ ও স্ফীতি প্রকাশ পায়। অধিক মাত্রায় শরীরস্থ হইলে বিবমিষা, বমন এবং উদারাময় আরম্ভ হয়, রক্তমিশ্রিত কর্দ্দমবৎ ভেদ ও অতিশয় বেদনা ও কুন্থন উপস্থিত হয়।

উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত নানা পীড়া সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। বিদেশী রং করা বস্ত্রাদি ব্যবহার ঐ সকল পীড়ার অন্যতম কারণ।

ডাক্তার হাজ্‌বেণ্ড্‌ মহোদয় লিখিয়াছেন যে "আর্সেনিক ঘটিত ঔষধগুলি দ্বারা বিষাক্ত হইলে ওলাউঠার ন্যায় সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।" [2]

---

(2) "The symptoms resemble an attack of Cholera." (See Ditto P, 279.)

হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড্ একটী অতীব প্রবল সাংঘাতিক বিষ। এই ঔষধ সংস্পৃষ্ট সমস্ত লবণও ভয়ানক বিষাক্ত।

বাইক্রোমেট্ অব্ পটাশ অতি ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ। ইহা শরীরস্থ হইলে শরীরের বিধান নষ্ট হইয়া যায়। রোগীর মুখে, গলদেশে ও নাসিকায় একপ্রকার দুরারোগ্য ক্ষত জন্মিয়া থাকে।

উপরি উক্ত লক্ষণসংযুক্ত নানাবিধ উৎকট ও দুরারোগ্য পীড়া আজকাল আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই—প্রতি গৃহেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না? ফলতঃ সীস, আর্সেনিক্, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্, ক্রোমিক এসিড্, প্রভৃতি সাংঘাতিক বিষাক্ত পদার্থসংস্পৃষ্ট বিদেশীয় বস্ত্রাদি হইতে অণু-অণু পরিমাণ বিষ অলক্ষিত ভাবে প্রতিনিয়ত আমাদের নিশ্বাসপথে, ঘর্ম্মপথে, ক্ষত দ্বারা, ধুম গ্রহণে শরীরস্থ হইতেছে এবং আমরা নিত্য নূতন নূতন উৎকট ও দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছি।

হে হিন্দু জনক-জননীগণ! আপনারা আপনাদের সন্তানদিগকে কখনও বিদেশী নানাবর্ণের ছিট দ্বারা প্রস্তুত পোষাক, গেঞ্জি, মোজা, আলোয়ান ইত্যাদি ব্যবহার করাইবেন না। অনেক জনক জননী তাঁহাদের সন্তানকে বিদেশী সুলভ মূল্যের সুন্দর পোষাক পরাইয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু তাঁহাদের এই আনন্দ কি জন্য যে অতি শীঘ্রই নিরানন্দে পরিণত হয়, তাহা বোধ হয় তাঁহারা কেহই জানেন না বা স্বপ্নেও ভাবেন না। ফলতঃ ঐ সমস্ত বিদেশী কাঁচা রঙ্গের ছিট্ কাপড় এবং গেঞ্জি, মোজা, আলোয়ান হইতে

বিষাক্ত পদার্থ তিল তিল পরিমাণে শিশুর শরীরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে এবং শিশু নানা উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হয়। পুনরায় নিবেদন করিতেছি বিদেশী মনোমুগ্ধকর সস্তা ও বিদেশী রং করা কোন দ্রব্যাদি কখনও শিশুগণকে ব্যবহার করাইবেন না।

বিদেশী পরিচ্ছদ ব্যবহার।

শিশুদের শয্যা ও বস্ত্রাদি সম্বন্ধে চরক সংহিতায় উল্লেখ আছে—

"শয়নাস্তরণপ্রাবরণানি কুমারস্য মৃদুলঘুশুচিসুগন্ধিনি স্যুঃ।"

অর্থাৎ কুমারের শয্যা ও বস্ত্রাদি কোমল, লঘু, শুচি ও সুগন্ধি হওয়া আবশ্যক।

আজকাল আমাদের দেশের শিশু, বালক, বালিকা ও যুবক, যুবতীগণ বিদেশী নানাপ্রকার পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন। ইহার ফলেও আমাদের শিশু ও বালক বালিকাদের গুরুতর স্বাস্থ্যহানি হইতেছে।

জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার চাভাসী মহোদয় লিখিয়াছেন—

"পাশ্চাত্য দেশের জননীগণ শিশু ও বালক বালিকাদিগকে অত্যন্ত ভারি ও লম্বা পরিচ্ছদ এবং কসা জামা, টুপি, জ্যাকেট, করসেট্ ইত্যাদি ব্যবহার করান। ইহার ফলে, তাহাদের বুকের ও ও উদরের যন্ত্রের ক্রিয়া বিকৃত হইয়া যায়। কোমরবন্ধ, মোজা,

গার্টার ইত্যাদি ব্যবহারে নিম্ন উদরের ও পদের রক্ত চলাচলের ক্রিয়া বিকৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ ঐ সকল পোষাক পরিচ্ছদের ফলে আভ্যন্তরিক যন্ত্রের ক্রিয়া বিনষ্ট হয়।" [1]

"শিশুদের মাথায় টুপি ব্যবহার করা অন্যায়। ইহাতে তাহাদের মাথা গরম হয়, ঘর্ম্ম হইয়া থাকে এবং তাহাদের হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া মাথা ধরা ইত্যাদি নানা পীড়া জন্মে।" (2)

"শক্ত কোমরবন্ধ (বেল্ট) মাজায় ব্যবহার দরুণ উদরের যন্ত্রগুলির ক্রিয়া ভালরূপে হইতে পারে না। মেয়েরা জ্যাকেট্, করসেট্ ইত্যাদি ব্যবহার করায়, তাহাদের বুকের ও উদরের যন্ত্রগুলির ক্রিয়া বিকৃত হয়। পায়ে মোজা, গার্টার ব্যবহারে পায়ের

(1) "A babie's clothing ought to be light, loose, and free from pins. Many infant's clothes are both too long and too cumbersome. How absured, too, the practice of making them wear long cloths!" (See Advice to a mother, by Dr. Chavasee, Page 19)

"The dress should be loose, so as to prevent any pressure upon the blood-vessels, * * * It ought to be loose everywhere, for Nature delights in freedom from restraint, Oh! that a mother would take common sense and not custom as her gide!!" (See Ditto)

(2) "The head ought to be kept cool; caps, therefore, are un-necessary. * * that a child is better without caps, they only heat his head, cause undue perspiration, and thus make him more liable to catch cold." (See Ditto P. 22)

অঙ্গুলিগুলি সঙ্কুচিত ও পায়ের রক্ত চলাচলের গুরুতর ব্যাঘাত জন্মে।" (৩)

"বালবালিকাদিগকে কখনও গার্টার ব্যবহার করিতে দিও না ইহাতে পদের রক্ত চলাচলের ব্যতিক্রম ঘটে এবং মাংসপেশী ক্ষয় হয়। কসা জুতা, জামা, মোজা, জ্যাকেট্ ইত্যাদি কখনও কাহাকে ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত নয়।" (৪)

বিখ্যাতনামা ডাক্তার রড্ক এম্-ডি মহোদয় লিখিয়াছেন— "বালিকা ও যুবতীদের পরিচ্ছদ খুব ঢিলা হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাদিগকে কোন প্রকার কসা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে দিও না। কসা জুতা

(3) "Tight bands, or tight belts around the waist of a child are very injurious to health; they crib the chest, and thus interfere with the rising and falling of the ribs—so essential to breathing. Tight hats ought never to be worn; by interfering with the circulation they cause headaches. Nature delights in freedom, and resents interference!" (See Ditto P. 141)

(4) "Garters ought not to be worn, as they impede the circulation, waste the muscles." (See Ditto)

"Do not allow your child to wear tight shoes. They cripple the feet, causing the joints of the toes, which ought to have free play, * * they produce corns and bunions, and interfere with the circulation of the blood." (See Ditto, P. 144)

"Wearing thin-soled shoes is the fruitful source of decay of female beauty, and the decline of female health." (See Lady's Manual by Dr. Ruddock, M. D., P. 38)

-্যবহারে যুবতীদের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় ও স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া থাকে।” (5)

উক্ত ডাক্তার চাভার্স মহোদয় পাশ্চাত্য দেশের বালক বালিকা-দের বর্ত্তমান পোষাক পরিচ্ছদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে কয়েকটী কথার উল্লেখ করিব। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

“পাশ্চাত্য রমণীগণ ফ্যাসানের দায়ে পড়িয়া স্বাস্থ্যহানি করিয়া থাকেন। যে সকল স্থান সর্ব্বদা গরম রাখা উচিত, সে সকল স্থান খোলা রাখা হয়। বল নাচ ইত্যাদি নানা কারণে যে সকল পোষাক ব্যবহার করা হয়, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক। ফলতঃ শরীরের যে সকল স্থান বা যে সকল যন্ত্র স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য, পাশ্চাত্য রমণীরা সেই সকল স্থান বা যন্ত্র কসা পোষাক ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া বিকৃত করিয়া ফেলেন। ধিক্ এই সভ্যতাকে !!” (6)

---

(5)“A girl's dress should be well fitting aud loose. Girls should not wear stay.” (See Advice to a mother by Dr. Chavasse, P. 144)

(6) “There is a perfect disregard of health in everything appertaining to fashion. Parts that ought to be kept warm, remain unclothed. Parts that should have full play are cramped and hampered, the chest is cribbed in with stays, the feet with tight shoes—hence causing deformity, and preventing a free circulation of blood. The mind, that ought to be calm and unruffled, is kept in a constant state of ex-

পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য দেশের রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার, পোষাক, পরিচ্ছদ ইত্যাদির শতমুখে—সহস্রবার নিন্দা করিতেছেন, আর আমরা সেই পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য রীতি নীতি, আচার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির অনুকরণ করিয়া ধন্য বোধ করিতেছি! শত ধিক আমাদিগকে!!

পাশ্চাত্যদেশের পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহারে সে দেশের ও আমাদের দেশের পুরুষ ও রমণীদিগের কিরূপ গুরুতর স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, সে সম্বন্ধে স্বদেশপ্রাণ, সুবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"যে সকল বাঙ্গালী সাহেবীয়ানার অনুসরণ করেন, তাঁহারা সাহেবদিগের দেখাদেখি জামাজোড়া পরিধান করিয়া থাকেন। এই অনুকরণটি যেমন হাস্যকর, তেমনই অনিষ্টকর। সাহেবেরা যে দেশে বাস করেন, সে দেশ শীতপ্রধান, কাজেই তাঁহাদিগকে সারাদিন বস্ত্রাদিদ্বারা আবৃত থাকিতে হয়। এইরূপ থাকার ফলে তাঁহাদের চর্ম্ম এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। তাঁহাদের বৃক্ক (কিড্‌নি নামক যন্ত্রই একসঙ্গে ঘর্ম্ম ও মূত্র এতদুভয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এই জন্যই তাঁহাদের সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই "বৃক্ক প্রদাহ"

citement by balls, and concerts, and plays. Mind and body sympathise with each other, and disease is the consequence. Oh! that a mother should be so blinded and so infatuated!!" (See Ditto, P. 355.)

(Bright's disease) হইয়া প্রাণনাশ হয়। সাহেবদের মধ্যে হাম, বসন্ত ও অপরাপর চর্ম্মরোগ সহজে মারাত্মক হইয়া থাকে। কিন্তু যে দেশের লোক বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া সহজে দেহ আবৃত করেন নাই, যে দেশের লোকের চর্ম্ম দ্বারাই শরীরের অধিকাংশ ক্লেদ দূরীভূত হয়, যে দেশে প্রত্যহ তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া চর্ম্মকে মসৃণ, দেহকে বলিষ্ঠ ও স্নায়ুমণ্ডল সুস্থ রাখাই বিধি ছিল, সে দেশে অকস্মাৎ জামা জোড়ার বাহুল্য করিয়া যে বাত, বৃক্কপ্রদাহ, অকাল বার্দ্ধক্য, চর্ম্মরোগ বাহুল্য ঘটিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে?"

বিদেশী খেলনা, ছবি ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার।

শিশুদের খেলনা ইত্যাদি সম্বন্ধে চরকসংহিতা লিখিয়াছেন :—

"ক্রীড়নকানি খল্বস্য তু বিচিত্রানি— ।"

অর্থাৎ কুমারের ক্রীড়নার্থ বিচিত্র শব্দবিশিষ্ট, মনোরম, লঘু, অতীক্ষ্ণাগ্র খেলনা ব্যবহার করিবে এবং প্রাণনাশক ও ভয়োৎপাদক ক্রীড়নকের ব্যবস্থা কখনও করিও না।

প্রাচীন কালে এদেশের শিল্পীরা অতি পবিত্র ও বিশুদ্ধ দ্রব্য দ্বারা পুতুল ও খেলানার রং প্রদান করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশের ব্যবসায়ীরা অতি ভীষণ বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা নানাবিধ খেলনা, বাক্স, ছবি ইত্যাদি রং করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা রঙ্গ করা ছবি, বাক্স, পুতুল ও খেলনা ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পুনঃ পুনঃ

নিষেধ করিয়াছেন। (1) এভিন্ন তাঁহারা পাশ্চাত্য দেশের নানাবিধ সুগন্ধি পমেটম্ ইত্যাদি কেশরঞ্জন তৈল ব্যবহার করিতেও নিষেধ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের বাজারের সুগন্ধি তৈলও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নয়। মেয়েদের বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল মাথায় ব্যবহার করা উচিত। (2)

এতদ্ভিন্ন পাশ্চাত্য বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, "বিদেশী অতি সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর ছবি কখনও দেওয়ালে টানাইয়া রাখিও না। আর্সেনিক ঘটিত অতি ভীষণ বিষাক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা ঐ ছবির রঙ্গ করা হয়, এই ছবি হইতে অনু অনু পরিমাণে বিষ গৃহের বায়ুর সহিত মিলিয়া যায়, সেই দূষিত বায়ু সেবনে শিশু ও বালক বালিকাগণ (যুবক যুবতীরাও) বিষাক্ত হইয়া থাকে।" (3)

(1) Painted toys are, many of them, highly dangerous, especially those painted green. Children's painted-box are dangerous toys * * he ought not to be allowed to have poison-painted boxes or poison-painted toys." (See Ditto)

(2) "Cocounut oil is an excellent application." (See Ditto)

(3) "The long continued inhalation into lungs or swallowing of the arsenical dust and vapours derived form wall papers, tends to produce a chronic form of poisoning." (See Hygiene and Public Health, by L. C. Parkes M. D., P. 241)

১১। ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্য।

ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্যই হিন্দুজাতির ধ্বংসের সর্ব্বপ্রধান কারণ, ইহা আজ কাল সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। আমরা এই দুইটী বিষয় নিম্নে আলোচনা করিব।

১। ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণগুলি এই :—

(১) রেলের রাস্তা। (২) জিলাবোর্ড, লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন কমিটীর রাস্তা। (৩) অন্ধ পুকুর। (৪) গ্রাম্য খাল। (৫) বাড়ীর ও গ্রামের যেখানে সেখানে গর্ত্ত করিয়া মৃত্তিকা উত্তোলন। (৬) জঙ্গল। (৭) বড় বড় নদীগুলি ভরাট হইয়া যাওয়া।

(১) রেলের রাস্তা।

বহুদিন পূর্ব্বেই মহাত্মা রাজা দিগম্বর মিত্র মহোদয় দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন যে, "রেলের রাস্তা বা বাঁধ নির্ম্মিত হওয়ার পর হইতেই এ দেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং এজন্যই পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রভাব এত বেশী।"

ফলতঃ রেলের রাস্তার ফলেই এ দেশে ম্যালেরিয়ার এত ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। রেলের রাস্তা বা বাঁধের জন্য বঙ্গের স্বাভাবিক জলনিঃসরণের প্রায় সমস্ত পথগুলিই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ রেলের রাস্তার দুই ধারে গর্ত্ত বা ডোবা কাটিয়া মৃত্তিকা উঠান হয়,

তাহার ফলে ঐ গর্ত্তে বৃষ্টির বা বর্ষার জল আবদ্ধ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ রেলের রাস্তার নিম্নে যথেষ্ট পরিমাণে পুল বা নালা না থাকায় দেশের জল সহজে নিকাশ হইয়া যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ রেলের রাস্তা বর্ষার বা বৃষ্টির জলে ধসিয়া না যায়, এজন্য বঙ্গের অনেক স্থানে রেলের রাস্তার অদূরে বাঁধ দিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ বাঁধের ফলে দেশের জল নদী বা বড় খালে যাইয়া পড়িতে পারে না। ইহার ফলেই এ দেশে এত ভীষণ ম্যালেরিয়া ও বন্যা হইয়া থাকে। উক্ত তিনটী কারণে বর্ষার বা বৃষ্টির জল দেশময় জমা হইয়া থাকে। ঐ আবদ্ধ জলে অসংখ্য মশা জন্মে এবং সেই মশা দেশময় ম্যালেরিয়া বিস্তার করিতেছে।

ইটালী ও আমেরিকায় ম্যালেরিয়া ছিল। সে দেশে বহুকাল হইতে জলাভূমি বর্ত্তমান ছিল। সেই জলাভূমি হইতে নালা কাটিয়া জল নিঃসরণের ব্যবস্থা করায় সে সকল দেশ হইতে ম্যালেরিয়া হ্রাস পাইয়াছে। আর ৭০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে ম্যালেরিয়ার নাম গন্ধ ছিল না, রেলপথ দ্বারা দেশের সমস্ত স্বাভাবিক জল-নিঃসরণের পথগুলি রুদ্ধ করিয়া দেশময় ম্যালেরিয়া বিস্তার করা হইতেছে। ফলতঃ রেলের রাস্তা প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

এ দেশের রেলের আয় যথেষ্ট। রেল কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি তাঁহাদের আয়ের সহস্র ভাগের এক ভাগ অর্থ দ্বারা রেলের রাস্তার নিম্নে যথেষ্ট পরিমাণে পুল বা নালা নির্ম্মাণ করেন, রেলের রাস্তার দুই ধারের ডোবা বা গর্ত্তগুলি কাটিয়া একটা খাল বা বড় ড্রেণ

খনন করিয়া দেন, এবং রেলের বাঁধ হইতে নালা কাটিয়া কোন নদী বা বড় খালের সহিত যোগ করিয়া দেন, তাহা হইলেই এ দেশের এই ভীষণ ম্যালেরিয়া ও বন্যা দূর হইয়া যাইতে পারে। অতএব আমরা বঙ্গের প্রত্যেক মহাত্মাকে সানুনয়ে এই অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া এই বিষয়ে গভীর আন্দোলন করিবেন। তাহা হইলেই রেলকর্ত্তৃপক্ষগণ ঐ সকল কারণ দূর করিতে বাধ্য হইবেন।

(২) জিলাবোর্ড, লোকাল্ বোর্ড ও ইউনিয়ান কমিটীর রাস্তা।

জিলাবোর্ড, লোকাল্ বোর্ড ও ইউনিয়ান্ কমিটীর রাস্তা দ্বারাও উক্ত কারণে দেশময় ম্যালেরিয়া বিস্তার হইতেছে। এই সকল রাস্তার নিম্নেও যথেষ্ট পরিমাণে পুল থাকে না। তাহার ফলে দেশের জল ভালরূপ নিকাশ হইয়া যাইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল রাস্তার মৃত্তিকাও দুইধারে গর্ত্ত বা ডোবা কাটিয়া উঠান হয়। সেই গর্ত্ত বা ডোবাতে বর্ষার বা বৃষ্টির জল আবদ্ধ থাকে। ঐ আবদ্ধ জলে অসংখ্য মশা জন্মে। সেই মশায় গ্রামের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। এক কথায় জিলাবোর্ড, লোকাল-বোর্ড ও ইউনিয়ান কমিটির রাস্তার দুই ধারের গর্ত্ত বা ডোবা দ্বারাও দেশময় ম্যালেরিয়া বিস্তার হইতেছে। অতএব আমরা উক্ত বোর্ড ও কমিটীর সভ্যদিগের সমীপে বিনীতভাবে এই নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা ভবিষ্যতে আর কখনও গর্ত্ত বা ডোবা কাটিয়া তাহা হইতে মৃত্তিকা উঠাইতে আদেশ প্রদান করিবেন না—রাস্তার ধারে

একটা খাল বা ড্রেণ কাটিয়া মৃত্তিকা উঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। এতদ্ভিন্ন রাস্তার নীচে যথেষ্ট পরিমাণ পুল বা নালা রাখিবেন, যেন গ্রামের জল অতি সহজে নিকাশ হইয়া যাইতে পারে—কোন স্থানে বর্ষার বা বৃষ্টির জল যেন আবদ্ধ না থাকে।

(৩) অন্ধপুকুর।

আমাদের পিতৃপিতামহ ঠাকুর মহাত্মারা এ দেশে অসংখ্য পুকুর, দিঘী খনন করিয়া ভগবানের নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ সকল পুকুর ও দিঘীর সংস্কার অভাবে পানা, কচুরী ইত্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ও তাহাদের জল দূষিত হইয়া গিয়াছে। এই দূষিত জলে অসংখ্য মশা জন্মে। এতদ্ভিন্ন পানা, জঙ্গল ও কচুরীর মধ্যে মশা নিরাপদে বাস করে। অতএব এদেশের প্রত্যেক হিন্দুর পুকুর সংস্কার করা জীবনের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে করা উচিত। পুকুরগুলির সংস্কার করিলে ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতি পীড়ার বড় কারণ দূর হইয়া যাইবে।

(৪) গ্রাম্য খাল।

গ্রাম্য খালগুলি ভরাট হইয়া গিয়াছে। এমন কি, বহু গ্রামের খালের দুই ধারে ও মধ্যে বড় বড় বৃক্ষাদি দৃষ্ট হয়। এই খালগুলি ভরাট হইয়া যাওয়ায় গ্রামের বৃষ্টির বা বর্ষার জল নিকাশ হইয়া গ্রামের বাহিরে যাইতে পারে না। গ্রামের নানা স্থানে জল আবদ্ধ থাকে। সেই আবদ্ধ জলে অসংখ্য মশা জন্মে। সেই

মশা গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়া বিস্তার করে। এই গ্রাম্য খাল অতি সহজেই সংস্কার করা যাইতে পারে।

(৫) গ্রামের ও বাড়ীর যথা তথা হইতে মৃত্তিকা খনন।

আজকাল কেহই পুকুর সংস্কার করেন না, সুতরাং কাহারও মৃত্তিকার প্রয়োজন হইলে বাড়ীর বা গ্রামের যেখান সেখান হইতে গর্ত্ত বা ডোবা খনন করিয়া মৃত্তিকা উঠাইয়া থাকেন। ঐ গর্ত্ত বা ডোবাতে বৃষ্টির জল আবদ্ধ হয়। ঐ জলে অসংখ্য মশা জন্মে। অতএব প্রত্যেক হিন্দুরই পুকুর সংস্কার করিয়া ঐ গর্ত্ত বা ডোবা-গুলি ভরাট করিয়া ফেলা উচিত।

(৬) জঙ্গল।

আজকাল বঙ্গের প্রায় গ্রামই জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই জঙ্গলের মধ্যে বৃষ্টির জল আবদ্ধ থাকে। তাহাতে মশা জন্মে ও জঙ্গলের মধ্যে মশা নিরাপদে বাস করে। অতএব উক্ত বোর্ড ও কমিটীর সভ্য মহোদয়গণ তাঁহাদের এলাকার গ্রামগুলির জঙ্গল পরিষ্কার করিতে আদেশ বা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

(৭) বড় বড় নদী।

আজকাল বড় বড় নদী গুলি ভরাট হইয়া গিয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, গঙ্গায় ও পদ্মায় রেলের জন্য সেতু নির্ম্মাণ করায় নদীর স্রোত হ্রাস পাইয়াছে। এ সম্বন্ধেও দেশের সকলের মনো-যোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

২। দারিদ্র্য।

আমাদের দারিদ্র্যের কারণ কি? কারণ অনেক, তন্মধ্যে আমাদের জাতীয় রীতি, নীতি, আচার ব্যবহারের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধাই সর্ব্ব প্রধান কারণ। ঋষিকল্প ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয় বলিয়াছেন:—"আমাদের সামাজিক প্রণালীর সারভূত কথা—জাতিভেদ। ইহার নিন্দা অনেকেই করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই। পুরুষানুক্রমে ব্যবসা বিশেষের অবলম্বন করা, বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের বিভিন্ন দলে সম্বন্ধ হওয়া এবং সকল ব্যবসায়ীবর্গের একমাত্র যাজক সম্প্রদায়ের বশ্য হওয়া পৃথিবীর সকল দেশেই অল্প বা অধিক পরিমাণ পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছিল। পরন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসার বিভাগের ভেদটী অপর সকল দেশের অপেক্ষা বিশেষ রূপই পরিস্ফুট হইয়া আছে।"

স্বদেশ-প্রাণ, বিজ্ঞান-আচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত পি, সি, রায় মহোদয়ও হিন্দু সমাজের প্রাণের কথাটা পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন:—

"জাতিভেদ, স্মৃতি ও সামাজিক বহু ব্যবস্থার গুণে ভারতবর্ষে যে এক শান্ত, উদ্বেগবিহীন জীবনযাত্রা প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল, যেরূপ সমাজ সংগঠন পাশ্চাত্য দেশের কাউণ্ট টলষ্টয় প্রভৃতি মনীষিগণের ও সোসিয়লিষ্টগণের জীবনের চরম স্বপ্ন—ভারতবর্ষীয় সমাজ শৃঙ্খলার ফলে এখনও হিন্দুজাতির মধ্যে পাপের সংখ্যা

অন্য জাতি অপেক্ষা অনেক কম। ভারতবর্ষের পূণ্য সমাজের তুলনায় পাশ্চাত্য দেশের দারুণ জীবনসংগ্রামযুক্ত সমাজকে দাবানল বলিয়া বোধ হয়, আমরা যেন এই কথা না ভুলি।"

এক্ষণে কি উপায়ে জাতিভেদ, স্মৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থার গুণে ভারতবর্ষে এক শান্ত ও উদ্বেগবিহীন জীবন যাত্রা প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করিব।

এ জগতে প্রত্যেক মানুষের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রধানতঃ তিনটী বিষয়ের প্রয়োজন দৃষ্ট হয়, যথা ঃ—অন্ন, বস্ত্র ও গৃহ। এই তিনটীর অভাবই প্রকৃত অভাব। ভারতে বর্ণভেদ প্রথা অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ব্যবস্থা থাকার ফলে হিন্দু সমাজের কোন বর্ণের কোন লোকের কখনও মোটা ভাত কাপড় ও গৃহের অভাব হয় নাই। প্রাচীন কালে যে হিন্দু সমাজে প্রত্যেক বর্ণের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিই একমাত্র ব্যবস্থা ছিল তাহা নহে, তখন প্রত্যেক বর্ণের প্রত্যেক লোকের সহিত অন্য বর্ণের প্রত্যেক লোকের সুদৃঢ় বন্ধন ও বাধ্যবাধকতা ছিল। এতদ্ভিন্ন নিতান্ত বিপদে না পড়িলে কেহ অন্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিতেন না। এখনও হিন্দু সমাজ অনেকটা সেই আদর্শেই গঠিত রহিয়াছে। এখনও কোন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তন্তুবায়, কুম্ভকার, নমঃশূদ্র প্রভৃতি বর্ণের কোন লোকের কোন ক্রিয়া বা দেবপূজা উপলক্ষে, গুরু, পুরোহিত, ধোপা, নাপিত, বাদ্যকর, প্রভৃতি প্রত্যেক বর্ণের লোক উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সমাধা না করা পর্য্যন্ত কাহারও কোন ক্রিয়া বা পূজা সুসম্পন্ন হয় না।

হিন্দুসমাজ এমন সুন্দর প্রণালীতে সুগঠিত যে, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া সমাজে বাস করিতে পারেন না। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ যেমন সমাজের অঙ্গ, ধোপা, নাপিত, বাদ্যকর, হাড়ি, ডোম, ইত্যাদিরাও সেইরূপ সমাজের অঙ্গ। প্রাচীন কালে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী ও ত্যাগী ছিলেন, সুতরাং সমাজের সকলেই ব্রাহ্মণকে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। অথচ ব্রাহ্মণের কোন বৃত্তি ছিল না, ব্রাহ্মণকে সমাজের সকলের নিকট ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। ফলতঃ হিন্দু সমাজের প্রত্যেক লোকের সহিত প্রত্যেক লোকের এইরূপ সুদৃঢ় বন্ধন ও বাধ্যবাধকতা থাকার ফলে এবং প্রত্যেক ক্রিয়াতে সমাজের প্রত্যেক লোকের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতে বাধ্য থাকায়, হিন্দু সমাজে কোন ব্যক্তিরই অন্ন, বস্ত্র ও গৃহের অভাব কখনও হইতে পারে নাই। এখনও কোন হিন্দু তাহার পৈত্রিক বৃত্তিধারী কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এখনও কোন বৃত্তিধারী কোন লোকের কোন বিষয়ে অভাব হইলে প্রত্যেক হিন্দু তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য।

এতদ্ভিন্ন প্রাচীন কালের প্রত্যেক হিন্দু স্বদেশী শিল্প দ্রব্যাদি ভিন্ন বিদেশী কোন দ্রব্য কখনও ব্যবহার করিতেন না। এমন কি স্বগ্রামের শিল্প দ্রব্যাদি ব্যবহার না করিয়া দেশের অন্যত্র হইতে শিল্প দ্রব্যাদি কেহ সংগ্রহ করিয়া আনিলে তাহার সমাজে নিন্দা হইত ও তাহাকে 'এক ঘরে' হইয়া থাকিতে হইত; ফলতঃ এইরূপ সুদৃঢ়, সুশৃঙ্খল সুব্যবস্থা ছিল বলিয়াই হিন্দু সমাজের

লোকেরা এত সুদীর্ঘকাল অতীব শিষ্ট, শান্ত ও উদ্বেগবিহীন জীবন-যাত্রা প্রণালী অবলম্বন করিয়া সুখে, স্বচ্ছন্দে বাস করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীক, রোম প্রভৃতি জাতিরা যে বহুকাল হইল অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ, সে সকল দেশে হিন্দু সমাজের ন্যায় সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল সমাজ-গঠন ছিল না।

স্বদেশপ্রাণ ডাক্তার রায় মহোদয় বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষীয় সমাজ-শৃঙ্খলার ফলে এখনও হিন্দুজাতির মধ্যে পাপের সংখ্যা অনেক কম।" মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ মহোদয় বলিয়াছেন—"পাশ্চাত্য দেশের দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি, আর হিন্দুরা দেবপ্রকৃতি।" হিন্দু সমাজে অতি প্রাচীন কাল হইতেই লোক শিক্ষার নানা উপায় ছিল। কথকতা প্রণালী, যাত্রা, পাঁচালী ইত্যাদির ফলেই সকলে বিশেষতঃ হিন্দু রমণীগণ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ উন্নত নীতি ও ধর্ম্মপরায়ণ হইতেন। ফলতঃ হিন্দু সমাজে কাহারও অন্ন, বস্ত্র ও গৃহের অভাব না থাকায় ও সকলেই ধর্ম্ম নীতি সম্বন্ধে যথোচিত উপদেশ লাভ করায়, হিন্দু নরনারীগণ প্রায় সকলেই শিষ্ট, শান্ত, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পিতৃমাতৃভক্ত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, নিরোগী ও দীর্ঘজীবি ছিলেন।

ইয়োরোপে এত দারিদ্র্য কেন? ইয়োরোপের দারিদ্র্যের কথা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। আমাদের বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতব বাহাদুর তাঁহার "ইউরোপভ্রমণ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"অহো! ইংলণ্ডের দরিদ্র পল্লী! একবার যাইয়া দেখ,

লণ্ডনের দরিদ্রপল্লী কি ভীষণ! একবার দেখিলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, লণ্ডনের দরিদ্র ব্যক্তির অপেক্ষা ভারতের দরিদ্র ব্যক্তির অবস্থা কত ভাল।

"লণ্ডনের এই সকল নিম্ন শ্রেণীর লোকের কোন ধর্ম্মজ্ঞান নাই, দারিদ্র্যের তাড়নায় তাহারা অপরাধের ও পাপের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমাদের ভারতবর্ষে দরিদ্রের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ব্যাপারে দারিদ্র্যের এমন ভীষণ দৃশ্য আমাদিগকে দেখিতে হয় না।"

মহারাজ বাহাদুর ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছেন, আমরা শত সহস্র বার ধন্যবাদ দেই ভারতের আর্য্যঋষিগণকে। তাঁহারা হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ প্রথা অতীব সুশৃঙ্খলার সহিত সুন্দর ভাবে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই দারিদ্র্যের ও পাপের এইরূপ ভীষণ দৃশ্য আমাদিগকে দেখিতে হয় না। তাঁহারা জাতিভেদের দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে হিন্দুদিগকে সযত্নে রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই সেই অনাদিকাল হইতে কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও হিন্দুরা শত সহস্র ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত অকাতরে সহ্য করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব, মনুষ্যত্ব ও জাতীয়ত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদ প্রথার শিথিলতা বশতঃই হিন্দু সমাজের নানা দিক দিয়া বিষম অবনতি ও দারিদ্র্য দৃষ্ট হইতেছে।

জাতিভেদ থাকিলে সমাজ উন্নত হয়, আর জাতিভেদ না থাকিলে সমাজের অনিষ্ট হয়, এই গভীর তত্ত্বটী সম্বন্ধে এখন

দেখিতেছি পাশ্চাত্য দেশের মহাপ্রাজ্ঞ, মনীষী পণ্ডিতগণও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত হার্ব্বাট স্পেনসার, অধ্যাপক গিডিংস্, মার্কিণ পণ্ডিত জন্‌সন্, স্যার জন্ উড্‌রফ্ প্রভৃতি মহাত্মগণ জাতিভেদ প্রথা সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান উপায় বলিয়া মনে করেন। (১) আমরা পাশ্চাত্য-শিক্ষিত হিন্দুযুবকদিগকে উক্ত হার্ব্বাট স্পেনসার ও গিডিংস্ এর শোশিয়লজি, উড্‌রফ্ সাহেবের গ্রন্থাদি এবং ভূদেব বাবুর সামাজিক প্রবন্ধ, চন্দ্রনাথ বাবুর হিন্দুত্ব, নীলকণ্ঠ বাবুর গীতা-রহস্য গ্রন্থগুলি একবার মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

---

(1) See Spencer's Esseys, Vol. I p. p. 382, 387, 388.

Sir John Woodroffe Says—"The ideal Indian Scheme of Social order is based on religious and philosophical principles which are also the practical ideals of daily life. The original Indian castes spoken of in the Scripture were, as is well-known, four. * * The secular occupations of the Castes are called Vrittis."

"Sociology shows the existence of Caste everywhere as rulers, warriors, merchants, agriculturists, servile population and so forth. These distinctions did not arise from snobbery but from the inherent needs of society and its organisation."

Professor Giddings, the sociologist says—"classes do not become blended as societies grow older ; they become more sharply defined !

"Any social reform that hopes for the blending of classes is foredoomed to failure."

হিন্দু সমাজে ধন বিভাগ সকল বর্ণের (এক ব্রাহ্মণ ভিন্ন) মধ্যেই প্রায় সমান ছিল। ইয়োরোপের ন্যায় অল্প সংখ্যক লোক অগাধ ধনশালী ও সহস্র সহস্র ব্যক্তির অন্ন, বস্ত্র ও গৃহের কোনই সংস্থান নাই—এইরূপ দৃশ্য হিন্দুসমাজে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। হিন্দুসমাজে ধনী সম্প্রদায় বা ক্যাপিটালিষ্ট এবং শ্রমজীবী সম্প্রদায় বা লেবারার ছিল না। হিন্দু সমাজের প্রত্যেক বর্ণের প্রত্যেক লোকেরই নিজ নিজ বাড়ীতে এক একটী ক্ষুদ্র মিল বা কুটীর-শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এখনও বহু পল্লীতে কতকটা বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রত্যেক হিন্দু শিল্পীর মূলধন ছিল—তাহার পৈতৃক আমলের সামান্য যন্ত্র কল কৌশল ও অভিজ্ঞতা, আর শ্রমজীবী ছিল সে নিজে এবং তাহার পুত্রাদি পরিজনবর্গ। সেই শিল্পী তাহার পরিজনবর্গ সহ কুটীর-শিল্পের উন্নতির জন্য দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিতেন। কোন বিষয় বুঝিতে অক্ষম হইলে সেই সেই বর্ণের প্রাচীন ও বহুদর্শী লোকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন। এই উপায়ে হিন্দু শিল্পীরা তাহাদের

"The notion that "all men are equal" either in work, capacity or utility is unfounded."

"*In fact, modern Europe is without any settled foundation and aim.*"

"The main class divisions in modern Europe and America are between the rich and the poor, the man of wealth is the man of worth and power". (See Is India Civilized? p. p. 173. 174. 175.)

শিল্প দ্রব্যাদির চরম উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছলে, বলে, কৌশলে ও আইনের ফাঁদে ফেলিয়া বিদেশী বণিকগণ হিন্দু শিল্পগুলি যদি সমূলে বিনষ্ট করিয়া না ফেলিত; তবে এখনও হিন্দু শিল্পই জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইত, কারণ হিন্দু-শিল্প-দ্রব্যগুলি অতীব সূক্ষ্ম, সুন্দর, পবিত্র, বিষ-ধর্ম্মহীন ও স্থায়ী।

আজকাল কেহ কেহ এই দেশে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় মিল প্রতিষ্ঠার একান্ত পক্ষপাতী। আমরা ইহাঁদের সমীপে ২।১টি কথা বলিতে চাই। এক সময়ে ভারতবাসীরা কুটীর-শিল্প দ্বারাই ভারতের-সমস্ত অভাব দূর করিয়া দিয়া জগতের সর্ব্বত্র কোটি কোটি টাকার শিল্প দ্রব্যাদি প্রেরণ করিত কিরূপে? ইয়োরোপে মিল প্রতিষ্ঠার ফলে সে সকল দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মিলে অতি অল্প সংখ্যক মজুরের প্রয়োজন হয়; সুতরাং সে সকল দেশের অসংখ্য—অগণিত লোকের কাজ কর্ম্ম জুটে না; তাই অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে ও গৃহাভাবে তাহারা দারুণ দুঃখ কষ্ট পাইয়া থাকে। ইয়োরোপের এই যে বেকার-সমস্যা, অন্ন-সমস্যা, ধনীর সহিত মজুরের প্রতিদিন বাদ-বিসম্বাদ, মারামারি, রক্তারক্তি সংঘটিত হইতেছে—ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই এই যে নিহিলিষ্ট, শোশিয়লিষ্ট, বলসেভিজম্ প্রভৃতির আন্দোলনের ভীষণ উৎপাতে সে সকল দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে—ইহার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ—ইয়োরোপে হিন্দু সমাজের ন্যায় বর্ণভেদ প্রথা নাই—ঘরে ঘরে কুটীর-শিল্পের

ব্যবস্থা নাই। আমেরিকা কি ইয়োরোপের কোন দেশেই ৫।৬ কোটির অধিক লোক নাই। অথচ তাহাদের জগৎযোড়া শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তথাপি তাহাদের দেশের অধিকাংশ লোকের এইরূপ দারুণ অন্নাভাব কেন? বর্ত্তমান সময়ে ভারতের এই ৩০ কোটি লোকের এক কুটীর-শিল্পের উন্নতি ভিন্ন জীবন রক্ষার আর কি উপায় আছে, তাহা কেহ আমাদিগকে সোজা কথায় বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? এতদ্ভিন্ন ইয়োরোপে সর্ব্বত্র মিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, সে সকল দেশে যক্ষ্মা প্রভৃতি পীড়া ও নানা জঘন্য পাপাচার ভীষণ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রাচীন কালের হিন্দু নরনারী সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে, 'বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারে জাতি যায়, ধর্ম্মহানি হয়।' 'জাতি যায়' কথাটার প্রকৃত অর্থ কি? এখানে জাতি অর্থ সমগ্র হিন্দু জাতিকে (nation) বুঝায়। 'জাতি যায়' বলিলে ব্যক্তিগত ক্ষতি বুঝায় না, সমাজের—দেশের—একটা জাতির ক্ষতি বুঝায়। পাশ্চাত্যেরা এদেশে দেড়শত বৎসর যাবৎ রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই এদেশীয় বেশ ভূষা আহারাদি লন নাই—তাহাতে তাঁহাদের জাতি (জাতীয়তা) যায়। অথচ আমরা—হিন্দুরা-জাতীয় বিশিষ্টতা হারাইয়া ফেলিয়াছি।

একটী প্রাচীন হিন্দু মহিলার জন্য আমরা ডাক্তারি ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—"বাবা, আমি ডাক্তারি ঔষধ কি পথ্য কিছুতেই সেবন করিব না, কারণ উহা সেবন করিলে আমার

"জাতি যাইবে" ও "ধর্ম্ম নষ্ট" হইবে। আমি মরিব সেও ভাল, তবু ডাক্তারি ঔষধ সেবন করিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারিব না।" এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া তখন হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। কিন্তু এই বিষয়টা যতই চিন্তা করিতেছি, ততই অনুভব করিতেছি যে, উক্ত মহিলা যাহা বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য—অতি সত্য কথা। সত্য সত্যই ত ডাক্তারি ঔষধ ব্যবহারে হিন্দু জাতি ডুবিতে বসিয়াছে। সত্য সত্যই ত আমরা ডাক্তারি তেজস্কর ঔষধ ও কৃত্রিম পথ্য সেবন করিয়া দিন দিন অতীব স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছি এবং কোটি কোটি টাকা জগতের ঔষধ বিক্রেতাদিগকে প্রদান করিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছি। ফলতঃ যে কার্য্যে সমাজের বা দেশের সকলের স্বাস্থ্যহানি ও অর্থহানি হয়—তাহাই অধর্ম্ম। সমাজ ধ্বংসে ধর্ম্ম-ধ্বংস এবং মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের ধ্বংস হয়; তাহা হইলেই সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। উক্ত মহিলা বলিয়াছিলেন, "আমি মরিব, তাহাতে সমাজের কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; কিন্তু আমি সমগ্র সমাজের ক্ষতিজনক কার্য্য করিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারিব না।" ইহাই প্রকৃত স্বদেশ-ভক্তের প্রাণের কথা। আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা উক্ত কথাগুলি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই আজ হিন্দুসমাজ ধ্বংস হইতে বসিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশপ্রাণ মহাত্মগণ যদি সর্ব্বসাধারণ হিন্দুদিগকে "বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারে জাতি যায়, অধর্ম্ম হয়" এই তত্ত্বটী ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন, তবে তাঁহার মহান্

সাধনা অতি সহজেই সুসিদ্ধ হইবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণ গ্রাম, সমাজ, পৈত্রিক জমা-জমি, স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পাদি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র চাকুরীর উদ্দেশ্যে—উকিল, ডাক্তার ও বেতন-ভোগী ভৃত্য—ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। হিন্দু-যুবকগণ স্ব স্ব বর্ণোচিত ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র চাকুরীর জন্য প্রাণান্ত যত্ন চেষ্টা করার ফলেই আজ হিন্দু-সমাজের অন্তিম দশা উপস্থিত হইয়াছে। এ জগতে একমাত্র হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেই যে প্রকৃত সাম্য, স্বাধীন চিন্তার, স্বাধীন প্রবৃত্তির ও স্বদেশ-প্রীতির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, এই মহান্ তত্ত্বটি পাশ্চাত্য শিক্ষিত হিন্দুযুবকগণ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। তবে বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশের মনীষী মহাপণ্ডিতগণ ইয়োরোপের দাবানল-সমাজকে শান্ত, সংযত ও শৃঙ্খলা বদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, তাহা হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুকূল দৃষ্ট হয়।

ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুযুবকগণ যদি তাঁহাদের পৈত্রিক বৃত্তি অবলম্বন করেন, স্বদেশে ও বিদেশে যাইয়া তাঁহাদের জাতীয় ব্যবসা ও শিল্পগুলি শিখিয়া আসিয়া স্ব স্ব বর্ণের লোকদিগকে সে সম্বন্ধে উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন, তবে এ দেশের দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য, অভাব, অনটন, স্বাস্থ্যহীনতা ও অকাল মৃত্যু অচিরে দূরীভূত হইয়া যাইবে।

বঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"ইউরোপীয়েরা আজকাল Back to the land, Back to Nature, Back to Village, Back to Cottage, Back to family ইত্যাদি মন্ত্র জপিতে জপিতে ক্রমশঃ ভারতীয় আদর্শের সম্মুখীন হইতেছেন। ইঁহারা এত দিনের কৃত্রিম জীবনের দৈন্য কষ্ট দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিয়া যথার্থ স্বাভাবিক মানব-জীবনের দিকে ফিরিতেছে! সেই স্বাভাবিক, স্বাধীন, সরল, প্রেমময় মানব-জীবনের আদর্শ-সমাজ ভারতবর্ষেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল।"

"ভারতবর্ষের চিত্ত সম্মোহিত হইয়া গিয়াছিল। পাশ্চাত্যদের সাময়িক বিজয় ও গৌরব দেখিয়া ভারতবাসী মত্ত হস্তীর ন্যায় পাষাণ কায়ার দিকে ছুটিয়াছিল। এখন আবার মায়ের কোলে ছুটিতেছে—কারণ ইয়োরোপ নিজেই সেই পাষাণ কায়ার "বিরাট মুষ্টিতলে" চাপা পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতেছে!"

সমাপ্ত।